LIFE OF ALFRED THE GREAT,

IN BENGALI

BY

SHAMA CHURN MOZOOMDAR

ইংলণ্ডাধিপতি মহামহিম

আল্ফ্রেডের জীবন বৃত্তান্ত।

শ্রীশ্যামাচরণ মজুমদার

কর্ত্তৃক

ইংরাজী ভাষাহইতে

অনুবাদিত।

CALCUTTA

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS; AND

SOLD AT THEIR DEPOSITORY, 9, G[illegible] PLACE, EAST.

1860.

বিজ্ঞাপন।

ইংলণ্ডাধিপতি মহামহিম আল্‌ফ্রেডের জীবনবৃত্তান্ত মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা সুবিখ্যাত ডাক্তর জন্‌ হ্যালরপ্রণীত জার্ম্মাণ গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বহুবিধ নীতি বিষয়ক উপদেশ আছে, বিশেষতঃ অসাধারণ অধ্যবসায়, অলৌকিক বুদ্ধিশক্তি, ও প্রকৃত উদার স্বভাবের ঈদৃশ উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় সুনীতিসম্পন্ন জীবন বৃত্তান্ত অতিবিরল প্রযুক্ত, আমি এই গ্রন্থের অনুবাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং যাহাতে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, এমত সরল অথচ প্রচলিত ভাষায় লিখিতে যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের আদরণীয় হইলে সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে।

কাশীপুর। শ্রীশ্যামাচরণ মজুমদার।

সন ১২৭৩ সাল।

তারিখ ১০ই আষাঢ়।

ইংলণ্ডাধিপতি [illegible] আল্‌ফ্রেডের

জীবন বৃত্তান্ত।

প্রথম অধ্যায়।

আল্‌ফ্রেডের বীরত্ব ও বিবাহ।

জগদ্বিখ্যাত আল্‌ফ্রেড্ ওয়াণ্টেজ্ নগরে ইং ৮৪৯ অব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা স্যাক্সন্ কুলোদ্ভব ইংলণ্ডদেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্না ও পরমরূপলাবণ্যবতী অস্‌বর্গা নাম্নী এক মহিষী ছিল। ঐ রমণীর গর্ভে তাঁহার চার সন্তান জন্মে, তন্মধ্যে আল্‌ফ্রেড্ সর্ব্বকনিষ্ঠ। তিনি শৈশবকালাবধি অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি ও স্বাভাবিক গুণসম্পন্ন হওয়াতে অন্যান্য ভ্রাতাগণের অপেক্ষা পিতামাতার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার মনোহর চরিত্র ও অপরূপ রূপমাধুরী সন্দর্শনে সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিত।

যদিও কেবল পিতামাতার সম্পূর্ণ অযত্নে দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আল্‌ফ্রেডের অক্ষর পরিচয় হয় নাই, তথাচ তাঁহার বিদ্যার প্রতি এরূপ দৃঢ়ভক্তি জন্মিয়াছিল যে, রাজসভায় পঠিত স্যাক্সন্ কবিতা সকল এক বার শ্রবণ করিয়াই অনায়াসে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন।

এক দিবস রাজমহিষী একখানা পুস্তক হস্তে করিয়া স্বীয় সন্তানগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে পুত্রগণ!

তোমাদিগের মধ্যে যিনি এই পুস্তক শীঘ্র আবৃত্তি করিতে শিখিবে, তাহাকে ইহা পারিতোষিক দিব।” আল্‌ফ্রেড্ জননীর এই রূপ উৎসাহজনক উক্তি শ্রবণে, বিশেষতঃ পুস্তকের চাকচক্যশালী প্রথম অক্ষর নিরীক্ষণ করিয়া পরমপুলকিত হইলেন। তিনি সহোদরগণের সম্মুখে অগ্রেই উত্তর করিলেন, “হে জননি! আপনি সত্যই কি এই পুস্তকখানা আমাদিগের মধ্যে যে অগ্রে পড়িতে সক্ষম হইবে, তাহাকে প্রদান করিবেন?” তাঁহার মাতা পুত্রের এই রূপ বচন শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, হাঁ অবশ্যই প্রদান করিব তাহার সন্দেহ কি। তখন আল্‌ফ্রেড্ জননীর হস্তহইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া স্বীয় শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে দৃঢ় পরিশ্রম করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন।

আল্‌ফ্রেড্ এই রূপে দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিদ্যারসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া নানা শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষেত্রতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইবার সম্পূর্ণ অভিলাষ ছিল; কিন্তু তৎকালে দিনমারদিগের অত্যন্ত উপদ্রবে রোমভিন্ন ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র লেখা পড়ার চর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছিল। এজন্য সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সুপণ্ডিত এক জন শিক্ষক মিলা অতিশয় কঠিন হইল। সুতরাং তাঁহার মানস সিদ্ধ হইল না।

কিছুকাল পরে আল্‌ফ্রেডের পিতা, তাঁহার বিদ্যার প্রতি এরূপ উৎসাহজনক প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে রোমনগরে পাঠাইয়া দিলেন। আল্‌ফ্রেড্ রোমনগরে উপস্থিত হইয়া অসামান্য বুদ্ধির প্রাখর্য্যদ্বারা অতি অল্প কাল মধ্যে তৎকালের প্রচলিত সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন

ঠলেন। রোমান কাথলিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ চতুর্থ
ার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া পরমাহ্লাদিত
তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই মনে২ এই স্থির সি-
য়াছিলেন যে, আলফ্রেড ভবিষ্যতে এক জন
হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।
ফ্রেড রোমনগরে কিয়ৎকাল অবস্থান করত কৃত-
য়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে ইং-
মৃগয়া ও শ্যেন পক্ষীর শিক্ষা প্রদান করা ভদ্র
ার প্রধান অনুষ্ঠেয় ছিল। তিনিও ঐ সকল বিষয়ে
পারদর্শী হইলেন, সুতরাং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রখর
সহ্য করা ক্রমে তাঁহার অভ্যাস হইয়া উঠিল।
তাঁহার ভ্রাতা এথেল্রেড্ সিংহাসনারূঢ় হইলেন,
হার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ। তাঁহার অসীম সাহস
দক্ষতা নিরীক্ষণ করিয়া, এথেল্রেড্ তাঁহাকে এক
নীর অধ্যক্ষ করিয়া দিলেন। এই সময় দিনমারেরা
হইয়া ইংলণ্ডদেশ আক্রমণ করিল। এথেল্রেড্
ভ্রাতার বিশেষ সহায়তার উপর নির্ভর করিলেন।
ালফ্রেডের মহৎগুণ সকল সম্পূর্ণ অনবগত ছিলেন।
ক বিষয়ের লোভ প্রদর্শন করাই নিতান্ত আবশ্যক
না করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আল্ফ্রেড্ যে সকল
জয় করিবেন, তাহার অর্দ্ধেক তাঁহার প্রাপ্তি হই-
" এথেল্রেড্ অতিশয় কাপুরুষ ছিলেন। পরে
জ্ঞা পালন করা দূরে থাকুক, পৈতৃক বিষয়েরও ভাগ
নাই। তাহাতে, আল্ফ্রেড্ কেবল দেশহিতেচ্ছা
ন কোন ক্রোধের বশীভূত না হইয়া বরঞ্চ ভ্রাতার
ক সহায়তা করিয়াছিলেন।
ালফ্রেড্ যথার্থ ধার্ম্মিক ছিলেন। বৈরীগণের হস্ত
ত স্বীয় দেশ রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার অসীম সাহসের

উন্নতি হইতে লাগিল। দিনমারেরা ক্রমে২ নিকটবর্ত্তী হইল। আলফ্রেড্ তাঁহার বলহীন ও অনভিজ্ঞ সৈন্যদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে বাধিত হইলেন। এসময় এথেল্‌রেড্ স্বীয় শিবির মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া কেবল দৈবে সহায়তা প্রার্থনা করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণের কাকুতি ও রণ চক্কার ধ্বনি, নিয়তই তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সাহসের উন্নতি হইল না। ভ্রাতার এরূপ বিলম্ব দেখিয়া, আল্‌ফ্রেড্ স্বয়ং শত্রুদিগের অসংখ্য সৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার অসীম সাহস সন্দর্শনে, অতিশয় চঞ্চলচিত্ত সেনারাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ইংরাজেরা ধনুর্বিদ্যায় অতীব পারদর্শী ছিলেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়া, বিপক্ষদিগের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণ সংহার করিলেন। কিন্তু তাহাতে উহাদিগের সাহসের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল না। তাহারা ক্রমে২ নিকটবর্ত্তী হইলে, ইংরাজেরা পলায়ন পরায়ণ হইলেন। আল্‌ফ্রেড্ সৈন্যদিগকে ছিন্নভিন্ন হইতে না দিয়া একত্রে অবস্থিতি করাইলেন। ক্রমে২ বিপক্ষেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিল। এমত সময় এথেল্‌রেড্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা সকলেই সবল ছিল, এক্ষণে স্বীয় বান্ধবগণের নিকটসঙ্কট দেখিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দিনমারেরা আর কোন প্রকারেই রণক্ষেত্রে স্থির হইয়া রহিতে পারিল না। তখন ইংরাজদিগের দুই দল সৈন্য একত্র হইয়া তাহাদিগকে বেস্টন করত বিক্ষত করিতে লাগিল। অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল। সহস্র২ শত্রুগণের কলেবর সমরক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল। তাহাদিগের অতিরিক্ত রুধিরপানে ধরণী পরিতৃপ্তা হইলেন।

দিনমারেরা পরাজিত হইয়াও পুনরাক্রমণে বিরত হইল না। কএক সপ্তাহ পরেই স্কাণ্ডিনেভিয়াহইতে বিস্তর রণ-তরি সংগ্রহ করিয়া, ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল। মর্টন্ নামক স্থানের সন্নিকটে তাহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এথেল্‌রেডের শরীরে একটা সাংঘাতিক অস্ত্রাঘাত লাগায় ইংরাজেরা পলায়ন করিতে বাধিত হইলেন। আল্‌ফ্রেড্ অনেক সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন রূপেই তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। এথেল্‌রেড্ ঐ আঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, সুতরাং ইংলণ্ড রাজ্য অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইল; পুনর্ব্বার সিংহাসনাধিকার করা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল।

এথেল্‌রেড্ মরণকালে অ্যাল্‌ফ্রেড্‌কে উত্তরাধিকারী করিয়া যান, কিন্তু তাঁহার রাজা হইবার একটুও অভিলাষ ছিল না যদিও তিনি যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি রিপুগণ কর্ত্তৃক কখনই তাঁহার মনের বিকার জন্মে নাই। এতাবৎকাল কেবল প্রজাবর্গের কল্যাণ হেতু বিষম সঙ্কটজনক সংগ্রামে সহোদরের সহায়তা করিয়াছিলেন। আপনার উচ্চাভিলাষ সিদ্ধ করিবার জন্য কোন চেষ্টা পান নাই। সমস্ত ইংলণ্ডবাসীরা তাঁহার মহৎ গুণচয়ের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিল, এক্ষণে শত্রুগণের হস্তহইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত, তাঁহাকে রাজা করিতে বিস্তর যত্ন পাইতে লাগিল। আল্‌ফ্রেড্ প্রথমতঃ তাহাদিগের মতে সম্মত হন নাই, কিন্তু কুলীন ও পুরোহিতগণের নিতান্ত অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া অবশেষে উইন্‌চেষ্টার নগরে সিংহাসনারোহণ করিলেন।

আল্‌ফ্রেড্ রাজা হইয়া এক মাস অতীত না হইতেই পুনর্ব্বার উইল্‌টনে দিনেমারদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে

বাধিত হইলেন। তিনি অগ্রে স্বীয় সৈন্যগণকে কিঞ্চিৎ রণশিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিপক্ষেরা রাজ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রজাদিগের প্রাণ সংহার ও গৃহদাহ করিতে আরম্ভ করিলে, আর বিষম অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, সুতরাং সমরক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। ইংরাজদিগের সৈন্য সঙ্খ্যা অতি অল্প ছিল, তথাচ তিনি অসীম সাহস ও রণনৈপুণ্য প্রকাশ করত বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত বিপক্ষগণের সহিত সমান যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ জয়ী হইলেন। দিনমারেরা পরাভূত হইয়া, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজেরা অনেকেই লুণ্ঠন প্রত্যাশায় তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, কিন্তু তাহাতে কেবল আপনাদেরই সম্পূর্ণ অমঙ্গল ঘটিল। বিপক্ষেরা তাড়িত হইয়া, একটা উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর আরোহণ করিল। তথাহইতে ইংরাজদিগের যৎসামান্য সৈন্য বিশৃঙ্খল নিরীক্ষণ করিয়া পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক সাহসী হইল, এবং আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ইংরাজেরা পরাজিত হইলেন। সেই দিনেই দিনমারেরা তাঁহাদিগের সকলের মস্তকচ্ছেদন করিত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে রজনী সম্মুখাগত হওয়াতে অনেকের প্রাণ রক্ষা হইল।

দিনমারেরা জয়ী হইল বটে, কিন্তু মহাবীর আল্‌ফ্রেডের অসীম সাহস ও সমরদক্ষতা নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদে মনের শঙ্কা দূর হইল না। তাহারা ইংরাজদিগের সহি একটা সন্ধি স্থাপন করিল। পরে সমুদায় সৈন্য সমভি ব্যাহারে করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে গথরাম্ ও আমন্দ নামক দুই জ প্রধান দিনমার, বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুন র্ব্বার আল্‌ফ্রেডের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। আল্

ফ্রেড্ সর্ব্বদা সতর্কতা হেতু তাহাদিগকে অনায়াসেই রণে পরাস্ত করিতে পারিলেন। তখন তাহারা বিষম বিপদে পড়িয়া এই শপথ করিল যে, "আমরা আর কখন ইংলণ্ড রাজ্যে পদার্পণ করিব না।" কিন্তু যাহাদের যে প্রকৃতি মরিলেও তাহা পরিত্যক্ত হয় না। তাহারা আর বার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, ইংলণ্ডে আসিয়া লুটপাট আরম্ভ করিল।

আল্‌ফ্রেড্ দিনমারদিগের এবম্বিধ অত্যাচারে অতিশয় বিরক্ত হইয়া সকল প্রজাগণকে জানাইলেন, "যখন সন্ধি ও শপথের কিছুতেই শত্রুদিগের হস্তহইতে মুক্ত হওয়া গেল না, তখন আপনাদের সাহসের উপর নির্ভর ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। বরঞ্চ খড়্গ হস্তে করিয়া মরণ ভাল, তথাচ বিনাবাধায় বৈরী কর্ত্তৃক শীকারের ন্যায় লুণ্ঠিত ও হত হওয়া উচিত নহে।" রাজার এই রূপ উক্তি-শ্রবণে ইংরাজদিগের বিলক্ষণ উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তখন তাঁহারা আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ শত্রু-দিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলেন। ক্রমে এক বৎসরের মধ্যে সাত বার যুদ্ধ হয়, তাহাতে সমরক্ষেত্রে রক্তের নদী বহিতে লাগিল। অবশেষে অনেক সৈন্যক্ষয় দেখিয়া দিন মারেরা পূর্ব্বের ন্যায় শপথ করিল, এবং ইংলণ্ড রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে আর বার তাহারা দ্বিগুণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আল্‌ফ্রেডের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল। আল্‌-ফ্রেড্ উত্তম রূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, যখন দিন-মারদিগের সমুদ্র পথে গতায়াতের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, তখন উহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনে কোন ফল দর্শিবেক না। বিশেষতঃ উহারা যে রূপ রণপ্রিয় ও জয়প্রত্যাশী, তাহাতে কখন স্থির হইয়া থাকিবার নহে। যদ্যপি জল-

পথ বন্ধ করা যায়, তবেই মঙ্গল, নতুবা সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতে হইবেক। এই বিবেচনায় তিনি প্রত্যেক বন্দরে রণতরী প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিলেন, এবং স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। প্রধান২ ধীবরগণকে মাহিয়ানা করিয়া পোতবাহ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। যখন যুদ্ধজাহাজ সকল প্রস্তুত হইল, তখন সমুদায় নদীর মুখে তাহা সাজাইয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্যও ঐ সকল তরীর উপর অবস্থান করিতে লাগিল।

আলফ্রেড্ এই রূপে জল পথ বন্ধ করিয়া অবিলম্বে এক্সিটরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় দিনমারদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে শত্রুদিগের সৈন্যপরিপূর্ণ এক শত কুড়ি খানা রণতরী আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংরাজ নাবিকেরা তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এবং অবশেষে পরাস্ত করিয়া জাহাজ-সুদ্ধ সমুদ্রে ডুবাইয়া দিল।

৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উপরোক্ত দিনমার সৈন্যেরা এক্সিটর পরিত্যাগ করিয়া চিপেন্‌হেম্ নামক ইংরাজদিগের একটা প্রধান দুর্গ আক্রমণ করিল। তথাকার প্রজাগণকে ভয়দ্বারা বশীভূত করিয়া ক্রমে২ রাজ্যের সর্ব্বত্র অধিকার করিয়া লইল।

ইংরাজেরা বারম্বার পরাভূত হইয়া পুনর্ব্বার স্বাধীন হইবার আশায় একেবারে নিরাশ হইলেন। অনেকে ওয়েল্‌সের বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কেহ২ বা অসভ্যদিগের অত্যাচার সহ্য করিয়াও রহিলেন।

আল্‌ফ্রেড্ প্রজাগণকর্ত্তৃক এই রূপে পরিত্যক্ত হইয়া যখন দেখিলেন যে, সৈন্যগণের রণপ্রবৃত্তি জন্মাইবার আর কোন উপায় নাই, ও আপনার প্রাণরক্ষা করাও অতিশয় কঠিন, তখন তিনি রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া

অতি সামান্য লোকের বেশ ধারণ করিলেন। পাছে কেহ দেখিয়া চিনিতে পারে, এজন্য ফলরস দিয়া মুখশ্রী মলিন করত বিজন বিপিন মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইংলণ্ডের পশ্চিম সীমায় এথেল্‌নি নামে একটা দ্বীপ আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে জলা ভূমি। নৌকা ভিন্ন যাইবার অন্য পথ নাই। ঐ দ্বীপে হরিণ, ছাগল প্রভৃতি নানা জন্তু পরিপূর্ণ একটা বন ছিল। আল্‌ফ্রেড্‌ এক দিবস ভ্রমণ করিতে২ সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে কোন অপরিচিত ব্যক্তির একখানা কুঁড়িয়া ঘর দেখিতে পাইয়া তাহার সন্নিকটে গমন করিলেন। গৃহস্বামী তাঁহাকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? কি নিমিত্ত এই নির্জ্জন স্থানে আগমন করিলে?" আল্‌ফ্রেড্‌ উত্তর করিলেন, "আমি রাজার এক জন দাস ছিলাম, তাঁহার সহিত রণে পরাজিত হইয়া শত্রুদিগের হস্তহইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছি।" সে তাঁহার কথায় কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ করিল না, এবং তৎক্ষণাৎ জীবন নির্ব্বাহোপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী অতি যত্নে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিল। আল্‌ফ্রেড্‌ উপকারকের এই রূপ সদ্ব্যবহারে পরম সন্তুষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস গোপালকের স্ত্রী খান কএক রুটী প্রস্তুত করিয়া সেকিবার নিমিত্ত উনানে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। আল্‌ফ্রেড্‌ সেই স্থানে বসিয়া ধনুর্ব্বাণ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। রুটীগুলি পুড়িয়া যাইতেছিল, তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। এমন সময় ঐ রমণী তাড়াতাড়ি আসিয়া আল্‌ফ্রেড্‌কে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "ওহে বাপু রুটীগুলি পুড়িয়া যাইতেছে, দেখিতেছ ত উল্টাইয়া দিতে পারই না, সেকা হইলে ত খাইতে পারিবে?" আল্‌-

ফ্রেড্‌ গোপালক বনিতার এই কথাগুলি চিরকাল মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়া ক্রমে এক বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

আল্‌ফ্রেড্‌ ক্রমে ২ জন কএক রাখাল সঙ্গী একত্র করিয়া দিনমারদিগকে প্রতিফল দিবার একটা উত্তম সুযোগ পাইলেন। এথেল্‌নি দ্বীপে অতি নিভৃত স্থান, তথায় মনুষ্যের প্রায় গতায়াত ছিল না, বিশেষতঃ চারি দিগে জলা ভূমি ও অল্‌ডার বৃক্ষের বন থাকায় এক প্রকার দুর্গ হইয়াছিল। তিনি তথাহইতে অকস্মাৎ বহির্গত হইতেন, এবং শত্রুদিগের শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শত শত সৈন্যের প্রাণ সংহার করত পুনর্ব্বার পলায়ন করিতেন, কেহই দেখিতে পাইত না। একাই এক দল সৈন্যের কার্য্য করিতে লাগিলেন, বিপক্ষেরা বহুসংখ্যক হইয়াও কিছুই করিতে পারিল না। রাখালেরা তাঁহাকে উল্‌ফ বলিয়া ডাকিত। উল্‌ফের নাম ক্রমে২ সর্ব্বত্র প্রচার হইল।

আল্‌ফ্রেডের পারিষদগণেরাও তাঁহার ন্যায় ছদ্মবেশে বনে২ ভ্রমণ করিতেছিল। তাহারা মৎস্য ধারণ বা মৃগয়াদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিত; শত্রুদিগের ভয়ে কখন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না। উল্‌ফ কর্ত্তৃক দিনমারদিগের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে শ্রবণ করিয়া, তাহারা অবিলম্বে এথেল্‌নিদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। আল্‌ফ্রেড্‌ কৃত্রিম বর্ণদ্বারা আপনার উজ্জ্বল শ্রী এরূপ মলিন করিয়াছিলেন যে, তাহারা এক বারও ভ্রমক্রমে তাঁহাকে রাজা বলিয়া অনুভব করিতে পারিল না। আল্‌ফ্রেড্‌ তাহাদিগকে আপনার দুরবস্থার পরিচয় না দিয়া, এক অ সামান্য কুলোদ্ভব সাহসী বীর পুরুষের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন।

দিনমারেরা ইংলণ্ডীয় প্রজাগণের গৃহহইতে যে সব

দ্রব্য সামগ্রী লুটপাট করিয়া আনিত, উল্‌ফ রাত্রিকালে ীয় দল বলের সহিত আগমন পূর্ব্বক তাহা অপহরণ ..রিতে লাগিলেন। তাহাতে আপাততঃ জীবিকা নির্ব্বাহের একটা বিলক্ষণ উপায় হইয়া উঠিল। বিপক্ষেরা বারম্বার এরূপ অকস্মাৎ আক্রান্ত ও আঘাতী হইয়া, এক বার তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন তিনি পলাইবার কোন উপায় না দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ২ বাণ বর্ষণ করত অনেকের প্রাণ বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরে বহু-সংখ্যক সৈন্যের সমাগম হওয়াতে তাঁহার অপ্রতিহত সাহসের কোন ফল দর্শিল না। এক জন প্রধান দিনমার ক্রমে২ তাঁহার সন্নিকটে আগমন পূর্ব্বক একটা বর্ষাদ্বারা আঘাত করিল। ঐ বর্ষাঘাতে তাঁহার শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিল। পরে ক্ষতস্থানহইতে বিস্তর রুধির নির্গত হওয়াতে, তিনি একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গীরা কিয়ৎ অন্তরে অবস্থান করিতেছিল, এক্ষণে তাঁহাকে বিষম সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া তাহাদের আর ভয়ের ইয়ত্তা রহিল না। যদিও ঘোর অন্ধকার প্রযুক্ত শত্রুদিগের দেখিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তথাচ তাহারা ধীরে২ তাঁহার সন্নিকটে আগমন পূর্ব্বক, হাতাহাতি করিয়া ধারণ করত তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল, এবং অবিলম্বে একটা নিকটবর্ত্তী দুর্গের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দুর্গে এথেল্‌রেড্‌ নামা এক জন ভদ্র স্যাক্‌সন্‌ আর্ল্‌, শত্রুদিগের ভয়ে যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, স্বপরিবারের সহিত লুক্কায়িত হই-য়াছিলেন। তাঁহার অসীম সাহস ও দুর্গের সুদৃঢ় প্রাচীর সন্দর্শনে বিপক্ষেরা বড় একটা নিকটে যাইত না। উল্‌ফের সঙ্গীরা বারম্বার দ্বারে করাঘাত করত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল, "শত্রুদমন উল্‌ফ অত্যন্ত আঘাতী হইয়া-

ছেন, তিনি হও সত্বর আসিয়া দ্বার মোচন করিয়া দেও।” উল্‌ফের নাম শ্রবণমাত্র আর্ল মহাশয় অমনি তাড়াতাড়ি স্বয়ং আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন, এবং যথোচিত সমাদর ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে দুর্গমধ্যে গ্রহণ করিলেন।

ঐ আর্ল মহাশয়ের পরম রূপলাবণ্যবতী সর্ব্বগুণ সম্পন্না পূর্ণযৌবনা এলস্‌উইদা নাম্নী এক তনয়া ছিল। তিনিও উল্‌ফকে দেখিবার নিমিত্ত পিতার সমভিব্যাহারে আগমন করিলেন। উল্‌ফ অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিলেন, কথা কহিবার শক্তি ছিল না, মুখ প্রায় মৃতবৎ মলিন হইয়া গিয়াছিল। এলস্‌উইদা তদীয় সুকোমল করকমলদ্বারা তাঁহার ক্ষতস্থান উত্তম রূপ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। অনন্তর কিঞ্চিৎ বল বৃদ্ধিকারক ঔষধ সেবন করাইয়া তাঁহাকে সতেজ করিলেন।

এলস্‌উইদা প্রতিদিন তাঁহার পিতার সহিত উল্‌ফকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিতেন, এবং স্বয়ং তাঁহার ক্ষতস্থান বন্ধন করিয়া দিতেন। উল্‌ফ তাঁহার সুকোমল করস্পর্শে মধ্যে ২ নয়নোন্মীলন করত, তাঁহার অলোকসামান্য রূপ ও যৌবনের প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতেন। মনে ২ চিন্তা করিতেন, “হায়! এমন সরল স্বভাব সম্পন্না ও সুলক্ষণা সীমন্তিনী ত কখন দেখি নাই, ইনি আমার নিমিত্ত যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, আমি মরিলেও ইহাঁর এরূপ সদয় সদ্ব্যবহার কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না।” ফলতঃ তদীয় অমৃতায়মান মধুর বচন শ্রবণে, এবং অনুপম রূপলাবণ্য সন্দর্শনে তিনি এতাদৃশ চমৎকৃত ও মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে তিনি কখনই সুখী হইতে পারিবেন না, ইহাই সর্ব্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ প্রণয়ানুরাগ তাঁহার হৃদয়ান্তরে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

এথেল্‌রেড্ মহাশয় তদীয় তনয়ার সদ্‌গুণ সমুচ্চয় বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন। যখন কার্য্য বশতঃ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে হইত, তখন এলস্‌উইদাকে নিঃশঙ্কায় উল্‌ফের নিকট একাকিনী রাখিয়া যাইতেন। আল্‌ফ্রেড্ ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি এলস্‌উইদাকে দেখিয়া সম্পূর্ণ মোহিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে যাবজ্জীবনের সঙ্গী করিবার অগ্রে, বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া লইতে অভিলাষ করিলেন।

আল্‌ফ্রেড্ একাল পর্য্যন্তও আপনার কুল শীলের পরিচয় দেন নাই, এক জন সামান্য যোদ্ধা বলিয়া সকলের বোধগম্য ছিল। এরূপ হীনাবস্থাতেই এলস্‌উইদার সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এলস্‌উইদা অতি শীঘ্র ঐ অপরিচিত ব্যক্তির প্রণয়ের লক্ষণ সকল বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিলেন। তাঁহার দোষস্পর্শ শূন্য শীলতা ও সমাদর কর্ত্তৃক ভদ্র বংশীয় সদ্ব্যবহার সকল অগত্যা প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু এলস্‌উইদা তাঁহার যৎসামান্য পরিচ্ছদ ও নিকৃষ্ট আকৃতি সন্দর্শনে তাহা কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না। তৎকালে আল্‌ফ্রেডের তুল্য উৎকৃষ্ট কবি কেহই ছিল না। তিনি মধ্যে২ ক্ষুদ্র২ কবিতা রচনা করিয়া, এলস্‌উইদার তুষ্টি জন্মাইতে লাগিলেন, এবং কখন২ এরূপ মনোহর উপাখ্যান সকল শ্রবণ করাইতেন যে, এলস্‌উইদা একেবারে চমৎকৃত হইয়া, তাঁহার নিকট অধিক কাল অবস্থান করিতে বাঞ্ছিত হইতেন।

আল্‌ফ্রেড্ এলস্‌উইদার নিকট আপনার জলপথ ভ্রমণের ও সংগ্রাম সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। তিনি রোম নগরের অনুপম ঐশ্বর্য্য,

ইতালি দেশের সুখ সমৃদ্ধি ও তত্রত্য মার্টল্ নামক গুল্ম ও মনোহর মেদি বৃক্ষের কানন, এবং অতি সুন্দর ভূমধ্য সাগরস্থ দ্বীপসমূহের শোভা সকল বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি মধ্যে২ তাঁহাদের বর্ত্তমানাবস্থার উপযুক্ত এবং কেবল এলস্‌উইদার নিমিত্তই রচিত সামান্য গীতদ্বারা আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতেন, যখন এলস্‌উইদা তচ্ছ্রবণে অতিশয় লজ্জিতা হইতেন, তখন তিনি অমনি অন্য বিষয়ের উত্থাপন করিতেন। কখন২ বা তিনি এলস্‌উইদার সহিত বীণাবাদন পূর্ব্বক সঙ্গীত করিতেন, তাহাতে তাঁহার শ্রুতিসুখাবহ স্বরের রমণীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইত।

এলস্‌উইদার এই ক্ষণ পূর্ণযৌবন। তৎকালোচিত প্রথানুসারে পিতৃদুর্গে প্রতিপালিত হওয়ায়, তিনি বহুবিধ সাহসিক ও বলবান বীরপুরুষদিগকে দেখিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু আলফ্রেডের মহৎ চরিত্র ও মনোহর বাক্যালাপ তাঁহার নূতন বোধ হইতে লাগিল। আলফ্রেডের রূপ লাবণ্য কৃত্রিম বর্ণদ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয় নাই, তাঁহার আন্তরিক মহত্ত্বতা, তদীয় উজ্জ্বল নয়ন যুগলদ্বারা প্রকাশ পাইতে লাগিল। এলস্‌উইদা অতি শীঘ্র তাঁহার সহবাসে পরমপরিতোষ লাভ করিলেন। কখন্ তাঁহার হৃদয়ে প্রণয়ানুরাগ সঞ্চারিত হইল, তিনি তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

এলস্‌উইদাকে দেখিয়া আল্‌ফ্রেড যেরূপ প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন, তাহা আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। পরিশেষে স্পষ্ট বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন। মধ্যে মধ্যে মনের ভাব সকল এবম্বিধ প্রকারে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, যেন এলস্‌উইদা শ্রবণ করিয়া অনায়াসে অনুভব করিয়া লইতে পারেন। এলস্‌উইদাও

আপনি কি পর্য্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন জানিতে না পারিয়া, উল্‌ফকে নিরন্তর সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উল্‌ফের নিকট তিনি কোন বিষয় গোপন রাখিতেন না, এবং যখন উল্‌ফ কোন কল্পিত ব্যক্তির প্রণয়ানুরাগের সঙ্গীত করিতেন, তিনিও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন।

আল্‌ফ্রেড ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু কি ছল করিয়া আর আর্লের দুর্গে অবস্থান করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এতদ্ভিন্ন তিনি বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন যে, কেবল প্রণয় জন্য প্রজাগণের দুঃখ-মোচনের এবং স্বয়ং পুনর্ব্বার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার যত্নকে একেবারে জলাঞ্জলি দেওয়া, কোন মতেই উচিত নহে। কিন্তু এলস্‌উইদার প্রণয়রজ্জু তাঁহাকে এরূপ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছিল যে, তাহা ছেদন করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার বিরহে এলস্‌উইদা অতিশয় কাতরা হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সে যাহা হউক, আমা-কর্ত্তৃক তিনি যে কষ্ট সহ্য করিবেন, পরে তাহা দৃঢ় প্রণয়-দ্বারা পুরস্কৃত করিব।"

এথেল্‌রেড্ মহাশয় এক দিবস কোন ভদ্র লোক কর্ত্তৃক মল্লযুদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া, স্থানান্তর গমন করিলেন। উল্‌ফ তাদৃশ বল প্রাপ্ত হন নাই, এজন্য তাঁহাকে দুর্গে রাখিয়া গেলেন। ঐ দুর্গ একটা পর্ব্বতোপরি স্থিত। তাহার নিম্নদেশে একটা পাষাণময় রম্য গৃহ আছে। পার্শ্বে সুশীতল নির্ঝরনীর নিরন্তর ঝর্ঝর শব্দে নিপতিত হওয়ায়, উহা পরম রমণীয় হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় বৃক্ষ লতা বেষ্টিত নিকুঞ্জনিকর অত্যাশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করিতেছে। গ্রীষ্মকালীন প্রখর রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, এলস্‌উইদা সর্ব্বদা ঐ স্থানে অবস্থান করি-

তেন। "বোধ করি উল্‌ফ অদ্যাপি এই দুর্গের প্রধান অলঙ্কার অবলোকন করেন নাই," ইহা বলিয়া এলস্‌উইদা, তাঁহাকে সেই অপূর্ব্ব স্থানে লইয়া গেলেন। আল্‌ফ্রেড্‌ কখন তদীয় অন্তরঙ্গতা হেতু এলস্‌উইদার ধর্ম্ম নষ্টের কোন আশঙ্কা উৎপাদন করিতে সাহস করেন নাই। যদিও তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, এলস্‌উইদা তাঁহাকে, এক জন অতি সামান্য কুলোদ্ভব নবীন যোদ্ধা বলিয়া জ্ঞান করিতেন; তাঁহার শত শত গুণ থাকিলেও, তিনি পরিণয়দ্বারা আপনাকে হীন করিতে ইচ্ছা করেন নাই।

আল্‌ফ্রেড্‌ এই নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। তখন তিনি এলস্‌উইদার প্রতি অবলোকন করিয়া অতি কোমল স্বরে বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল, আমাকে সত্বর এই দুর্গ পরিত্যাগ করিতে হইবেক, কিন্তু আমি যে সুন্দরী এলস্‌উইদাকে সর্ব্বদা সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছি, তাহা আর গোপন করিয়া রাখিতে পারি না। তাঁহার মোহনরূপ ও মহৎ গুণ সমুচ্চয় স্মরণ করিয়া, আমার জীবনের অবশিষ্ট দিন সকল অতি কষ্টে অতিবাহিত হইবেক।" এলস্‌উইদা শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃতা ও লজ্জিতা হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের কুলগৌরব জন্য উল্‌ফকে আপনার নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন, "উল্‌ফ জানেন যে, তিনি আশ্রিত হইয়া আমার পিতার দুর্গে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া কোন প্রকারেই অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হয় নাই।" আল্‌ফ্রেড্‌ বলিলেন, "উল্‌ফ এলস্‌উইদার মর্য্যাদা বিলক্ষণ অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহার মনে যে

সকল ভাবোদয় হইতেছে, তাহা কোন যুক্তিদ্বারা গোপন করা যাইতেছে না। বোধ হয় আমি যেরূপ এলস্‌উইদার নিমিত্ত আন্তরিক বেদনা পাইতেছি, এমন কেহই কখন পায় নাই। আমি মরিতে পারি, এবং মৃত্যুর সহিতও যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু এলস্‌উইদা যদ্যপি আমাকে ঘৃণা করেন, তবে যে আমি কত দূর পর্য্যন্ত অসুখী হইব, তাহা ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারি না।” এলস্‌উইদা বলিলেন, “সত্য, আমি উল্‌ফের গুণ সকল বিলক্ষণ অবগত আছি। যিনি ইংরাজদিগের রক্ষার জন্য আপনার শোণিত পাত করিয়াছেন, আমার পিতা তাঁহাকে বীরপুরুষ বলিয়া যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন, মনের সংস্কার প্রকাশক কথোপকথন পরিত্যাগ করিলে তাহাকে ঘৃণা কহে না। পরিণামদর্শী ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে যে প্রভেদ সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা কি আমি রহিত করিতে পারি? উল্‌ফ তাঁহার সমপদের মধ্যে এক জন পরমা সুন্দরী রমণী পাইবেন, ঐ রমণী তাঁহার প্রণয় কথা অবশ্য শ্রবণ করিতে পারে।”

আলফ্রেড্‌ অত্যন্ত মনোবেদনা প্রকাশক কাপট্যভাব প্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন, “আমার সমুচিত দণ্ডাজ্ঞা ব্যক্ত হইল; আমি নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক এই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি; এলস্‌উইদার দুর্ভাগ্য প্রণয় আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল; শত শত বিপদে পড়িলেও তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তি আমার অন্তর হইতে কখনই এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তিরোহিত হইবেক না; কেবল তাঁহারই নাম উচ্চারণ করিয়া আমি অন্তিম কালে দেহ পরিত্যাগ করিব।”

নির্দ্দোষিণী এলস্‌উইদা শ্রবণ করত অতিশয় ভীতা হইয়া, মৃদু মধুর বচনে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন,

"উল্‌ফ্ কেন তুমি একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া, এ বিষয়ে আমার সম্মতি প্রার্থনা করিতেছ, তুমি কখনই আমার যোগ্য নহ; তুমি কি আশা কর, এথেলরেড্ এই প্রণয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন? তোমার কি ইচ্ছা আমি পরমপূজ্য পিতাকে অমান্য করিব? আমি তোমার কুল শীলের বিষয় কিছুই, অবগত নহি। তোমাতে আমাতে বিশেষ প্রভেদ আছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

আল্‌ফ্রেড্ উত্তর করিলেন "উল্‌ফ নীচবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা অপ্রসন্না আছেন। তিনি অতি দরিদ্র, এবং কোন অনিবার্য্য ঘটনার জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্তই কেবল তিনি আপনার শোণিত পাত করিয়াছেন।"

উলফের বংশ জন্য কোন দুর্জ্জয় বাধা উপস্থিত হইবেক না, জানিতে পারিয়া, এলস্উইদার গৌরব কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। তিনি ঐশ্বর্য্যকে ঘৃণা করেন। হাজার হাজার কুলীন স্যাকসনেরা, দিনমারগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন; কিন্তু আপনাদের বংশ মর্য্যাদা প্রতিপালনের নিমিত্ত কখন হস্ত হইতে খড়্গ পরিত্যাগ করেন নাই। এলস্উইদার অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল, কিন্তু সহসা একেবারে আন্তরিক ভাব প্রকাশ করা উত্তম বিবেচনা করিলেন না। "আমাদিগের কথোপকথন অতি সুদীর্ঘ, এক্ষণে ইহা আর বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই," ইহা বলিয়া তিনি মৌন হইয়া রহিলেন।

আল্‌ফ্রেড্ এই সকল বচন এক প্রকার সম্মতির চিহ্ন স্থির করিয়া, আরও দিন কএক দুর্গে অবস্থান করা উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। এথেলরেড্ মহাশয় অতিশয় বক শীকার করিতে ভাল বাসিতেন। একদিন তিনি উলফের

সহিত ঐ মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। আল্‌ফ্রেডের বাল্যকালাবধি শ্যেন পক্ষীদ্বারা শীকার করা বিলক্ষণ অভ্যাস ছিল। তাঁহার পক্ষী অত্যাশ্চর্য্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া, এলস্‌উইদা পরম সন্তুষ্টা হইলেন; এবং মনে মনে স্থির করিলেন, উলফ্‌ কখনই সামান্য কুলোদ্ভব নহে, কারণ এরূপ ক্রীড়া ভদ্রবংশীয় ভিন্ন আর কেহই অভ্যাস করিয়া থাকেন না।

আল্‌ফ্রেডের বাজ একটা দুর্লভ পক্ষী ধরিয়া আনিল। তিনি সেই পক্ষীটী লইয়া, এলস্‌উইদার নিকট গমন করত বিদায়ের প্রার্থনা করিলেন। এলস্‌উইদা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন, এবং বারম্বার ঐ নবীন পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়মন্দিরে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আল্‌ফ্রেড্‌ ক্ষণেক কাল বিদায়ের রীতিমত ব্যবহারের পর, তাঁহাকে একাকিনী দেখিয়া, অতি কোমল স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। "হে দেবি! এক্ষণে আমি যথেচ্ছ স্থানে গমন করি, কিন্তু চিরকাল মনোহারিণী এলস্‌উইদাকে মান্য করিব। বোধ করি যাবজ্জীবন দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত আমাকে আক্ষেপ করিতে হইবেক; কারণ ইহারই জন্য আমার প্রণয়প্রকাশ হইবেক না।" এলস্‌উইদা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, এবং উলফের বিরহে যে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইবেন, তাহা আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। বলিলেন, "হায় এমন গুণশালী পুরুষেরা কেন অতি হীনাবস্থায় পতিত হন; এলস্‌উইদা কেন এক জন সামান্য কৃষকের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করে নাই।"

আল্‌ফ্রেড্‌ অতি ব্যাগ্রভাবে উত্তর করিলেন, "যদ্যপি উলফের সহিত মিলনে এলস্‌উইদার সুখসমৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই আপনার প্রণয়া-

নুরাগ ব্যক্ত করিতেন না। তাঁহার পদ এক্ষণে রাজবংশীয়া রমণীর উপাসনার যোগ্য হয় নাই বটে, কিন্তু যদ্যপি এলস্উইদা তাঁহাকে ভাল বাসেন, এই বাহুযুগল আর বার তাঁহাকে এমন অবস্থায় উত্থাপন করিতে পারিবেক যে, তিনি আর কখনই তাঁহাকে অযোগ্য বিবেচনা করিতে পারিবেন না। হে দেবি! আমি কি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব যে, এলস্উইদা কেবল ভাগ্যের বিভিন্নতা জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? হে চিত্তহারিণি! আমি কি এই আশা করিব যে, এলস্উইদার তুল্য পদাভিষিক্ত হইলে তিনি উল্‌ফের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন?”

এলস্উইদা সলজ্জভাবে ও অধোবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, “উল্‌ফ কেমন করিয়া আমার নিকট অসঙ্গত বিষয়ের উত্তর চাহেন। আমিই বা কেমন করিয়া তাঁহাকে প্রতারণীয় ভরসা প্রদান করিব। যুদ্ধের গোলমালে তিনি দৈবপরিচিত এক জন যুবতী রমণীকে অনায়াসে বিস্মৃত হইতে পারিবেন, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি যে, আমি লীলা পরিহাস রহিত নির্জ্জন দুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়া, যদ্যপি কেবল আনুমানিক প্রণয়পাশে বদ্ধ হই, তবে কি পর্য্যন্ত অসুখী হইব। হে শ্রেষ্ঠ উল্‌ফ তবে বিদায় হও, তুমি যে রূপ ধার্ম্মিক সেই রূপ মহৎ হও, আমার নিতান্ত ইচ্ছা, পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।”

এরূপ সকরুণ উত্তরে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হইয়া আলফ্রেড, এলস্উইদার বদনহইতে স্পষ্ট বাক্যে তাঁহার প্রণয়ানুরাগ ব্যক্ত করিতে যত্ন করিলেন। বলিলেন, “হাঁ আমি বিদায় হইলাম, কিন্তু যে অগ্নি আমাকে প্রতিদিন গ্রাস করিতেছে, তাহা অবশ্যই নির্ব্বাণ করিব। যদ্যপি এলস্উ-

ইনি আমাকে ঘৃণা না করেন, তবে দেখিবেন, পদমর্য্যাদার প্রভেদ অতি শীঘ্র অন্তর্হিত হইবেক। তিনি পরে জানিতে পারিবেন যে, অন্তঃকরণের দৃঢ়তা থাকা অতি গর্ব্বিতা সুন্দরীদিগের পক্ষেও মহৎ গুণ। উল্‌ফ এক্ষণে এলস্‌উইদার নিকট কেবল একটী দোষস্পর্শশূন্য বচন ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করেন না।”

লজ্জিতা এলস্‌উইদা বলিলেন, “ঐ কথাটী উচ্চারণ করা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার নহে। আমি উত্তম রূপ জানিতে পারিয়াছি, উলফকে ভাল বাস না বলিলে, তিনি কখনই সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু ইহাও তাঁহার বিবেচনা করা উচিত, যে আমার পাণিগ্রহণ পিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমি তাঁহার অমতে কিছুই করিতে পারি না। যিনি ধর্ম্মকে মান্য করেন, তিনি কখনই আমাকে অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেবেন না। আমি ইচ্ছা করি যে আমাদের উভয়ের অবস্থা সমান হউক, তখন আমি তাঁহার বাঞ্ছনীয় বাক্যটী উচ্চারণ করব।” এই বলিয়া এলসউইদা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া উলফকে চুম্বন করিতে দিলেন, এবং তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

“এলস্‌উইদা যেন অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর প্রণয় স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া, মনে কষ্টদায়ক চিন্তাকে স্থান দেন না। তিনি অতি সত্বরেই অবগত হইবেন, তিনি কখনই কুলমর্য্যাদার বিপরীত কার্য্য করেন নাই।” এই বলিয়া আল্‌ফ্রেড আর বার এলস্‌উইদার করচুম্বন করত এথেল্‌নি দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আল্‌ফ্রেড্‌ এক্ষণে তাঁহার প্রপীড়িত প্রজাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য উত্তম সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার গোপালক প্রভু অতি দরিদ্র। বিশেষতঃ দিনমা-

রেরা তাঁহার প্রায় সকল পশু অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। যৎসামান্য খাদ্য, আল্‌ফ্রেডের সহিত বিভাগ করিয়া আহার করেন। হয় ত কোন দিন তাহাও মিলে না। এক দিবস গোপালক মৎস্য ধরিবার জন্য স্থানান্তর গমন করিলে, আল্‌ফ্রেড্ একাকী বসিয়া ধর্ম্মপুস্তক পড়িতেছিলেন। এমত সময় কেহ যেন দ্বারে করাঘাত করিতেছে শ্রবণ করিয়া, দ্বার মোচন করিয়া দিলেন। দেখিলেন, এক জন ক্ষুধিত ব্যক্তি কিঞ্চিৎ আহার প্রার্থনা করিতেছে। তাহার দুঃখ দেখিয়া, আল্‌ফ্রেডের হৃদয়ে করুণোদয় হইল, কিন্তু সে দিবস আহারের জন্য এক খান বই রুটী ছিল না, কি করেন, তাহাই দ্বিভাগ করিয়া, এক ভাগ প্রভুর নিমিত্ত রাখিয়া, অপর ভাগ তাহাকে প্রদান করিলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন, যিনি কীটপতঙ্গাদির আহার যোগান, তিনি কখনই আমাকে অনাহারী রাখিবেন না। ভিক্ষুক স্থানান্তর গমন করিলে, তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল। অমনি স্বপ্নে দেখিলেন, এক জন মহাপুরুষ তাঁহার মস্তকের নিকট আসিয়া, বলিতেছেন, “হে ধার্ম্মিকবর আল্‌ফ্রেড্, ইংরাজদিগের দুঃখ দেখিয়া পরমেশ্বরের হৃদয় করুণার্দ্র হইয়াছে। তিনি অদ্য এক জন দরিদ্র মনুষ্যের বেশ ধারণ করিয়া তোমার ধৈর্য্য পরীক্ষা করিলেন। তুমি অতি শীঘ্র শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া, পুনর্ব্বার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে; তোমার ক্লেশ শেষ হইল, আর চিন্তা করিও না। আমার বচন মিথ্যা হইবার নহে। যদিও অত্যন্ত শীত প্রযুক্ত সকল জলাশয় নীহারাবৃত হইয়াছে, তোমার আশ্রয়দাতা এখনি প্রচুর মৎস্য ধরিয়া আনিবেন।” আল্‌ফ্রেড্ জাগ্রৎ হইয়া, অতীব আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। ক্ষণকাল পরেই গোপালক যথেষ্ট মৎস্য ধারণ করিয়া গৃহে উপস্থিত হইল।

এক দিবস কোন ব্যক্তি বলিল, "ডিবনের আর্ল্ ওদন্, বহুসংখ্যক পলায়িত ইংরাজ প্রজা সংগ্রহ করিয়া, কিন্‌উদ্ দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করত অবস্থান করিতেছেন। হবা ও হিংগোয়ার নামক দুই জন দিনমার সৈন্যাধ্যক্ষ, তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে। ইংরাজদিগের নিকট যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী নাই, বিশেষতঃ সমুচ্চয় জল প্রণালীর মুখ রুদ্ধ হওয়ায়, আরও বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।" আল্‌ফ্রেড শ্রবণ করিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন। প্রজাগণের কষ্টে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে ইচ্ছা করিলেন, বিপক্ষেরা যেমন অকস্মাৎ চিপেনহেমে আক্রমণ করিয়াছিল, আমিও সেই রূপ করিব। কিন্তু তাহাদের গতিবিধি বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিয়া, সহসা প্রবৃত্ত হওয়া হইবেক না। এবার অকৃতকার্য্য হইলে, আর উপায় নাই। যাহা হউক, সামান্য চরের চক্ষু কর্ণকে বিশ্বাস হয় না, আমি স্বয়ং শত্রুদিগের শিবিরে গমন করিব। এই রূপ অভিসন্ধি করিয়া, এক জন স্যাক্সন্ গায়কের বেশ ধারণ করিলেন। এখন তাহার বাল্যকালীন বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষার ফল দর্শিতে লাগিল। তিনি স্যাক্সন্ কবিতা সকল অতি সুচারুরূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বীণাও তাহার হস্তে কখন স্থির হইয়া থাকিত না। দিনমারেরা অতিশয় সংগীতপ্রিয় ছিল। কোন গায়ক দৈবাৎ তাহাদিগের শিবিরে প্রবেশ করিলে, মহা সমাদর করিত। তাহারা অনেক বার কবির এই বচনের পোষকতা করিয়াছে।

"কিবা শ্রুতি সুখাবহ মধুর সংগীত।
অসভ্যগণের মন করয় মোহিত॥"

আল্‌ফ্রেড্ ক্রমে ক্রমে শত্রুদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার সংগীত নৈপুণ্য দেখিয়া, দিনমারেরা

পরম সন্তুষ্ট হইল, এবং তাঁহাকে সেই স্থানে অবাস্থিতি করিতে অনুমতি দিল। আল্‌ফ্রেড্ প্রত্যেক বিষয়ের অনুসন্ধান লইবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। দেখিলেন, তাহারা ইংরাজদিগকে একেবারে নষ্ট করিয়াছে বিবেচনা করিয়া, সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে মত্ত, বিপদের আশঙ্কা কিছুই করে না। বোধ হয় তিনি ক্রমে ক্রমে গথরামের নিকটেও গমন করিতে পারিতেন, কিন্তু দুই দিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিষয় সকল অবগত হওয়ায়, সত্বর এথেল্‌নি দ্বীপে ফিরিয়া আইলেন আর বিলম্ব করিলেন না। এথেল্‌নি দ্বীপ দিনমারদিগের শিবির হইতে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্তর ছিল।

আলফ্রেড্ এই রূপে তাবৎ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া, আর ছদ্মবেশে থাকা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তৎক্ষণাৎ রাজপরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিয়া, বিশ্বাসী চরগণদ্বারা পলায়িত সৈন্যসমূহ অতি গোপনে সেল্‌উড্ অরণ্যে একত্রিত করিলেন। তাহারা পুনর্ব্বার নরপতিকে দেখিয়া, যার পর নাই আশ্চর্য্য ও আহ্লাদিত হইল। আল্‌ফ্রেড্ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বন্ধুগণ, তোমরা কি স্বয়ং হত্যা হইতে, ও পুত্র কলত্রাদিগকে অসভ্যদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহ, না এক দিনের শঙ্কটদ্বারা সকলের মঙ্গল প্রার্থনা কর? শত্রুদিগের রণনৈপুণ্য ও সাহসকে ভয় করিও না, আমি তাহাদিগকে বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নহে। তাহারা কোন শত্রুর আশঙ্কা করিতেছে না। তাহাদের জানিবার অগ্রেই তোমাদের খড়্গ, তাহাদের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিবেক।"

ভূপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুচ্চয় সৈন্য একেবারে তাহাদের ঢাল পার্শ্বে আঘাত করত একটা আকাশভেদী

মহা জয়ধ্বনি করিল। আল্‌ফ্রেড্ তাহাদের এই মহোৎসাহকে হ্রাস হইতে দিলেন না। অমনি রাতারাতি শত্রুদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। রজনী শেষ হয়, বিপক্ষদিগের অগ্নি প্রায় নির্ব্বাণ হইয়াছে, অনেকেই ঘোর নিদ্রায় কাতর, এমনি সময়ে সমুদয় সৈন্য লইয়া দিনমারদিগের শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে ওদন্ একেবারে নিরাশ হইয়া, মৃত্যুকে তুচ্ছ করত স্বীয় দল বলের সহিত কিন্‌উদ্ দুর্গ হইতে যুদ্ধার্থ বহির্ভূত হইলেন। যে যেখানে পাইল দিনমারদিগকে বধ করিতে লাগিল। তাহাদের একটা ঐন্দ্রজালিক পতাকা ছিল। ঐ পতাকা হিংগোয়ার ও হবার তিন ভগিনী কর্তৃক আশ্চর্য্য রূপে নির্ম্মিত হয়। পতাকায় বুটাকর্ম্মের একটা কাক ছিল, যুদ্ধ জয় হইবার হইলে, কাকটা পক্ষ নাড়িয়া উড়িবারি উদ্যোগ করিত; কিন্তু হারিবার সময় ঝুলিয়া পড়িত, আর নড়িত না। আল্‌ফ্রেড্ অনেক দ্রব্যের সহিত ঐ পতাকাও লুট করিলেন। দুই এক জন দিনমার কেবল জাহাজে চড়িয়া পলায়ন করিল। যাহারা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, শীত; ভয়, ও অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া, কি করে আসিয়া আল্‌ফ্রেডের শরণাগত হইল। ইহাদের মধ্যে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ গথরামও ছিলেন। তাহাদের দুঃখ দেখিয়া, আল্‌ফ্রেডের অন্তঃকরণে অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল। তিনি আর বড় একটা সন্ধির কঠিন পণ প্রার্থনা করিলেন না। গথরামকে স্বীয় ধর্ম্মাক্রান্ত করত, এথেলষ্টান্ আখ্যা দিয়া, পূর্ব্ব স্যাক্সন্ ও নর্থম্বর্লণ্ড, বিশেষ নির্ব্বন্ধক্রমে অধিকৃত করিয়া দিলেন। আল্‌ফ্রেডের সদ্গুণ সমুদয় এক মুখে ব্যাখ্যা করা যায় না। যাহাদের জন্য তাঁহার এত কষ্টভোগ করিতে হইল, আর বার তাহাদিগকে সুহৃদের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, ইহা কি সামান্য মনুষ্যের কর্ম্ম!

এই মহা যুদ্ধ জয়ের মাস কএক পরে, আল্‌ফ্রেড্ তাঁহার প্রধান যোদ্ধাদিগকে একটা সাধারণ ভোজ প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন। ঐ যোদ্ধাদিগের মধ্যে এথেল্‌রেড্‌ও এক জন ছিলেন। জয়ের স্মরণার্থ একটা মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌতুক দেখিবার জন্য সকল ভদ্রবংশীয়া রমণীরা নিমন্ত্রিতা হইলেন। যোদ্ধৃকুলীনেরা জয়লব্ধ পারিতোষিকের নিমিত্ত আস্ফালন করিতে লাগিল। রাজা একটা উচ্চ সিংহাসনের উপর আরূঢ় হইলেন। পার্শ্বে আর একটা নানাবিধ অলঙ্কারসুশোভিত মনোহর আসন স্থাপিত হইল। ঐ আসনে বসিয়া ভোজরাণী পারিতোষিক বিতরণ করিবেন। এক জন কুলীন এলস্‌উইদা সুন্দরীকে সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত আনয়ন করিল। তাঁহার পিতা নরপতির অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, পরম সন্তুষ্ট হইয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। আল্‌ফ্রেড্ সিংহাসনহইতে অবরোহণ পূর্ব্বক এলস্‌উইদার কর ধারণ করত পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "অদ্যাবধি এলস্‌উইদা এই স্থানে উপবেশন করিবেন।" এলস্‌উইদা লজ্জিতা হইয়া নরপতির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, ইনি সেই উল্‌ফ, এক্ষণে সে রূপ বর্ণ নাই, রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অপূর্ব্ব কান্তি হইয়াছে। আল্‌ফ্রিড্, ভীতা এলস্‌উইদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে এলস্‌উইদে! উল্‌ফ যাহা সমাধা করিতে পারেন নাই, এখন আল্‌ফ্রেড্ কর্তৃক কি তাহা সম্পাদন হইবেক? তোমার প্রণয়ভাগী কি তিনি কখনই হইতে পারিবেন না?" এলস্‌উইদা শ্রবণ করিয়া অধোবদন করত উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিলেন, "যে ব্যক্তি উল্‌ফকে ভাল বাসিত, সে কখনই, মহাশয় আল্‌ফ্রেড্‌কে অমান্য করিবেক না।" মল্লযুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, এলস্‌উইদা উপযুক্ত যোদ্ধাগণকে বহুমূল্যের পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

সেই দিন রজনীতেই আল্‌ফ্রেড্‌ মহা সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

জাতি সকল ক্রমে২ সভ্যজ্ঞান লাভ করে। অনেক কাল তাহারা অসভ্যাবস্থায় অবস্থান করত, সামান্য পশুর ন্যায় কেবল কতকগুলি আবশ্যকীয় দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু পরে সদ্ব্যবহার ও বিদ্যার আলোচনা হইলে, তদ্বৎ অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া আলোকের প্রাদুর্ভাব হয়। প্রথমতঃ রাত্রি, পরে ঊষা, পরে প্রাতঃকাল, তদনন্তর মধ্যাহ্নকাল দেখা দেয়।

আল্‌ফ্রেড্‌ দিনমারদিগকে বল পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিয়া, মনে করিলেন, ইহারা ধর্ম্ম গ্রন্থিতে বদ্ধ হইলে, আর কখন প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করিবেক না। কিন্তু জানিতে পারিলেন না যে কেবল মস্তকে বারি প্রোক্ষণ করিলে খ্রীষ্টীয়ান করা হয় না, জয়কর্ত্তার খড়্গ দর্শন করাইলে মনের প্রবোধ বা নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে না। যাহাদের খ্রীষ্টধর্ম্মে প্রত্যয় নাই তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক খ্রীষ্টীয়ান করিলে বরঞ্চ পাপ দর্শে। আল্‌ফ্রেডের প্রতি গথরাম ও তাঁহার যোদ্ধাদিগের কোন অনুরাগ চিহ্ন দেখা গেল না। যাহাদের হৃদয় সর্ব্বদা লুণ্ঠন ও রুধির পাতনদ্বারা একেবারে কঠোর হইয়া গিয়াছে, তাহা কি সহজে নরম হয়?

আল্‌ফ্রেড্‌ প্রজাগণের মঙ্গল জন্য কখন অমনোযোগী ছিলেন না। পূর্ব্ব স্যাক্‌সন্‌ ও নর্থম্বর্লণ্ডস্থ দিনমারদিগের ভাবী শাসনের নিমিত্ত বিবিধ ব্যবস্থা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। গথরাম তাঁহার নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, তাহারা জাহাজ করিয়া ফ্রান্স দেশে প্রস্থান করিল; তথাকার দুর্ব্বল প্রদেশ সকল অধিকৃত করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণের আর আশা রাখিল না।

আল্‌ফ্রেড্ যুদ্ধ জাহাজসমূহ প্রস্তুত করিতেও বিরত হইলেন না, কারণ, রণতরি ভিন্ন তখন বিদেশীয় দস্যু-দলের হস্তহইতে মুক্ত হইবার আর উপায় ছিল না। তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, উত্তর দেশীয় প্রত্যেক বন্দর-হইতে অসংখ্য ডাকাইত পূর্ণ জাহাজ সকল বহির্গত হয়, তাহারা যে দেশে যায়, বাধা না পাইলে, অমনি আপনাদের বিষয় বলিয়া অধিকার করে। তিনি পরবৎসর উত্তরবাসীদিগের যুদ্ধ জাহাজের এক বহর পরাস্ত করিলেন, এবং বড় ২ তরিগুলি ডুবাইয়া দিয়া অবশিষ্টদিগকে ভিন্ন দেশে তাড়াইয়া দিলেন। তথাপি আর এক দল দিনমার সৈন্য টেমস্ নদীর নিকট আসিয়া রচেষ্টার অবরোধ করিল। সতর্ক আল্‌ফ্রেড্ অমনি তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। দিনমারেরা যুদ্ধ করিতে সাহস না করিয়া, পলায়ন করিল। তাহাদের লুণ্ঠনীয় দ্রব্য সামগ্রী ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হইল। এষ্টুর নদীর মুখে আর এক বহর আল্‌ফ্রেড্ কর্তৃক আক্রান্ত হইল। কতকগুলি জাহাজ দগ্ধ করিয়া দেওয়াতে তাহারা একটা সন্ধি করিতে বাধিত হইল। রাজা যেমন স্থানান্তর গমন করিলেন, অমনি কৃতঘ্নেরা প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করিতে ত্রুটি করিল না।

৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আল্‌ফ্রেড্ প্রায় উচ্ছিন্ন লণ্ডন নগর পুন-র্নির্ম্মিত ও দুর্গ পরিবেষ্টিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইনিই এই নগরের এতাদৃশ উন্নতি হইবার প্রধান মূল। উত্তর-বাসী দস্যুগণ কর্তৃক অনায়াসে প্রজাপীড়ন না হয়, এজন্য আরও অনেক নগরের চতুষ্পার্শ্বে দুর্গ ও দীর্ঘ প্রাচীর প্রস্তুত করিলেন। ইত্যগ্রে প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা প্রায় পারিদৃষ্ট হইত না, অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি এই প্রথা অত্যন্ত সাধারণ করিয়া ফেলিলেন। ক্রমে ২ তিনি মিডি-ল্টন, কেণ্টস্থ বারকুট্, উইল্টস্থ ডারবাইজেজ্ ও ডার-

বিশায়ারস্থ আল্‌ফ্রেটন্ নগর সকল নির্ম্মাণ করিলেন। মাল্‌মেস্‌বারি ও নরউইচ্ সহরও পুনঃস্থাপিত হইল।

৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স্ দেশের নরপতি আরনল্‌ফ্ স্বীয় রাজ্যের সমূহ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, দিনমারদিগকে একেবারে দিন নদীহইতে তাড়াইয়া দিলেন। তিন শত জাহাজ পরিপূর্ণ এই সকল ভয়ঙ্কর দস্যুরা ইংলণ্ডে আগমন করত, অকস্মাৎ আপ্লেডর্ আক্রমণ করিয়া, বিমুফ্লিট্ নামক স্থানে তাম্বু ফেলিল। দল কএক এক্সিটরেও অবস্থান করিতে লাগিল। যে সকল স্কাণ্ডিনেভিয়ানেরা, আল্‌ফ্রেডের শরণাগত হইয়াছিল, তাহারাও নূতনাগত দিনমারদিগের সহিত যোগ দিল। আল্‌ফ্রেড্ আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া, তৎক্ষণাৎ ইংরাজদিগের সহায়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। লণ্ডনের সমুচ্চয় প্রজা তাঁহার সহিত গমন করিল। আল্‌ফ্রেড্ আপনার সৈন্যদিগকে দুই ভাগ করিলেন, এক ভাগ বিম্‌ফ্লিটে পাঠাইয়া দিয়া, অপর ভাগের সহিত স্বয়ং এক্সিটর অবরোধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। প্রথম ভাগ ক্রমে২ বিম্‌ফ্লিটস্থ দিনমারদিগের সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সে দিবস অসভ্যদিগের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হেষ্টিং স্থানান্তর লুট করিতে গিয়াছিলেন, ইংরাজেরা দুর্গ আক্রমণ করত তাহাদের যাবদীয় অপহৃত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন। হেষ্টিংয়ের স্ত্রী পুত্রাদিও তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। বড়২ জাহাজগুলি পুড়াইয়া দিয়া, তাঁহারা সম্পূর্ণ জয়লাভ করত, লণ্ডন নগরে ফিরিয়া আইলেন। হেষ্টিং এবম্বিধ ব্যাপারে অতীব দুঃখিত হইয়া, ইংরাজদিগের সহিত একটা সন্ধি স্থাপন করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদিকে কোন আঘাত না করিয়া, ফিরিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে আল্‌ফ্রেড্ এক্সিটরে আসিয়া উপস্থিত হই-

লেন। দিনমারেরা কেবল নগর অবরোধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল, এমত সময় আল্‌ফ্রেড্‌, স্বীয় সৈন্যের সহিত আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, তাহারা অমনি শিবির উঠাইয়া, জাহাজে পলায়ন করিল। আল্‌ফ্রেড্‌ ডিবনসায়ারে কিয়দ্দিবস অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই অল্পকাল গৌণ মধ্যে দিনমারেরা আর বার তাহাদের ছিন্নভিন্ন সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিল। নর্থম্বিয়ান দিনমারেরাও তাহাদের পুনঃসহকারিতা করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা ক্রমে ২ টেম্‌স্‌ নদীদিয়া এসেক্সশায়ারস্থ বটিংডনে আসিয়া উপস্থিত হইল। আলফ্রেড্‌ অবিলম্বে তাহাদিগকে সৈন্যদ্বারা বেষ্টন করত, খাদ্য দ্রব্য আয়োজনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। দিনমারদিগের সঞ্চিত আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রমে ২ নিঃশেষিত হইল। অন্নাভাবে প্রাণ যায়, কি করে, তাহারা আপনাদের অশ্বগুলি বধ করিয়া আহার করিতে লাগিল। কেহ ২ অনাহারেও পঞ্চত্ব পাইল। অবশিষ্টেরা নৈরাশ হইয়া, ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। সংগ্রামটা অতি ভয়ানক হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল দিনমারদিগের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণ সংহার হইল। অবশিষ্টেরা এসেক্স দুর্গে আসিয়া, আশ্রয় লইল। তথাহইতে তাহারা আর বার নর্থম্বিয়ানদিগের নিকট হইতে এত নূতন সৈন্যের সহায়তা পাইল যে, পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় লুট করিতে বিলক্ষণ সমর্থ হইল। ৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা এসেক্স পরিত্যাগ করিয়া চেষ্টরে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনমারেরা জাহাজে করিয়া টেম্‌স্‌নদীর উপর দিয়া লি নদীতে গিয়া পৌঁছিল। তথাহইতে বর্ত্তমান হার্ডফোর্ড ও ওয়ার নগরের সন্নিকটে গমন করত, চতুষ্পার্শ্বে দুর্গ নির্ম্মিত করিল। এই স্থান লণ্ডন নগরহইতে

দশ ক্রোশ অন্তর। লণ্ডননিবাসীরা শত্রুদিগের বিনাশার্থ যুদ্ধযাত্রা করিলেন, কিন্তু, কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে রাজা স্বয়ং সৈন্য সামন্ত লইয়া বহির্গত হইলেন। তাহাদের অজেয় দুর্গ দেখিয়া তিনি প্রথমতঃ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এক দিবস লিংনদীর ধার দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময় দেখিলেন, নদীর একটা স্থান এমন অপ্রশস্ত যে, অবরুদ্ধ করিলে শত্রুদিগের জাহাজ সকল আর গতায়াত করিতে পারে না। তৎক্ষণাৎ সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যগণদ্বারা লি নদীর জল ছেঁচিয়া ফেলিলেন। দিনমারদিগের তরি সকল চড়ায় লাগিয়া ভগ্ন হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা দুর্গে অবস্থান করা আর উচিত বিবেচনা না করিয়া, পলায়ন স্থির করিল। অনেককেই ইংরাজেরা খড়্গদ্বারা সংহার করিলেন। অবশিষ্টেরা পূর্ব্ব স্যাকসন্‌হইতে কতকগুলি রণতরি সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রাম করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। সমুদ্রেও আল্‌ফ্রেডের ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। তিনি শত্রুদিগের ক্ষুদ্র ২ পোত দেখিয়া আপনি বড় ২ জাহাজ সকল নির্ম্মাণ করিলেন, এবং নাবিকের সংখ্যাও অধিকতর বৃদ্ধি করিলেন। দিনমারেরা পরাজিত হইয়া, স্বদেশে পলায়ন করিল, আর আল্‌ফ্রেড্‌ রাজা থাকিতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আইল না।

আল্‌ফ্রেড্‌ বারম্বার তাঁহার অনুগ্রহের এই রূপ বিপরীত ব্যবহার দেখিয়া, পরে সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। ইংলণ্ডবাসী দিনমারদিগের প্রভাব একেবারে হ্রাস করিবার জন্য পূর্ব্ব স্যাক্‌সন্‌ ও নর্থম্বর্লণ্ড প্রদেশে দুই জন শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করিলেন। ওয়েল্‌সের রাজারা, যাহাদিগকে মহানুভব এগ্‌বর্ট্‌ পরাভূত করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ক্রমে২ তাঁহার একাধিপত্য সমুদায় ইংলণ্ড দেশে বিস্তৃত হইল।

আল্‌ফ্রেডের সুখ্যাতি আরও সমুদ্রপারে গিয়া উড্ডীয়-মান হইতে লাগিল। তিনি যুদ্ধে জয়ী, পরাস্ত ব্যক্তি-দিগের প্রতি কৃপালু, এবং প্রজাবর্গের পিতা বলিয়া সকল লোকের প্রশংসাভাজন হইলেন। যে সকল ইংরা-জেরা, শত্রুগণ কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া, স্বদেশ পরিত্যাগ করত, ইউরোপের ভিন্ন২ প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা এক্ষণে আর বার তাহাদিগের প্রিয় রাজার আশ্রয়ে আগমন করিতে লাগিল। পৃথিবী, অনেক কাল অকৃষ্টা ও পতিতাবস্থায় থাকিয়াও অতি শীঘ্র শস্য ও ফলদ্বারা আচ্ছাদিত হইলেন। শান্তি ও অন্যান্য বিষয়ের প্রাচুর্য্য ক্রমে২ বিস্তার হইতে লাগিল।

কএক বৎসর ইতিপূর্ব্বে দিনমারেরা গড্‌উইন্ নামা এক জন পরম সুন্দর স্যাক্‌সন্ কুলীনকে স্কাণ্ডিনেভিয়ায় লইয়া যায়। ঐ ব্যক্তি প্রভুভক্তি ও সাহসদ্বারা দস্যু-দিগের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। অবশেষে তাহারা ইংলণ্ড আক্রমণে বিরত হইলে, সে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীনতা লাভ করিল। এবং ক্রমশঃ বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া, পরে উইনচেষ্টর নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথা-হইতে রাজার নিকট অর্পিত হয়।

আল্‌ফ্রেড্ গড্‌উইনের প্রমুখাৎ তাহার যাবদীয় কষ্টের কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিলেন। গড্‌উইন্‌ও রাজার পরিণামদর্শিতার প্রমাণ প্রকাশক এই বক্তৃতা করিয়া স্বীয় গল্প সমাপ্ত করিল। "হে ভূপতে! এক্ষণে স্বাধীনতা আমার পক্ষে দ্বিগুণ প্রিয় হইয়াছে, কারণ এখানে আমি স্বীয় দেশকে শুভাদৃষ্টক্রমে পরিবর্ত্তন হইতে দেখিতেছি। যখন আমাকে দিনমারেরা কারারুদ্ধ করিয়া লইয়া যায়,

তখন ইংলণ্ডের অধিকাংশ নগর অগ্নিসাৎ হইতেছিল; দুর্ভাগ্য প্রজারাও পর্ব্বতের কোন গোপনীয় স্থান অন্বেষণ করিতেছিল; কেহ২ দুস্তর জলা ভূমি পার হইয়া সম্পূর্ণ পঙ্কিল প্রদেশে অবস্থান করিতেছিল; কেহ২ বা দুর্জ্জয় দস্যুদিগের ক্রোধহইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত পশুবাসোপযোগী গুহার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিল; পরিত্যক্ত ময়দান সকল শিয়ালকাঁটাদ্বারা আবৃত হইয়াছিল; উদ্যান সুশোভন প্রথা কেহই জানিত না; শস্য সংগ্রহ কালীন আনন্দের ধ্বনি কদাচ শুনা যাইত; ভয় ও নিরাশা সর্ব্বদা পলাতক ব্যক্তিদিগের বদনে বিরাজমান ছিল; যে বিদ্যালয়ে আমি বিদ্যাভ্যাস করি, তাহার কোন চিহ্ন ছিল না; জ্ঞানোপদেশ সকল কুত্রাপি শ্রবণগোচর হইত না; অধিক কি, রক্ত পিপাসু নাস্তিকদিগের ভয়ে কেহ প্রকাশ্য রূপে পরমেশ্বরের নামও গ্রহণ করিতে পারিত না। কিন্তু হে প্রজাবৎসল নরপতে! এক্ষণে তাহার কি রূপ বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বলিতে পারি না। নগর সকল পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া, গাত্রোত্থান করিতেছে; বিদ্যালয় সমূহ বিজ্ঞ মনুষ্যগণ কর্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া, রাজ্যের যুবাদিগকে ধর্ম্ম ও বিবেকশক্তির উপদেশ দিতেছে; ময়দান সকল বহুমূল্য বীচে পরিপূর্ণ; কৃষকেরা সমধিক শস্য লাভে পরম সন্তুষ্ট হইয়া, নিয়ত পরিশ্রমে নিয়োজিত আছে। পরিত্যক্ত জলা ভূমি সকল এক্ষণে মনোহর শস্যোদ্যান হইয়াছে। যাহারা ইত্যগ্রে এই দেশ জয় করিয়াছিল, তাহারা এখন ভগ্ন বাটী বা পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেছে। তাহারা কৃষিকর্ম্ম জানে না, তাহাদের ময়দান সকল নিরর্থক পড়িয়া আছে। তাহাদের এক্ষণে যে রূপ কষ্ট হইয়াছে, তাহা বলিয়া আর কি জানাইব। তাহারা ও স্যাকসনেরা, ইংলণ্ড ও

স্কাণ্ডিনেভিয়া, ইহাদের মধ্যে এতাদৃশ বিভিন্নতা হইবার কারণ কি? আল্‌ফ্রেডই ইহার একমাত্র হেতু। তিনিই একাকী এই দেশের সম্পূর্ণ উন্নতি হইবার মূল। তিনিই জঙ্গলকে বৈকুণ্ঠ করিয়াছেন।”

আল্‌ফ্রেড এই সকল সত্য বর্ণনে সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে দয়ার আবির্ভাব হইল। সেই অবধি তিনি প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধির নিমিত্ত আরও দৃঢ়তর উৎসুক হইলেন।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আলফ্রেডের ব্যবস্থা বিধান।

আলফ্রেড্ ত্রিংশৎ বৎসর কাল পর্য্যন্ত অনবরত খড়্গহস্ত হইয়া, ক্রমে২ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র জয় করিলেন। বিদেশীদিগকে কর প্রদান করা একেবারে রহিত করিলেন। চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদ্র রাজ্য তাঁহার অধিকারস্থ হইল। তিনি শত্রুদিগের সহিত দ্বিপঞ্চাশৎ বার সংগ্রাম করেন, কিন্তু কেবল স্বীয় সূক্ষ্ম সন্ধানদ্বারা উহার অধিকাংশ জয়ী হন। পরিশেষে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম ও রাজকুলজাত শোণিত পতনদ্বারা রাজ্য মধ্যে একটা শান্তি দার্ঢ্য রূপে স্থাপিত হইলে, তিনি প্রজাগণের অবস্থা উন্নতির নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি অনুপম হইয়াছিল, কারণ বারম্বার জয় লাভদ্বারা তাঁহার মনে

কখনই রণপ্রণয় জন্মে নাই। এই দয়াশীল নরপতি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সংগ্রামদ্বারা কেবল লক্ষ২ মনুষ্যের জীবন বিনষ্ট হয়, কত শত লোকের দুর্গতির শেষ থাকে না; দেশের ভাবী সুখসাধক নবীন পুরুষেরা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়; কেহ২ যাবজ্জীবন রোগ-গ্রস্ত হইয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে; সহস্র২ লোক একেবারে নিঃস্ব হইয়া যায়; পরিশেষে সাধারণ নির্ধনতা রাজ্য-মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া, বহুসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে। আল্‌ফ্রেড্‌ কখন নিরপরাধীকে আক্রমণ করেন নাই। এতাবৎ সংগ্রাম কেবল অন্যায় পীড়ন পরিহার জন্যই করিয়াছিলেন, এবং যেখানে নহিলে নয় শুদ্ধ সাধারণের উপকারার্থ তাঁহার দয়ার্দ্রচিত্ত ভ্রাতৃবর্গের শোণিত পাতনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

আল্‌ফ্রেড্‌ শান্তি স্থাপন করিয়া দেখিলেন, রাজ্য অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। তৎকালপ্রচলিত ব্যবস্থা-দ্বারা কাহারও রক্ষা নাই, ক্ষীণ নিরপরাধীরা যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করিতে বাধিত হয়, এবং প্রজাগণের সম্পত্তি, তাহাদের জীবনের অপেক্ষা অধিক নিরাপদ নহে। এই কুনীতি নিরাকরণের নিমিত্ত তিনি তাবৎ পরিণামদর্শী জাতিদিগের ব্যবস্থা অবগত হইতে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ হিব্রু, পরে গ্রীক্‌, রোমাণ, দিনমার ও স্যাক্‌সন্‌ ব্যবস্থাদি জ্ঞাত হইলেন। তিনি এই সকল ভিন্ন২ ব্যবস্থা যেন বিজ্ঞ মনুষ্যগণ কর্তৃক তাঁহারই নিমিত্ত সংগৃহীত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, আপনার প্রজাদিগের উপকারোপযোগী নিয়ম সকল বাছিয়া লইলেন।

আল্‌ফ্রেড্‌ অতিশয় অন্ধকারময় অজ্ঞান কালে জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে রোমাণদিগের ভাষা ও বিদ্যা পশ্চিম-বাসী জাতিরা কেহই জানিত না। সকলেই অবোধ কর্ম্মা

ছিল। ধর্ম্মজ্ঞান কাহারও ছিল না, এবং পুরোহিতদিগের প্রভুত্ব সাধারণের উপর সম্পূর্ণ রূপে চলিত। রাজাও ঐ সকল অবৈধ কর্ম্মে শিক্ষা পান, এবং তাঁহার সখা ও শিক্ষকেরা অধিকাংশই পুরোহিত ছিল। তিনি স্যাক্‌সন্‌-দিগের রীতি নীতি ও ব্যবহার সকল বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, এবং প্রায় তদ্দৃষ্টে কার্য্য করিতেন। আল্‌ফ্রেড্‌ এক জন জ্ঞানী ব্যবস্থাকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ের অপরিহার্য্য দোষ জন্য অনেক অসম্পূর্ণতা উৎপন্ন হইয়াছিল। যদিও তিনি রোমাণ ধর্ম্মাধ্যক্ষের অনুমত ছিলেন, তথাপি আপনাকে রাজা ভিন্ন কখন অন্য জ্ঞান করিতেন না, এবং জানিতেন, বিশ্বপতি সকল রাজ্যের প্রভুত্ব তাঁহার হস্তে বিশ্বাস পূর্ব্বক সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি প্রজাদিগের নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, দোষী পুরোহিতদিগকেও তাহার অধীন করিলেন, এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের ব্যবস্থেয় পরাক্রম প্রায় একেবারেই উঠাইয়া দিলেন।

আল্‌ফ্রেডের ব্যবস্থা ইংরাজদিগের সুবিচারের প্রধান মূল। ইহাহইতেই এই স্বাধীন বিজয়ী ব্যক্তিরা তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষমতা লাভ করেন। তিনিই প্রথমে প্রজাদিগের পরস্পরের উপর বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। ইহাতে প্রতিবাদী কখনই বিচারকর্ত্তাদিগের নিকটহইতে অবিচার প্রত্যাশা করিতেন না, কারণ তিনিও এক বার তাহাদের বিচারকর্ত্তা হইতে পারিতেন; এবং তাহাদের রক্ষাও সাধারণের সুবিচারের উপর নির্ভর করিত। আল্‌ফ্রেড্‌ এই অনুজ্ঞা করেন যে, ভদ্রবংশীয়েরা অন্য দ্বাদশ জন ভদ্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিচারিত হইবেন, এবং সাধারণের পক্ষেও সেই রূপ একাদশ জন সাধারণ প্রজা ও এক জন ভদ্র ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেক। এই বিশেষ ক্ষমতা

অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ইত্যগ্রে প্রতিবাদী ও জুরিদিগের সমান মর্য্যাদা প্রাপ্তির রীতি প্রচলিত ছিল না। এক্ষণে প্রায় সকল জাতিই এই রূপ সুবিচারের অনুকরণ করিয়াছে।

আল্‌ফ্রেড্‌ অপরাধীদিগের দোষের জন্য অতিশয় কঠিন দণ্ড স্থাপিত করেন নাই। অতি অল্পকেই বধ্য ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইত। রাজবিদ্রোহ, রাজ্যের ক্ষতি, ও সাধারণের শান্তিভঞ্জন প্রভৃতি কএক দোষের নিমিত্ত কেবল ফাঁসী নিরূপিত ছিল। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সুবর্ণ প্রদান করিতে পারিলেও উহা রহিত হইত। পরস্ত্রী হরণদ্বারা সংসারের পবিত্র বন্ধন ছেদ হয় বলিয়া, উহাও উপরোক্ত অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হইত। জ্ঞান পূর্ব্বক বধকারী বা মিথ্যা শপথকারী পুরোহিতদিগকে ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা দণ্ড করিতেন, কিন্তু আল্‌ফ্রেড্‌ তাহাদিগকে রাজবিচারকর্ত্তাদিগের আদালতে উপস্থিত হইতে বাধিত করিলেন। তাহাদের, রাজাকেও বিচার নিষ্পন্ন কৃত জরিমানা প্রদান করিতে হইত।

দিনমার দস্যুরা বারম্বার এত অধিক প্রকাশ্য দৌরাত্ম্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল যে, অপহরণ ও পরদ্রব্য আক্রমণ দোষ প্রায় ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপৃত হইয়াছিল। আল্‌ফ্রেড্‌ এই অস্বচ্ছন্দতা নিরাকরণ জন্য এমত সকল উৎকৃষ্ট উপায় স্থাপিত করিলেন, যাহা পূর্ব্বে অতি সভ্য জাতিরাও অবগত ছিলেন না। তিনি প্রথমে সমুদায় রাজ্য, সীমানানিরূপিত জিলা সমূহে বিভাগ করিলেন, পরে প্রত্যেক জিলা পরগণায় পুনর্বিভাগ করিয়া, বিশেষ বিশেষ নাম প্রদান করিলেন। ফি পরগণায় দশ জন করিয়া প্রধান গৃহী থাকিতেন। গৃহীরা সকলেই পরস্পরের জামিন, দশে এক একে দশ, কেহ কাহার অমতে কার্য্য করিতে পারিতেন না, সুতরাং কাহারও ব্যবস্থার বিরুদ্ধ কর্ম্ম

করিবার ক্ষমতা ছিল না, এবং আদেশ হইলেই বিচার-কর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইত। কোন গৃহীর নিকট লিখিত না হইলে কেহই ব্যবস্থার সাহায্য পাইতেন না। যাঁহারা এই নিয়মের বিপরীত করিতেন, তাঁহাদের যথা-সর্ব্বস্ব যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপহৃত হইত, এবং হত করিলেও কোন দণ্ড ছিল না। যদ্যপি কোন গৃহী কোন কুকর্ম্মের জন্য অপরাধী হইতেন, এবং অন্য গৃহীরা তাঁহার জামিন হইতেন না, তাহা হইলে তাঁহাকে কারা-রুদ্ধ হইতে হইত। অপরাধী গৃহী, আজ্ঞাপত্র জারী হইবার অগ্রে পলায়ন করিলে, সমুদায় গৃহীরা, ও কখন কখন তাবৎ পরগণাও ঐ অসাবধানতার নিমিত্ত রাজাকে জরিমানা দিতে বাধিত হইত। পলাতকের যথাসর্ব্বস্ব সরকারে নীত হইত, এবং যদ্যপি ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য জরিমানার তুল্য না হইত, তাহা হইলে সকল গৃহীরা ঐ ক্ষতি পূরণ করিতেন, এবং দোষী ব্যক্তিকে বিচার-কর্ত্তার নিকট উপস্থিত করিবার ভার গ্রহণ করিতেন। যদ্যপি কোন বিদেশী পর্য্যটক, আল্‌ফ্রেডের প্রজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, দিবসদ্বয় অবস্থান করত কোন ক্ষতিজনক ব্যাপারে দোষী হইত, তাহা হইলে অন্নদাতা অভ্যাগত ব্যক্তির অপরাধের অনবগতত্তা জন্য শপথ করিলে, তিনি সে নিমিত্ত দায়ী হইতেন না। কিন্তু অতিথি দিবসত্রয় অবস্থান করিলে, জমীদারকে তাঁহার পরিবারের লোক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইত, এবং তা-হার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হইতেন।

আল্‌ফ্রেড্ আল্‌দিগের পৈতৃক ক্ষমতার উপর হস্তার্পণ করিলেন না; কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, প্রধান২ কুলীনদিগের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ হ্রাস করিতে লাগিলেন। শাসনকর্ত্তারা সমুদায় দেশের

তত্ত্বাবধারণ করিত। শাসনকর্ত্তা ভিন্ন আর এক এক জন বিচারকর্ত্তাও নিযুক্ত হইল। তাহাদের নিকট যাবদীয় ব্যবস্থানুযায়ী মোকদ্দমার বিষয় সকল আনীত ও নির্দ্ধারিত হইত। ঐ সকল বিচারকর্ত্তারা শাসনকর্ত্তাদের ও আর্লদের ক্ষমতা মধ্যবিৎ করিতে লাগিল।

পরে এই সকল ব্যবস্থার আশ্চর্য্য ফল দর্শিল। ইতঃপূর্ব্বে কেহ অস্ত্রান্বিত না হইয়া, রাজপথে পদার্পণ করিতে পারিত না। আইনের কোন ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং আপনার রক্ষা আপনারই করিতে হইত। এক্ষণে একটা সাধারণ শান্তি সমুদায় রাজ্যমধ্যে ব্যাপৃত হইল। রজনী সমাগমে পথিকের আর কোন ভয় রহিল না। রাজা বৃক্ষোপরে সুবর্ণের কঙ্কণ ঝুলাইয়া রাখিতে আজ্ঞা দিতেন, কেহই লোভপরতন্ত্র হইয়া, আইনের দণ্ডগ্রহণে সাহস করিত না। পরিশেষে রাজকর্ম্মচারীরা ঐ সকল কঙ্কণ পাড়িয়া আনিত। নির্দ্দোষীদিগের রক্ষার জন্য এমত সুবিচার প্রচার হইল যে, অপরাধীদিগের মনে তাহাদের দোষ নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

আল্‌ফ্রেড পরে উইন্‌চেষ্টারে অবস্থান করিয়া; তাঁহার সমুদায় অধিকারস্থ ভূমি, সম্পত্তি, ও রাজস্বের একটা বিবরণ-ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মহৎ ব্যাপার উপরোক্ত বিষয়ের সহিত তুলনা করিলে, অতি অল্পকাল মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইল, তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিরা এই ফর্দ্দ দৃষ্টে কর নিরূপণ ও কলহ মীমাংসা করিয়া আসিতেছেন।

ইংলণ্ডের এই উপস্বত্ব প্রকরণ প্রস্তুত হওয়ায়, প্রত্যেক জিলা ও পরগণায় বিচারালয় স্থাপিত হইবার মূল হইল। তাবৎ নগরবাসীরা অনায়াসে সুবিচার প্রাপ্ত হইতে

লাগিল। এবং মূর্খ কুলীনদিগের হস্তে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করাও ক্রমে রহিত হইল। শাসনকর্ত্তারা ও বিচারপতিরা উভয়েই এই বিচারালয়ের কর্তৃত্ব করিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রথমতঃ গৃহীর, পরে পরগণার তদনন্তর জিলার পঞ্চায়িক বিচার নিষ্পত্তির প্রার্থনা করিতে বাধিত হইল।

আল্‌ফ্রেড প্রথমে সুবিচারক্ষম ব্যক্তি অতি অল্পই পাইলেন, কিন্তু পরে তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যদ্বারা বিস্তর প্রস্তুত করিয়া লইতেও সক্ষম হইলেন। তিনি আপনার নিকট পুনর্বিচার প্রার্থনীয় মোকদ্দমার বিষয় সকল অনুপম উৎসাহের সহিত পাঠ করিতেন। যদ্যপি কোন শাসনকর্ত্তা বা বিচারপতির অব্যবস্থিত নিষ্পত্তি দৃষ্ট হইত, তৎক্ষণাৎ তাহার সমুচিত দণ্ড করিতেন। বোধাভাব জন্য কেহই রক্ষা পাইতেন না, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই আপনার কর্ম্মদক্ষতা অবগত হওয়া উচিত, এবং বিচারকর্ত্তার আবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষমতা না থাকিলে, এমত উচ্চপদাভিষিক্ত হইবার প্রয়োজন নাই। যদ্যপি সুবিচার পরিবর্ত্তে লিপ্সা বা অশ্রদ্ধা নিয়মানধীনত্বের কারণ হইত, তাহা হইলে তাহার দণ্ড মৃত্যুই নির্দ্দিষ্ট ছিল। আল্‌ফ্রেড বারম্বার রাজবিদ্রোহী ও দস্যুদিগের মিথ্যাশপথ ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক জন অন্যায়ী বিচারপতিকে মার্জনা করেন নাই। এক বৎসর মধ্যে অব্যবস্থিত নিষ্পত্তির নিমিত্ত চত্বারিংশৎ বিচারপতির প্রাণদণ্ড হয়।

রাজা কোন অবিচার বা পঞ্চায়িত বিচার নিষ্পত্তির অক্ষমতা দর্শন করিয়া, অবশ্যই সমুচিত দণ্ড প্রদান করিবেন জানিয়া, বিচারপতিরা বিশিষ্টরূপে ব্যবস্থা শিখিতে ও ন্যায় পূর্ব্বক বিচার করিতে বাধিত হইলেন। ফলতঃ রাজাই যেন সর্ব্বদা তাঁহাদের বিচারালয়ে উপস্থিত আছেন, জ্ঞান করিতে হইত। কিয়ৎকাল পরে মূর্খ যোদ্ধা-

দিগের পরিবর্ত্তে বিচারাসন সক্ষম জ্ঞানবান্ পুরুষগণদ্বারা পরিপূর্ণ হইল।

আল্‌ফ্রেড্ তাঁহার প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যথেষ্ট যত্ন পাইতে লাগিলেন। আপনার পুস্তকজ্ঞান ও কবিত্বশক্তির প্রভাব প্রকাশ করিয়া, সকলের চরিত্রোন্নতি করিতে মনোযোগী হইলেন। নীতি বিষয়ক উপদেশ সকল, বিবিধ গল্প ও উপন্যাসদ্বারা ব্যাখ্যা করিলে, অনেকেই তাহাদের দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেক জানিয়া সেই মত শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, কবিতার মোহিনীশক্তি ভিন্ন আর কিছুতেই মনে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ প্রবিষ্ট করিতে পারে না। ইহার শ্রুতি সুখাবহ মধুরধ্বনিতে প্রায় সকলেরই চিত্তে জ্ঞানোদ্ভিদ্ অঙ্কুরিত হয়। আল্‌ফ্রেড্ স্বয়ং এক জন মহাকবি, যোদ্ধা, ও ব্যবস্থাপক ছিলেন। সচ্চরিত্র বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তিদিগের প্রতি সাতিশয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করায়, আপামর সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই বিদ্যার সম্মান করত উহা উপার্জ্জনার্থে যার পর নাই যত্ন করিতে লাগিল। আল্‌ফ্রেড্ যে সকল কবিতাদ্বারা কুলীনদিগকে সত্যজ্ঞান শিক্ষা ও চিরসুখের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে। তাঁহার পুত্র নবীন এড্‌ওয়ার্ডের সৎপরামর্শ জন্য যে সকল কবিতা রচনা করেন, তাহাও সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিদ্যাতে সাধুতার যে সম্পূর্ণ আনুকূল্য হয়, ইহা আল্‌ফ্রেড্ আপনাকে দিয়াই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি যত ধর্ম্মের অন্তরস্থ চারুতা আবিষ্কার করিতে পারে, তাহার তত্তই উহার প্রতি দৃঢ় ভক্তি জন্মে। কিন্তু যাহারা ঐ সকল চারুতা অবগত নহে, তাহারা সর্ব্বদা কেবল ইন্দ্রিয়সুখে রত হয়। পূর্ব্বকালীন বিজ্ঞব্যক্তিদিগের পুস্তকে

ধর্ম্মকে যথোচিত সম্মান, ও অধর্ম্মকে তদনুযায়িনী ঘৃণা করা হইয়াছে, পাঠকগণ উহা পাঠ করিয়া যৎপরো-নাস্তি আনন্দলাভ করেন। এই সংসার একটা জঘন্য বি-দ্যালয়, ইহাতে অধর্ম্মের জয়, ও ভীরুস্বভাবসম্পন্ন ধর্ম্ম, সর্ব্বদা অর্থোপার্জ্জনোপযোগী পথ সকল পরিষ্কার করেন বলিয়া, প্রপীড়িত হন। আণ্টোনিনস্ কেবল ঋষিদিগের বচন পাঠ করিয়া যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে সমুদায় দানশৌণ্ডতা ও মনুষ্যত্ব বল ত একেবারে পৃথিবীহইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে বহুকাল পর্য্যন্ত সংগ্রাম হওয়ায়, প্রায় সকল প্রকার বিদ্যা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। ঐ দুর্ভাগ্য সময়ে সামান্য জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী বিষয় ভিন্ন আর কেহই কিছুই জানিত না। সমুদায় রাজ্যমধ্যে একখানা লাটিন পুস্তক স্বীয় ভাষায় অনুবাদ করে, এমত এক জন ব্যক্তি মিলিল না। আল্‌ফ্রেড্ তন্নিমিত্ত প্রজাগণের শিক্ষার জন্য সমুদ্রপারে উহার উপায় অন্বেষণ করিতে বাধিত হইলেন। তিনি আইয়ারলণ্ডহইতে জন্ নামা এক জন মহা বিজ্ঞ ব্যক্তিকে স্বদেশে আনয়ন করেন, ঐ মহা-শয় বহুকাল এথেন্সে ও ইতালি জনপদে অবস্থান করিয়া, পশ্চিম দেশীয় ভাষা সকল বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। তিনি সরস ছন্দ কবিতা সকল রচনা করিয়া সাধারণের হর্ষোৎপাদন করিতে পারিতেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ তাঁহার ছাত্রেরা ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিল। আল্‌ফ্রেড্ পুরাতন স্যাক্সনিহইতে আর এক জন পণ্ডিত মঠাধ্যক্ষকে এথেলিঙ্গে ধর্ম্মশালায় আনয়ন করি-লেন। মন্মাউথের আসার্ এমত ধর্ম্মকর্ম্মে নিবিষ্ট ছিলেন যে, উইন্‌চেস্টারের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হইয়াও, তিনি র.জ-সভায় ছয় মাসের অধিক অবস্থান করিলেন না।

আলফ্রেডের প্রবেশকরণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও মনুষ্যের অবস্থা বিষয়ক বহুদর্শিতা জ্ঞান বিলক্ষণ ছিল। এক দিবস একটী বালককে শূকর চরাইতে দেখিয়া, তিনি অনায়াসে তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান অনুভব করিতে পারিলেন। তাহাকে উক্ত নীচ কর্ম্ম হইতে উদ্ধার করিয়া, বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ায় সে পরে ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইল।

করণ্‌ওয়াল্‌নিবাসী নিয়ৎ নামা এক জন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি নিষ্কলঙ্ক জীবন জন্য সাধারণের মহাসমাদরণীয় হন। আল্‌ফ্রেড্‌ তাঁহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিতেন। তাঁহার প্রতিবাদ ও সদুপদেশই রাজার অনেক সৎকর্ম্মের মূল হইয়াছিল।

আল্‌ফ্রেড্‌ এই সকল সুস্বভাবসম্পন্ন পরম বিজ্ঞ ব্যক্তিব্যূহের সাহায্যে তাঁহার সাধারণ প্রজাগণের উত্তমতর বিদ্যা শিক্ষা দিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণ কালে সমুদায় ইংলণ্ড মধ্যে এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষও লাটিন্‌ ভাষায় লিখিত পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিত না, কিন্তু পরে তাঁহার শাসন সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ ধর্ম্মাধ্যক্ষ কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। তিনি অত্যন্ত উপকারী লাটিন্‌ পুস্তক সকল স্বীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে অনুমতি দিয়া, পুরোহিতদিগের অধিক প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা করিবার সহজ উপায় করিয়া দিলেন, এবং স্বয়ংও একখানা পুস্তক অনুবাদ করিলেন। ঐ পুস্তকে পুরোহিতদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম সকল বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। এই সদভিপ্রায় সম্পন্ন জন্য বিদ্যালয় সকল নিতান্ত আবশ্যক হওয়ায়, আল্‌ফ্রেড্‌ তাঁহার ভাণ্ডারের দ্বার নিয়ত মুক্ত রাখিলেন। তিনি জানিতেন, প্রৌঢ়েরা পুরাতন বৃক্ষের ন্যায় সহজে নমনীয় নহে, কিন্তু শিশুদিগকে সৎশিক্ষা দিলে অনায়াসে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। তাহাদের

যেমন শিক্ষাভাবে কুকর্ম্মে স্পৃহা জন্মে, তদধিক শাস্ত্রালোচনাদ্বারা তাহাদের নির্ম্মল অন্তঃকরণে সৌজন্য ও সত্যের অনুরাগ উৎপন্ন হয়।

আল্ফ্রেডের সমুচ্চয় মহৎ ব্যাপারের মধ্যে অক্সফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের অধিকতর মঙ্গল সাধন। সহস্র সহস্র বিজ্ঞ ব্যক্তিরা, ও সহস্র সহস্র সভ্য এবং ধর্ম্মের শিক্ষকেরা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন। আল্ফ্রেডের দানশৌণ্ডতা ও দয়াই তাঁহাদের যাবদীয় সৎকার্য্যের মূলাধার। এই নূতন বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে আলফ্রেড্ তৎকালীন মঠের অনুকরণ করিলেন, কারণ তখন মঠেতে কেবল যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যা শিক্ষা হইত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্পিত ধনের উপস্বত্ব হইতে নিয়ত আশী জন যুবা ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা পাইতেন। তাহাদিগকে কএক ধর্ম্ম ও শাস্ত্র বিষয়ক নিয়মের অধীন থাকিতে হইত। অনেক দয়াশীল মনুষ্যেরা ও জ্ঞানী নরপতিরা, অপর বিদ্যালয় সকল এই বিদ্যালয়ের সহিত যোগ করিয়া, ইহার বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এবং এক্ষণেও ইহা বিবিধ ভাষা ও পরমার্থ বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিতেছে।

আল্ফ্রেড্ তাঁহার রাজ্য যেরূপ সুশৃঙ্খল পূর্ব্বক নিয়মাধীন করিয়াছিলেন, তৎকালীন অন্য কোন রাজা সে রূপ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রত্যেক জিলাস্থ সমুদায় প্রজার সংখ্যা নিরূপণ করিয়া, তাহাদের নাম বিশেষ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রজার এক অংশ নগর ও দুর্গ মধ্যে নিযুক্ত সৈন্যের ন্যায় অবস্থান করিত, অবশিষ্টেরা দিনমারদিগের দৌরাত্ম্যজনক অকস্মাৎ আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। প্রথমাংশেরা আবশ্যক মতে স্থানান্তর গমন করিলে অপরাংশেরা পূর্ব্বাংশের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এই রূপ

প্রকারে ইংরাজেরা ক্রমশঃ সংগ্রাম শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। আল্‌ফ্রেডের মনে আর রণনিপুণ উত্তরবাসী যোদ্ধাদিগের সহিত অপটু সৈন্যদ্বারা সংগ্রাম করিবার আশঙ্কা বিন্দুমাত্রও রহিল না। তিনি প্রত্যেক জিলায় এক এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। সেই ব্যক্তিরাই যাবদীয় যুদ্ধকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিত। ইংরাজেরা অতি অল্পকাল মধ্যে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় সাহসী হইলেন। তাঁহাদের মনে দৃঢ়তর বিশ্বাসও জন্মিতে লাগিল। এই মহৎ পরিবর্ত্তনে বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়েছে, জ্ঞানী নরপতিদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। প্রজাদিগের অন্তঃকরণ, তাঁহাদের হস্তে আটাল মৃত্তিকার ন্যায়, যে রূপ ইচ্ছা সেই রূপ আকৃতি গঠন করিতে পারেন।

আল্‌ফ্রেডের জাহাজ সকল দীর্ঘাকার ছিল, এবং তৎকালীন প্রথানুসারে প্রত্যেক তরি চত্বারিংশৎ ক্ষেপণীদ্বারা চালিত হইত। দিনমারদিগের জাহাজাপেক্ষা এই সকল জাহাজ দ্বিগুণতর উচ্চ হওয়ায়, ইংরাজেরা অস্ত্র নিক্ষেপ বিষয়ে বিলক্ষণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। আল্‌ফ্রেড্‌ অবশেষে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলেন। দিনমার দস্যুদিগের দৌরাত্ম্যহইতে তাঁহার রাজ্য এক প্রকার নিরাপদ হইল। চতুষ্পার্শ্বে, বৃহদাকার রণতরী সমাকীর্ণ দেখিয়া, তাহারা ইংলণ্ডে পদার্পণ করিতে সাহস করিল না। আল্‌ফ্রেড্‌ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার আশাতীত অধিক লাভ করিলেন। প্রথমে সমুদায় ভূমিচ্যুত হইয়া, তদনন্তর সমুদ্রোপরেও রাজ্য বিস্তার করিলেন। তাঁহার সন্তান সন্ততিরা এক্ষণে এ রাজ্য প্রায় পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সাগরোপরি স্থাপিত করিয়াছেন।

আল্‌ফ্রেড্‌ তাঁহার প্রজাগণের মনে ফলবতী পরিশ্রমের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য নূতন নতন উপায় ও পথ অন্বে-

যণ করিতে লাগিলেন। পরিশ্রম ক্ষণিকদাতৃত্বাপেক্ষা শত-গুণ উত্তম ও উপকারী। দাতৃত্বদ্বারা প্রজার কেবল অল্প কালস্থায়ী সুখোৎপত্তি হয়, কিন্তু পরিশ্রম কর্তৃক স্বয়ং ত প্রতিপালিত হওয়া যায়ই, সন্তান সন্ততিরাও অনায়াসে চিরকাল জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

ইংলণ্ডে শিল্প বিদ্যা বলতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। ত্রিংশৎ বৎসর কাল পর্য্যন্ত নিয়ত যুদ্ধ বিষয়ে নিযুক্ত থাকায়, সকলেই কেবল আপনার রক্ষার নিমিত্ত সচেষ্টিত ছিল, বিদ্যা বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র মনোযোগ ছিল না। আল্‌ফ্রেড্ পুনর্ব্বার তাঁহার দেশে বিবিধ শিল্পবিদ্যা প্রচার করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাঁহার দাতৃত্বে শিল্পকরের যথেষ্ট অর্থ লাভ হওয়ায়, ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন দেশহইতে বিবিধ ব্যবসায়দক্ষ শিল্পজ্ঞানীরা অনবরতই ইংলণ্ডে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা এই গুণগ্রাহী নরপতির নিকট যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিল, কখন অন্যায় বহিষ্করণ আশঙ্কা করিল না। ক্রমে ক্রমে অতি অল্পকাল মধ্যে, ইংলণ্ড দেশ বহুবিধ শিল্পতৎপর মনুষ্যদ্বারা পরিপূর্ণ হইল, এবং নবীন পুরুষেরাও বিলক্ষণ কার্য্যনিপুণ হইয়া, রাজকীয় শিল্পকর্ম্ম সকল সুচারুরূপে নিষ্পাদন করিতে লাগিল।

আল্‌ফ্রেড্ জানিতেন, এক জন রাজা মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি স্বয়ং সমুদায় কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে পারেন না, ও সকল বিষয়ের উত্তম শৃঙ্খলা বা সহজোপায় মনোনীত করাও নিতান্ত অসম্ভব। তিনি তন্নিমিত্ত বহুদর্শী কর্ম্মদক্ষ মনুষ্যদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অভিপ্রায় তুলনা করিয়া, উৎকৃষ্ট মন্ত্রণাটাই বাছিয়া লইতেন। আল্‌ফ্রেডের

সময়ে ইংলণ্ডে তিনটী রীত্যনুযায়ী মহা সভা ছিল। উহাদের প্রধান সভায়, সমুদায় রাজসম্পর্কীয় গুরুতর ব্যাপার সকল, ও ব্যবস্থা সম্পাদন হইত। ঐ সভায় ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা, আর্লেরা, শাসনকর্ত্তারা, ও বিচারপতিরা অবস্থান করিতেন। দ্বিতীয় সভায় আল্‌ফ্রেডের পার্শ্বস্থ প্রধান প্রধান বিদ্বান মঠাধ্যক্ষেরা ও পুরোহিতেরা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই সভাস্থ ব্যক্তিরা, প্রথম সভার নিষ্পাদ্য বিষয় সকল অবধারণ করিতেন। যে দুর্ভাগ্য সময়ে আল্‌ফ্রেড্‌ রাজত্ব করিতেন, তখন কুলীন ও রাজপুত্রেরা নিতান্ত অজ্ঞানতা প্রযুক্ত শাস্ত্রালোচন সুখে বিমুখ ছিল, অধিক কি, অনেকে পড়িতেও পারিত না। সুতরাং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা তাহাদের পক্ষে অতিশয় কঠিন ব্যাপার হইয়াছিল। তাহারা মহা সাহস পূর্ব্বক সংগ্রাম বা প্রাণত্যাগ করিতে পারিলেই দেশের উপকার সাধন হইল বিবেচনা করিত।

আলফ্রেড্‌ কখন এমত সুযোগ পরিত্যাগ করিতেন না, যাহাতে রাজ্যের বিলক্ষণ মঙ্গল সাধন হয়; কিম্বা এমন বিষয়েও অমনোযোগী হইতেন না, যাহাতে সাধারণের সম্পূর্ণ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। তিনি একটা দৃঢ় নিয়ম করিয়াছিলেন, প্রত্যেক বৎসরে দুই বার করিয়া প্রধান রাজকার্য্য সম্পাদক সভার সভ্যেরা, ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা, ও শ্রেষ্ঠ কুলীনেরা, রাজার নিকট একত্রিত হইবেন; রাজা যে ব্যবস্থা প্রদান করিবেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তাঁহারা ভদ্রবংশীয় ব্যক্তিদিগের কলহ মীমাংসা করিতেন। তাঁহাদের উপর রাজ্যের সাধারণ মঙ্গল বিষয়ের চিন্তা করিবারও ভার ছিল।

আল্‌ফ্রেড্‌ আর্লদিগের প্রাদুর্ভাব সাতিশয় বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য বিবিধ উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং হত্যা

প্রভৃতি, মহৎ দোষ সকল বিচার করিতেন। রাজপথে আক্রমণাদি অন্যান্য বিষয়ের নিষ্পত্তি, বিচারপতিদিগের উপর ভারার্পণ ছিল। সামান্য বিষয় সকল প্রথমতঃ গৃহী-দিগের নিকট, পরে পরগণায়, তদনন্তর জিলায় মীমাংসা হইত। শেষোক্ত বিচারালয়ের নিষ্পত্তি বিষয়ে সন্দেহ-উপস্থিত হইলে, রাজসভায় পুনর্ব্বিচার প্রার্থিত হইত। আর্ল্‌দিগের কেবল রাজধানীর অধ্যক্ষতা ছিল। তাহারা সৈন্যগণের কর্তৃত্ব ও প্রজাদিগকে রাজাজ্ঞা অবগত করাণ প্রভৃতি কএক বিষয় মাত্র সম্পাদন করিত।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

আল্‌ফ্রেডের দূরদর্শিতা।

রাজ্যমধ্যে আর বার শান্তি স্থাপিত হইল। যুদ্ধসম্পর্কীয় বিষয় সকল, শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও শাসনরীতি প্রভৃ-তির বিলক্ষণ উন্নতি হইলে, আল্‌ফ্রেড্ তাঁহার রাজ্য সুশো-ভিত করিতে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। তিনি প্রথমে যে সকল নগর অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হয়, তাহা পুনর্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিই লণ্ডন নগরের পুনঃ শ্রীবৃদ্ধি হইবার মূল। এই নগর দিনমারদিগের সময়ে অতি সামান্য বন্দর ছিল, এক্ষণে ইহা ক্রমে ক্রমে অসীম বাণিজ্যের স্থল ও সমুদায় রাজ্যের রাজধানী হইয়াছে। এথেল্‌রেড্ রাজার সময়ে উইন্‌চেষ্টার নগর একেবারে সমভূমি হয়, আল্‌ফ্রেড্ উহার পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর শোভা বৃদ্ধি করিয়া, পুনর্নি-র্ম্মাণ করিলেন। ইংরাজ রাজারা সচরাচর কুঁড়্যা ঘরে বাস করিতেন, দিনমারেরা অনায়াসে এক দিনেই অগ্নিদ্বারা নগর-

গুলি ভস্মীকৃত করিতে পারিত, আল্‌ফ্রেড্ তজ্জন্য সকলকে পাসাণময় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দিলেন।

আল্‌ফ্রেড্ বড় বড় নদীর মুখে ও সমুদ্রতীরে নূতন নূতন দুর্গ প্রস্তুত করিলেন। ঐ সকল দুর্গ মধ্যে সতত প্রচুর সৈন্য নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের ভয়ে দস্যুরা জাহাজ হইতে ভূমিতে পদার্পণ করিতে পারিত না।

আল্‌ফ্রেডের সময়ে উদাসীনেরাই কেবল ধর্ম্ম ও বিদ্যা বিষয়ের চর্চ্চা করিতেন। তাঁহাদিগকে সকলে জ্ঞানী ও সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিত। আল্‌ফ্রেড্‌ও এই কুসংস্কারহইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। তিনি পুরোহিতদিগকে অতিশয় অনুগ্রহ করিতেন। পুরোহিতেরাই তাঁহার গোপনীয় ও বিশ্বাস্য মন্ত্রী ছিল। তিনি বিবিধ মঠ ও সংসারাশ্রম পরিত্যাগী মনুষ্যদিগের নিমিত্ত ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিলেন, তন্মধ্যে আপনার দৈন্যাবস্থা ও মর্য্যাদাভ্রংশ স্মরণার্থের নিমিত্ত এথেলিনগেতে প্রথম মঠ নির্ম্মাণ করেন। যে জলা ভূমি তাঁহাকে দিনেমারদিগহইতে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল, তথায়ও খুঁটা পুঁতিয়া তাহার উপর ধর্ম্মশালার কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন।

তিনি ডারহামের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে ও অন্যান্য মঠাধ্যক্ষদিগকে চিরকালের নিমিত্ত বিস্তর ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে দিলেন, কিন্তু জানিতে পারিলেন না যে, এই সকল বহুমূল্য দান পুরোহিতদিগের পক্ষে বিষতুল্য হইবেক। তাহারা ধনমদে মত্ত হইয়া একেবারে অহঙ্কার ও অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইল।

আল্‌ফ্রেড্ যদিও ধর্ম্ম বিষয়ে অতিশয় রত ছিলেন, তথাচ বাহ্য ঐশ্বর্য্য যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা কখন বিস্মরণ হন নাই। সামান্য প্রজারা রাজাদিগের সরলান্তঃকরণকে তাদৃশ মূল্যবান জ্ঞান করে না, কিন্তু বহিঃস্থ প্রতাপ ও

শ্রী থাকিলেই যথেষ্ট সম্মান করে। আল্‌ফ্রেড্ তন্নিমিত্ত ভগ্ন প্রাসাদ সকল প্রস্তরদ্বারা পুনর্নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। পল্লীগ্রামস্থ বিরামাট্টালিকা সকলও বহুবিধ অলঙ্কারে সুশোভিত করিলেন।

তিনি সুশৃঙ্খলতা অতিশয় ভাল বাসিতেন। আপনার গৃহাভ্যন্তরস্থ কার্য্য সকল অতি সুনিয়মে নিষ্পন্ন করিতেন। তাঁহার দাসেরা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগ বৎসরে চারি মাস করিয়া কর্ম্ম করিত, অপর কএক মাস যথা ইচ্ছা তথা গমন করিতে পারিত।

আল্‌ফ্রেড্ কখন মৌনী হইয়া থাকিতেন না। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিত। তিনি সংগীত বিদ্যার অতিশয় প্রশংসা করিতেন। রোম নগরে অবস্থান কালীন, তাঁহার গীত বাদ্য বিষয়ে বিলক্ষণ রুচি জন্মিয়াছিল, তজ্জন্য আপন সভায়, সাতিশয় খ্যাত্যাপন্ন বাদ্যকর ও মনোহর গায়কদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া আনিলেন। তিনি জানিতেন, নিয়ত পরিশ্রমদ্বারা মনের বৈরক্তি জন্মে, অতএব কিয়ৎকাল আমোদ প্রমোদ করা নিতান্ত আবশ্যক।

আল্‌ফ্রেড্ অন্যান্য স্যাক্‌সন্‌দিগের ন্যায় যুবকালে অতিশয় মৃগয়ারত ছিলেন। প্রাতঃকালীন শীতল সমীরণ সেবনে ও শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা এই আমোদ অতিশয় স্বাস্থ্যদ হইত। তিনি মৃগয়াদ্বারা অনেক বন্য পশু হনন করিয়া, প্রজাদিগের বিস্তর মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় অস্ত্র নিক্ষেপ বিষয়ে কেহ তাদৃশ পারদর্শী ছিল না।

আল্‌ফ্রেড্ নানাবিধ ভূষণদ্বারা রাজসভার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে বিশেষ-যত্নশীল ছিলেন। স্যাক্‌সন্ রাজাদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে প্রসিদ্ধ শিল্পকরদিগকে বেতনভুক্ত করিয়া, কাঞ্চন ও বহুমূল্য প্রস্তরাভরণ সকল প্রস্তুত করান।

তিনি স্বয়ংও এ বিদ্যায় এমত পারদর্শী ছিলেন যে, অন্য লোকদিগকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতে পারিতেন। মহা সমারোহজনক উৎসব দিনের জাঁক জমক বৃদ্ধির জন্য, তাঁহার আদেশানুসারে একখানা অপূর্ব্ব চাক্‌চক্যশালী রাজমুকুট নির্ম্মিত হইয়াছিল।

স্যাক্‌সন্ বংশীয় নরপতিদিগের মধ্যে আল্‌ফ্রেডই প্রথমে যোদ্ধকুলীনোপাধি প্রদান করা প্রথা প্রচলিত করেন। এই উৎকৃষ্ট উপায়দ্বারা তাঁহার বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছিল। রাজাদিগেরই কেবল এই যুদ্ধনৈপুণ্যের পুরস্কার প্রদান করিবার ক্ষমতা নির্দ্ধারিত ছিল। ইহাতে রাজভাণ্ডার হ্রাস হইত না, এবং ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে পীড়ন করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিবারও কোন আবশ্যক ছিল না। যুদ্ধজয়ী ব্যক্তিরা এই উপাধি লাভে স্বর্ণ ও রজতাপেক্ষা অধিক সন্তোষ জ্ঞান করিত। আল্‌ফ্রেড্ তাঁহার পৌত্র এথেল্‌সটান্‌কে একটা বেগুনিয়া বর্ণের পরিচ্ছদ ও একখানা কাঞ্চন নির্ম্মিত কোষযুক্ত কিরীচ দিয়া, এই যোদ্ধকুলীনোপাধি প্রদান করিলেন। এথেল্‌সটান্ তাঁহার পিতামহের আশা সকল সফল করিয়া, পরে এক জন প্রবল প্রতাপ ও মহামানী নরপতি হইয়াছিলেন।

আল্‌ফ্রেড্ তাঁহার বুদ্ধি ও জ্ঞান বিবিধ বিষয়ে নিযুক্ত করিয়াও, কোন কার্য্যে বিমুখ হন নাই। পৃথিবীতে সহস্র২ রাজা হইয়াছেন, কিন্তু কেহ তাঁহার ন্যায় অনায়াসে ও সতর্কতাপূর্ব্বক এত ভিন্ন২ কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার এমন কোন কার্য্য ছিল না, যাহাতে সাধারণ প্রজার কোন না কোন উপকার দর্শে।

আল্‌ফ্রেডের সকল চেষ্টার মধ্যে পরম পিতা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি উদাসীনদিগের ন্যায় বিশ্বপতির আরাধনা করিতেন বলিয়া

কেহ তাঁহাকে এক্ষণে দোষার্পণ করিতে পারেন না, কারণ তৎকালে সেই রূপ প্রথাই প্রচলিত ছিল। এই দোষ পরমেশ্বরের নিকট বা মনুষ্যের চক্ষে দোষ বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না।

আল্‌ফ্রেডের সময়ে অন্যান্য নরপতিরা আন্তরিক স্বচ্ছন্দতা লাভের জন্য, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত মঠ মন্দিরে অবস্থান করিতেন। কিন্তু আল্‌ফ্রেড্ তাঁহাদিগের অনুকরণ করেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধির নিমিত্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন।

আল্‌ফ্রেড্ তাঁহার রাজস্ব সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এক ভাগ দরিদ্র মনুষ্যগণের এবং ধর্ম্মশালা ও বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। অপর ভাগ, স্বয়ং রাখিয়া সভাসদ, শিল্পকর, ব্যবসায়ী ও যে সকল বিদেশীরা তাঁহার রাজ্যে অবস্থান করিত, তাহাদিগকে তুল্য অংশ করিয়া বিতরণ করিতেন। কৃষিগণ কর্ত্তৃক জমাকৃত রাজবৃত্তি ভূমির উপস্বত্ব হইতে রাজার ও রাজসভার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

সময় যে অমূল্য নিধি, ইহা আল্‌ফ্রেড্ বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। তিনি দিন রাত্রির মধ্যে অষ্ট ঘণ্টা লেখা পড়া ও ঈশ্বরারাধনায় ব্যয় করিতেন। অষ্ট ঘণ্টা আহারাদি বিশ্রাম জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। অপর অষ্ট ঘণ্টা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। তৎকালে ঘটিকা যন্ত্র প্রচলিত না থাকায়, সময় নিরূপণ করা প্রথমে তাঁহার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু পরে স্থির চিন্তা করত একটী নূতন উপায় সৃষ্টি করিয়া, এই অসুবিধা নিরাকরণ করিলেন। তিনি যাজকগণদ্বারা রাজ্যহইতে প্রচুর মোম সংগ্রহ করিয়া, তদ্দ্বারা এমত পরিমাণে বাতী প্রস্তুত করিলেন যে, দিবারাত্রিতে ঠিক ছয়টা করিয়া পুড়িত। ঐ সকল

বাত্তীর গায় অংশ অঙ্কিত থাকিত, তদ্দ্বারা অতি অল্প-কালও বিলক্ষণ লক্ষিত হইত। কিন্তু কখন২ বাতাসের প্রবলতা প্রযুক্ত নিরূপিত সময়ের অগ্রেও বাতী সকল পুড়িয়া যাইত দেখিয়া, তিনি আর একটী ফলদায়ক উপায় উৎপাদন করিলেন। শ্বেত বৃষশৃঙ্গ কাটিয়া সমান করত, এমত পাৎলা করিলেন যে, কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইল, তদ্দ্বারা আবৃত করিয়া লানটান নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে বিলক্ষণ আলো নির্গত হইতে লাগিল, অথচ কোন অসুবিধা ঘটিল না। তৎকালে কাচ প্রচলিত ছিল না।

আলফ্রেড্ বাল্যকালে একটা ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বদা পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া, এই রোগহইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। এক দিবস কর্ণওয়াল্ প্রদেশে মৃগয়ার্থ গমন করিয়া, কোন ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিলেন। তথায় অষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক পরমেশ্বরের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে জগৎপিতা পরমেশ্বর, আমার এই ভয়ানক রোগের পরিবর্ত্তে একটা অন্তরস্থ সামান্য পীড়া প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি মনুষ্যের অধিক উপকার সাধন করিতে পারিব, এবং কেহ আমাকে দেখিয়াও অবজ্ঞা করিতে পারিবেক না।" তিনি কুষ্ঠরোগ ও অদৃষ্টত্বকে অতিশয় ভয় করিতেন, কারণ এ সকল পীড়াক্রান্ত হইলে, আর কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না, এবং মনুষ্যেরাও যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করে। তাঁহার ভজনা সমাপ্ত হইলে, পুনর্ব্বার ভ্রমণার্থে গমন করিলেন। পথিমধ্যে ক্রমে২ পীড়ার বিলক্ষণ উপশম বোধ হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে বারম্বার পরমেশ্বরের নিকট দৃঢ়ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করায়, সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার বিবাহোৎ-

সবোপলক্ষে আমোদ প্রমোদ জন্য বিস্তর রাত্রি জাগরণ ও অনিয়মিত ভোজনদ্বারা পুনর্ব্বার সেই রোগ প্রকাশ হইল। এই পীড়া তাঁহাকে কুড়ি বৎসর বয়সহইতে, চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিয়তই যন্ত্রণা দিয়াছিল। আল্‌ফ্রেড্ কখন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ বাঞ্ছা করেন নাই। তিনি পরমেশ্বরের নিয়ম উল্লঙ্ঘন বিষয়ে সাতিশয় শঙ্কা করিতেন। পাছে যৌবনমদে মত্ত হইয়া কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, এজন্য রোগগ্রস্ত হইয়া, ইন্দ্রিয়সুখে বিরত হইতে প্রচুর যত্ন পাইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, কোন সহনীয় সামান্য পীড়া হয়, লোকেও অবজ্ঞা না করে, অথচ রিপুগণের বিলক্ষণ শাসন করিতে পারেন।

আল্‌ফ্রেড্ পরম দয়ালু ছিলেন। এত অনিষ্টকর সংগ্রামেও তাঁহার অনুকম্পার কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস হয় নাই। যদিও মিথ্যাশপথ ও বিশ্বাসঘাতকতা, তাঁহার উপকারের পুরস্কার স্বরূপ সর্ব্বদা দৃষ্ট হইত, তথাচ অপরাধ মার্জনে তিনি কখনই ত্রুটি করেন নাই। অতি কষ্টলব্ধ জয়ের পরেও তিনি শত্রুদিগকে স্বেচ্ছাধীন দশ বার ক্ষমা করিয়াছেন, এবং আপনিও কখন কোন প্রতিহিংসাজনক কার্য্য করেন নাই। তিনি পরিবারদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। এক জন বিশ্বাসী ও সুখদায়ক স্বামী, দয়ালু পিতা, ও অনুগ্রাহক প্রভু বলিয়া, তাঁহার বিশেষ খ্যাতি জন্মিয়াছিল।

যদিও আল্‌ফ্রেড্ তাঁহার জীবনের অধিকাংশই প্রজাগণের রক্ষণার্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তথাচ বাল্যকালাবধি বিদ্যার প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রদর্শন করিতে কোন প্রকারেই অমনোযোগী হন নাই। তিনিই কর্কশ স্যাক্সন্ ভাষাকে সুশ্রাব্য করেন। পুরাতন ব্যবস্থা, ইতিবৃত্ত ও ধর্ম্মপুস্তক সকল এমন ভাব রাখিয়া অবিকল অনুবাদ

করিয়াছিলেন যে, অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও তাঁহার তুল্য হইতে পারেন নাই। তিনি আপনার দৈব ঘটনাপূর্ণ জীবন-বৃত্তান্তও লিখিয়াছিলেন। তিনি যে বিষয়ের শেষ করিতে পারিবেন না জানিতেন, তাহাতে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন।

আল্‌ফ্রেড্ নিয়ত যন্ত্রণাভোগ ও বিষম বিপত্তিজনক জীবনযাপন করিয়াও, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকিতেন। কোন উদ্বেগ বা অবসাদ, তাঁহার স্থির অন্তঃকরণের বিরক্তি জন্মাইতে পারে নাই। এমত গুণ অতি অল্প ব্যক্তিরই দৃষ্ট হয়। সামান্য মনুষ্যেরা কোন স্বল্প কারণ হেতু একেবারে সাতিশয় উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে। উৎপাত সময়ে মনের স্থিরতা রক্ষা করা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা তাহারা কখনই জানিতে পারে না। আল্‌ফ্রেড্ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াও কখন দুঃখিত বা সৌভাগ্য জন্য কৃতকার্য্যতায় উল্লসিত হন নাই। তিনি অসীম সাহস প্রদর্শন করিয়া, মহা২ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বদা আপনার গুণ বর্ণন বিষয়ে নিতান্ত নিস্তব্ধ থাকিতেন। তিনি অনেক বার আপনার জীবন শত্রুদিগের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া, প্রজাগণকে পলায়ন হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমত বিষম সাহসিক কার্য্যকে দৈবায়ত্ত বা অপ্রশংসনীয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার চিত্ত নিয়ত পরমেশ্বরেই অর্পিত থাকিত, এবং তাঁহারই উপরে সকল কার্য্যসিদ্ধির ভারার্পণ করিতেন।

আল্‌ফ্রেডের যশঃ অতি অল্পকাল মধ্যে ইউরোপের সীমা উত্তীর্ণ করিয়া, অন্যান্য দেশে গিয়াও উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। সকল লোকে তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক মহামহিম আল্‌ফ্রেড্ বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে মহামহিম উপাধি নরপতিরা কেবল চাটুকার সভাসদগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন। রোম নগরেও আল্‌ফ্রেডের গুণের বিলক্ষণ আদর হইতে লাগিল, যিরুশাল-

মের মহা ধর্ম্মাধ্যক্ষ, অনেক সাগরোপরে ইংলণ্ডবাসী প্রজাদিগের রাজভক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাইলেন। বিবিধ দেশহইতে শিল্পকর ও বিজ্ঞ মনুষ্যেরা নিয়তই এই পরম ধার্ম্মিক, পরম প্রাজ্ঞ ও পরম যোদ্ধা নরপতির নিকট আগমন করিতে লাগিলেন।

এল্‌সউইদার গর্ভে আল্‌ফ্রেডের এড্‌ওয়ার্ড্‌ ও এথেল্‌ওয়ার্ড্‌ নামা দুই পুত্র, এবং এথেল্‌ফ্লেদা, এথেল্‌গিবা ও এথেল্‌সউইদা নাম্নী তিন কন্যা জন্মে। এড্‌ওয়ার্ড্‌ এক জন পরম বিজ্ঞ রাজা ও ব্যবস্থাপক হইয়াছিলেন, কিন্তু এথেল্‌ওয়ার্ড্‌ কৃতবিদ্য হইয়াও যৌবন কালে অক্সফোর্ড্‌ নগরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মার্সিয়ার আর্লের সহিত এথেল্‌ফ্লেদার পরিণয় হয়। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বিদ্রোহী উত্তরবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া, স্বয়ং সমস্ত বিস্তীর্ণ রাজ্যের আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তিনিই চেস্টার, ষ্টাফোর্ড্‌ ও ওয়ারিক নামক নগর সকল স্থাপন, ও ওয়েল্‌সের কিয়ৎ অংশ জয় করেন।

ফ্লাণ্ডার্সের মহাক্ষমতাপন্ন কাউণ্ট বল্‌দিনের সহিত এথেল্‌সউইদার বিবাহ হয়। বিখ্যাত জয়ী উইলিয়ম্‌ তাঁহার এক জন পৌত্রী মাটিল্‌ডার পাণিগ্রহণ করেন। আর এক দ্বিতীয় মাটিল্‌ডাদ্বারা তাঁহাহইতে প্লাণ্টিজিনেট্‌ বংশের আদি হইল। ঐ বংশহইতে তিন শত বৎসর ইংলণ্ড শাসনের পর, টিউডর ও ষ্টুয়ার্ডেরা জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রথম প্লাণ্টিজিনেটের কন্যা তৃতীয় মাটিল্‌ডার সহিত হেনরি সিংহের বিবাহ হওয়ায়, উভয় ষ্টুয়ার্ড্‌ ও প্লাণ্টিজিনেট্‌ বংশের শোণিত সংলগ্ন হইল। এই দুই পুরুষহইতে, আল্‌ফ্রেডের মহাকুল ইংলণ্ডের প্রবলপ্রতাপ অধীশ্বর হইয়াছেন। পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে এক্ষণে নূতন আবিষ্কৃত ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাংশেও অসীম রাজ্য প্রদান করিয়া-

ছেন। তাঁহাদের রাজাধিরাজত্বের মধ্যে নাইজার ও ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছে। সমুদায় ভারত রাজ্য আল্‌ফ্রেডের বংশকে মান্য করিতেছে। কিন্তু এ সকল দেশ অধিকারাপেক্ষা, তাঁহারা যে আল্‌ফ্রেডের ন্যায় শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা অধিকতর গৌরবভাজন হইয়াছেন। "যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করে, তাহার বংশ পঞ্চাশৎ সংখ্যা অবধি প্রাপ্ত হয়," আল্‌ফ্রেড্‌ কর্ত্তৃক এই বচনের বিলক্ষণ পোষকতা হইয়াছে।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

আল্‌ফ্রেড্‌ ও তাঁহার মন্ত্রী।

আল্‌ফ্রেডের মন্ত্রী আমন্দ, ডেল্‌ নদীর তীরে, সপ্ত পর্ব্বতের উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আরউল্ফ ড যোদ্ধা ছিল। তিনি যৌবনকালে উন্নতধামা বীর পুরুষদিগের ন্যায় মল্লযুদ্ধে অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তৎকালে তাঁহার তুল্য সাহসী যোদ্ধা, ধানুষ্কী ও মৃগয়া নিপুণ কেহই ছিল না। তিনি একাকী মহাক্রোধান্বিত বনবরাহের গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতীব সাহস প্রদর্শন পূর্ব্বক ছুরিকাদ্বারা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেন। তিনি সর্ব্বদা সংগ্রাম সংগীত করিতেন, এবং পুরাতন বীরদিগের নাম শ্রবণ করিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণ উল্লাসিত হইত। তিনি আপনার কার্য্যদ্বারা পিতৃমন্দির সমধিক লব্ধযশঃ করিবার জন্য বিলক্ষণ সচেষ্টিত ছিলেন।

উত্তরবাসীদিগের রাজপুত্র হেষ্টিংস্, বাইজেন্সিয়ম্ প্রদেশে যাত্রা করিয়া, তথাকার ওয়্যারজার্ণ্ সৈন্যদলের অধ্যক্ষ হইলেন। ওয়্যারজার্ণ্ সৈন্যেরাই কেবল তৎকালে অপগামী গ্রীক্‌দিগের অবশিষ্ট ছিল। ইহারাই এই ধ্বংসশীল মহারাজ্যকে অসীম সাহস প্রদর্শন করিয়া, এক প্রকার রক্ষা করিতেছিল। যুবা আমন্দও হেষ্টিংসের সহিত গমন করিয়া, ওয়্যারজার্ণ্ সৈন্যমধ্যে পরিগণিত হইলেন। তিনি বিবিধ বিশ্বাসি কার্য্য ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া, বাইজেন্সিয়ন্ জাতির বিস্তর উপকার সাধন করিলেন। তাঁহার বিদ্যার প্রতি অতিশয় অনুরাগ ছিল। তিনি প্রচুর যত্ন সহকারে গ্রীক্‌দিগের পুরাবৃত্ত, রাজভার ও রাজ্যের শাসনপ্রণালী ও পুরাতন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা অভ্যাস করিলেন।

হেষ্টিংস্, বাইজেন্সিয়মে ইউডক্সিয়া নাম্নী এক নবীনা যুবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার সখী সুন্দরী থিওফেনূর সহিত নবীন আমন্দের অতিশয় প্রণয় জন্মিল। তিনি ঐ পরম রূপ লাবণ্যবতী গ্রীক্ রমণীর মনোহর প্রকৃতি ও মৃদু মন্দগতি সন্দর্শন করিয়া, একেবারে মোহিত হইয়াছিলেন। এক দিবস নীল ও সবুজদিগের মধ্যে কোন বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, বিপক্ষেরা থিওফেনের পিতাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। আমন্দ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া, অসীম সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভীরুস্বভাব সম্পন্ন বাইজেন্সিয়নেরা তদীয় প্রবল প্রতাপ নিরীক্ষণ করিয়া, প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। আমন্দ জয়ী হইয়া উদ্ধারিত পিতাকে সুন্দরী থিওফেনের হস্তে আনিয়া অর্পণ করিলেন। থিওফেন্ তাঁহার এই মহৎ গুণ অপরিশোধনীয় বিবেচনা করিয়া, অবিলম্বে তাঁহার পাণিগ্রহণ করি-

লেন। আমন্দও এই যুবতীর প্রণয়ভাজন হইয়া, পরম সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

কোন কারণবশতঃ বাইজেন্সিয়ান্ রাজবংশ অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইল। হেষ্টিংস্ তরবারি ধারণ করিয়া, মৎপরোনাস্তি যত্ন পাইয়াও রক্ষা করিতে পারিলেন না। আপনার প্রাণ পর্য্যন্তও সংশয় হইল। তখন পলায়ন ভিন্ন আর কোন উপায় না দেখিয়া, তত্রস্থ বন্দরে আসিয়া দেখিলেন, একখানা বই তরী নাই; তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্ত্রী, আমন্দ, ও সুন্দরী থিওফেনের সহিত সেই অর্ণবপোতোপরি আরোহণ করিলেন। ভাগ্যক্রমে নিষ্টর নদীর মধ্য পর্য্যন্ত পৌহুছিয়া, স্বীয় দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিলেন, পথিমধ্যে কোন বিপদ ঘটিল না।

উত্তর দেশের নিতান্ত অসমান ও অনুর্ব্বর পর্ব্বতসমূহের দৃশ্য গ্রীক সুন্দরীর পক্ষে অত্যন্ত অসুখকর হইল। তিনি এস্থানে বাইজেন্সিয়মের তুল্য মনোহর জল বায়ু কুত্রাপি সন্দর্শন করিতে পাইলেন না। বাল্যকালে ঐশ্বর্য্যশালী অট্টালিকায় অবস্থান করিয়া, এক্ষণে প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত কুঁড়্যা ঘরে দিনযাপন করিতে হইল। হেথায় শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত পৃথিবীর শোভা একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফসলের সময় সুস্বাদু দ্রাক্ষা উৎপন্ন হয় না, এবং গ্রীস দেশীয় বিবিধ বর্ণযুক্ত ফলসমূহও বৃক্ষোপরি ঝক্‌মক্ করে না। কোমলস্বভাব সম্পন্না ইউডক্সিয়ার চক্ষে পৃথিবী যেন শোকসচক পরিচ্ছদাচ্ছাদিতা বোধ হইতে লাগিল।

হেষ্টিংস্ ইউডক্সিয়ার অত্যন্ত প্রণয়াসক্ত প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন, খড়্গদ্বারা কোমলতর দেশ সকল জয় করিয়া তাঁহাকে শাসন করিতে দিবেন। তিনি তজ্জন্য তাঁহাকে ও থিওফেনিকে লইয়া ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিম্‌ফ্লিট্‌ দুর্গে হেষ্টিংসের স্বপরিবার যে প্রকারে আল্‌ফ্রেডের হস্তগত হয়, তাহা একবার অগ্রে কথিত হইয়াছে, এস্থলে আর তাহার বিশেষ উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। হেষ্টিংস্‌ এই অমঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইলেন। এবং সাহসী আমন্দ্‌ও সুন্দরী থিওফেনের বিরহে কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহানুভব আল্‌ফ্রেড্‌ তাঁহাদের অশ্রুমার্জন করিলেন। তিনি গ্রীক্‌ রমণীদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "তোমরা শত্রুর স্বামীদিগের সন্নিকটে গমন কর, এবং দিনমারদিগকে অবগত করাও, আমি স্ত্রীলোকদিগের সহিত সংগ্রাম করি না। আমার প্রজাদিগকে যাহারা পীড়ন করে, তাহারাই আমার শত্রু, তাহাদের সহিত বন্ধুতা করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।" আল্‌ফ্রেড্‌ গ্রীক্‌ সুন্দরীদিগকে অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ বিদেশীয় রূপে মুগ্ধ হইল না।

হেষ্টিংস্‌ আল্‌ফ্রেডের এই সদ্ব্যবহারে আরও দ্বিগুণতর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমন্দের মনঃ তাদৃশ নীচ নহে, তিনি থিওফেনকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিতে লাগিলেন। প্রিয়াকে যে আর আলিঙ্গন করিতে পারিবেন, তাঁহার এমন আশা ছিল না; কিন্তু আল্‌ফেড্‌ কর্ত্তৃক এই অচিন্তিত পূর্ব্ব বিষয়ের সফলতা হওয়াতে, তিনি তাঁহার সহিত সৌহৃদ্যতা করিতে নিতান্ত অভিলাষ করিলেন। থিওফেন্‌ও তাঁহার নিকট, আল্‌ফ্রেড্‌ যেরূপ সভ্যতা প্রকাশ পূর্ব্বক ইংরাজ সৈন্যগণের অসভ্যতাচরণহইতে মুক্ত করিয়া, কারাগার ক্লেশ লাঘব করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিয়া অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দিনমারেরা যখন ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে

প্রত্যাগমন করিতে বাধিত হইল, তখন আমন্দ নিঃশঙ্কায় আল্‌ফ্রেডের রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "হে পরম ধার্ম্মিকবর ইংলণ্ডাধীশ্বর, আপনার গুণকে আমি শত বার ধন্যবাদ করি, আপনি এক্ষণে অনিচ্ছায় এক জন যোদ্ধা পাইলেন, আমি হেষ্টিংসের বন্ধু আমন্দ, কিন্তু যদ্যপি আমাকে গ্রহণ করেন, তবে আপনারও হইব।" আল্‌ফ্রেড্‌ আমন্দের নাম শ্রুত ছিলেন; তৎক্ষণাৎ হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার সৌহৃদ্য গ্রহণ করিলাম, তুমি অদ্যাবধি আমার সৌভাগ্যের ভাগী হইলা।" রাণীও অমনি গাত্রোত্থান করিয়া থিওফেনকে আলিঙ্গন করিলেন। আল্‌ফ্রেডের সভা দম্পতীদিগের চিরসুখের আধার হইল। আমন্দ রাজার সহিত যুদ্ধ মাত্রেই গমন করিতেন, এবং সর্ব্বদা নরপতির প্রতি লক্ষিত অস্ত্র নিবারণার্থ স্বয়ং বক্ষ পাতিয়া দিতেন।

আল্‌ফ্রেড্‌ যাবদীয় শত্রুগণের হস্তহইতে মুক্ত হইয়া, নিয়ত প্রজাবর্গের মঙ্গলোন্নতির নিমিত্ত যত্নবান্ হইলেন। আমন্দও সতর্ক হইয়া, ঐ ব্যবস্থাপকের প্রত্যেক উদ্যোগের অনুবর্ত্তী হইলেন। তিনি বাইজেন্সিয়ম, রোমাণ, ও গ্রীক্‌ সাম্রাজ্যের ব্যবস্থার সহিত ইংলণ্ড দেশের শাসনপ্রণালীর তারতম্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি এই সকল দেশের ইতিবৃত্ত বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়া ইংলণ্ডের শাসনরীতির দোষ সকল বাহির করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কুলীনদিগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। তাহাদের নিকট সমুদায় জাতি ঘৃণ্যরূপে অবস্থান করিতেছে।

আমন্দ বহুকাল পর্য্যন্ত আল্‌ফ্রেডকে এই দোষ অবগত করাইবার নিমিত্ত যত্নশীল ছিলেন। রাজাও শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন। অবশেষে জন কএক কুলীনের বিশ্বাস-

ঘাতকতা জন্য তাঁহার ক্রোধানল প্রবল হইয়া উঠিল। আলফ্রেড্ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া মার্জনা করিলেন। তিনি আমন্দের সহিত প্রাসাদ সন্নিকট কোন নির্জন স্থানে গমন করিয়া, বিদ্রোহী কুলীনদিগের দমন বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "আমি প্রজাগণকে পৃথিবীস্থ যাবদীয় বস্তুর অপেক্ষা ভাল বাসি ও যে কোন প্রকারে ইংলণ্ডকে সুখী করিতে পারি, তাহার অণুমাত্রও ত্রুটি করি না, তবে যে তাহারা আমার প্রতি তাদৃশ ভক্তি প্রদর্শন করে না, ইহার কারণ কি?" আমন্দ নতশির হইয়া কহিলেন, "আলফ্রেড্ কি তাঁহার প্রিয় দাসের বচন শ্রবণ করিবেন? তিনি কি মনের ভাব সকল প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন? ইংরাজেরা অন্য জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। অসমতুল্য শাসনরীতিই তাহাদের কৃতঘ্নতার প্রধান মূল। যে স্থলে তুল্য ভার নাই, সেখানে লঘু পক্ষীয়েরাই সাতিশয় অসন্তুষ্টতা প্রকাশ করে। আপনার কুলীনেরা অতীব ক্ষমতাপন্ন, তাহারা ব্যবস্থার অধীন নহে, ও সাধারণ প্রজারা অতি সামান্য; তাহাদের ও কুলীনদিগের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে। কুলীনেরা আর এক সোপান আরোহণ করিতে পারিলেই রাজা হয়, এবং ঐ সোপান যদবধি প্রস্তুত না হইবেক, তাঁহারা কখনই স্থির হইবেক না। যদ্যপি সাধারণ প্রজারা তাহাদের প্রকৃত ক্ষমতা লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে কুলীনদিগের ঈদৃশ প্রাধান্য থাকিত না, ও তাহারা এত অকুতোভয়ে ঊর্দ্ধে পক্ষোত্তোলন করিতে পারিত না। আমন্দ বহুকাল সংসারাবলোকন করিয়াছেন, তিনি স্বাধীন উত্তরবাসীদিগের শাসনরীতি বিলক্ষণ অবগত আছেন; স্যাক্সনেরাও পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল; কিন্তু আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা ইংলণ্ড জয় করিয়া, রাজত্বের বাগডোর

কুলীনদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা সাধারণ প্রজাদিগকে কৃতদাসের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, অকৃতাপরাধে দণ্ড করে।”

আল্‌ফ্রেড্ প্রিয় বন্ধুর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, “হে সখে, তুমি পূর্ব্ব দেশ সকল বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াছ, যাহাতে ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীর উন্নতিসাধন হয়, তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা কর।”

আমন্দ বলিলেন, “আমাদিগের নিকটহইতে বিস্তর অন্তর পূর্ব্ব দেশে মহাক্ষমতাপন্ন চীন নামে এক রাজ্য আছে। তথাহইতে পট্ট অর্থাৎ রেশম ভারতবর্ষের নীহারাবৃত পর্ব্বতসমূহের উপর দিয়া, ভাগীরথীর মূলদেশ অতীত করত, পারস্য দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়; তথাহইতে বাইজেন্সিয়ম ও রুস্ প্রভৃতি ইজিয়ান্ সাগরস্থ দ্বীপচয়ের বণিকেরা ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। এই রেশম এক প্রকার গুটিপোকাহইতে উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা বহু মূল্য বস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। থিওফেন্ ঐ রেশম কর্তৃক বুটা কর্ম্মযুক্ত এক খানা অবগুণ্ঠিকা প্রস্তুত করিতেছেন, সম্পূর্ণ হইলে সুন্দরী এলস্ উইদাকে অর্পণ করিবেন। চীনরাজ্য বিবিধ শিল্পবিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম ও অসংখ্য মনুষ্যের জন্মস্থান। সুখসম্পন্ন কাথের সহিত তুলনা করিলে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সকল কেবল খান কএক কুঁড়্যাঘর যুক্ত অরণ্য বোধ হয়। আমি এই সকল বিষয় এমত বণিক্‌গণের নিকটহইতে অবগত হইয়াছি, যাহারা সর্ব্বদা ভারতবর্ষস্থ চীনব্যবসায়ীদিগের সহিত ব্যাপার করিয়া থাকে; এবং তথাহইতে ঐ বিজ্ঞ জাতির উৎপাদিত সামগ্রী সকল বাইজেন্সিয়ম নগরে আনয়ন করে।

“চীনেরা নিঃসন্দেহ সর্ব্বাগ্রে সভ্য হয়। যখন বনবাসী

গ্রীকেরা অপহরণ ও বৃক্ষচ্যুত ওক্ নামক ফল সংগ্রহদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তখন তাহাদের পরিণামদর্শী বস্তুস্থাপক ও উপযোগী শিল্পবিদ্যা সকল দৃষ্ট হইত। কাথে তাহাদের সুপ্রণালীর আদিস্থান। বাদশাহ তাঁহার প্রজা সকলের পিতা। এক জন পিতা যেমন পরিবারস্থ সমুচ্চয় সন্তানদিগকে শাসন করেন, তিনিও তদনুরূপ। লক্ষং প্রজারাও তাঁহাকে জনকের ন্যায় মান্য করে। তিনি সকল মর্য্যাদার মূল। তাঁহার চক্ষে সকল প্রজাই সমান।

"চীনদিগের মধ্যে কুলীনপ্রথা প্রচলিত নাই। সকল আজ্ঞা বাদশাহ কর্তৃক উদ্ভব হইয়া ক্রমশঃ উচ্চ, পরে নিম্নপদাভিষিক্ত ব্যক্তিরা বিদিত হইলে, সামান্য কৃষকের নিকট গমন করে। এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে এই সকল অনুজ্ঞার আপত্তি বা দীর্ঘসূত্রতা প্রদর্শন করিতে সাহস পায়। কেহই জন্মাবধি সাধারণ প্রজাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা লাভ করিতে পারে না। ঐ দেশে এক জন ঋষির বংশীয় লোকেরাই কেবল কুলীন বলিয়া জানিত আছে। ঐ ঋষি, প্রায় ষোড়শ শত বৎসর অতীত হইল, যৎকালে পিথেগোরস্ অসভ্য গ্রীক্‌দিগকে ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ের উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনিও তখন চীনদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করিতেন।"

আল্‌ফ্রেড্ অগ্রে এমন কোন জাতির বিষয় শ্রবণ করেন নাই, যাহাদিগের মধ্যে কুলীনপ্রথা অতি বিরল। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন, "হে প্রিয় সুহৃদ আমন্দ, বোধ হয় তবে চীনেরা অত্যন্ত ভীরুস্বভাব সম্পন্ন হইবেক, কারণ মানবোধই কেবল জীবিতাশাকে অন্যথা করিতে পারে, এবং ঐ বোধ যেমন কুলীনদিগের মধ্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান আছে এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাহাদিগের নিকট অতি সামান্য অপমান অসহ্য ও মর্য্যা-

দাহীন জীবন ভারজ্ঞান বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন তাহারা সামান্য চিন্তাহইতে মুক্ত। তাহাদের শরীর যেমন অশ্বারোহণে সুদৃঢ় হয়, তেমনি তাহাদের হস্তও খড়্গ ধারণে কঠিন হইয়া থাকে। মৃগয়াদ্বারা তাহাদের রণপ্রবৃত্তি জন্মে, এবং জয়ই তাহাদের এক মাত্র ধ্বনি ও জীবনের প্রধান তাৎপর্য্য। নিঃস্ব কৃষক স্বীয় ভরণপোষণ জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহে মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া যায়। সে নিরন্তর নম্রভাবে অবস্থান করিতে অভ্যাস করায়, কখন বীরপুরুষদিগের মহাভিলাষ অনুভব করিতে পারে না। সে নীচ কর্ম্মের শিক্ষা পায়, শত্রুদিগের মধ্যে মহাতেজস্বী হয় তাড়নপূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করা কি তাহার সাধ্য? আমি অনেক বার অবলোকন করিয়াছি, আমার কুলীনেরাই সকল সৈন্যের শক্তি।"

আমন্দ উত্তর করিলেন, "হে পরম বিজ্ঞবর ইংলণ্ডাধিপ, আপনি তো গ্রীক্‌দিগের ইতিবৃত্ত অবগত আছেন। তাহাদিগের মধ্যে কুলীন প্রথা প্রচলিত ছিল না, তথাচ এক জন স্পার্টান্ প্রজার অপেক্ষা কেহ কখন অধিক সাহসী হইতে পারে নাই। তাহারা কুলীনপুত্র বলিয়া পরিচয় দিত না, স্বীয় দেশের নাম উচ্চারণ করিয়াই যথেষ্ট গৌরব করিত। মানবোধ এক শ্রেণীমধ্যে নিরূপিত হইলে কোন ফল দর্শে না, এবং ঐ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা কখন অনেক হইতে পারে না; কারণ তাহারা নিম্নপদস্থ লোকদিগের যৎপরোনাস্তি পরিশ্রমোপার্জ্জিত ধনের অংশ লইয়া, আলস্য কূপে বৃথা কালক্ষেপ করে। সেই শাসনপ্রণালীই অতি উৎকৃষ্ট ও সেই সকল জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জয়ী, যেখানে সমুদায় প্রজার মানবোধ আছে। তথাকার প্রত্যেক নগরবাসী সৈন্যাধ্যক্ষের ন্যায় জয় জন্য ব্যগ্রান্তিশয় প্রকাশ করে। কুলীনপ্রথা প্রচলনাভাব চীন-

দিগের ভীত হইবার মূলীভূত নহে; অন্যান্য কারণও আছে। তাহারা অধিকাংশই দোকানী ও শিল্পকর। অনেকের অবয়ব সকল অচরিষ্ণুকর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় প্রায় অবশ হইয়া গিয়াছে। তাহারা সর্ব্বদা প্রখর বাতাস বা প্রহরী বদলি হইবার নিরূপিত সময় সহ্য করিতে পারে না। তাহাদিগের ভীত হইবার আর একটীও কারণ আছে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা তাহাদিগকে দাসের ন্যায় ব্যবহার করে। তাহাদের প্রকাণ্ড রাজ্য কশাদ্বারা শাসিত হয়। অত্যন্ত বিখ্যাত চীনও সামান্য দণ্ডের অধীন; সুতরাং তাহাদের সাহস ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তাহারা কেবল জীবনোপায় ও সামান্য ইন্দ্রিয়সুখ অনুসন্ধান করে, মান সম্ভ্রমের অপেক্ষা রাখে না। চীনদিগের রাজ্য সংগ্রামাপেক্ষা শান্তির অধিক উপযুক্ত। ইহার সম্রাট আর বিস্তর জয় প্রত্যাশা করেন না; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের যে অসীম রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। অন্যান্য জাতিরাও চীনদিগের ন্যায় সুখ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইবার আশয়ে, ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার বশীভূত হইতে চায়, কিন্তু তিনি তাহাতে বরঞ্চ অসম্মতি প্রকাশ করেন।

“যাহা হউক এই বৃহৎ রাজ্য অত্যন্ত সুখ সম্ভোগ করিতেছে। কোন মহৎ ব্যক্তি রাজপ্রতিকূলাচরণ করিতে সাহস করেন না, করিলেও কোন ক্ষমতাপন্ন কুলীন নাই যে তাঁহার পক্ষ হয়। তিনি যেমন সম্রাটের মর্য্যাদাহ্রাসের সূত্রপাত করেন, অমনি আপনারও প্রাণবিনষ্টের পথ প্রদর্শন করিয়া দেন। এক জন ইংরাজ রাজা সমুদায় কুলীনদিগকে বিরক্ত না করিয়া, কখন তাহাদের মধ্যে এক জনের দণ্ড প্রদান করিতে পারেন না। তাহারা এক জনের অপমান হইলে, সকলের অপমান সম্ভাবনা জ্ঞান করে।

“চীনদিগের যুদ্ধোপযুক্ত সাহস নিতান্ত আবশ্যক নহে।

তাহাদের প্রতিবাসী অন্যান্য জাতিরা ছিন্নভিন্ন হইয়া বাস করে; বোধ হয় তাহারা নিরূপিত সীমার প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু রাজ্যের কোন সাংঘাতিক অনিষ্ট করিতে পারে না। ইতিবৃত্তের আদি অবধি এই চীনরাজ্য অজেয় হইয়া আসিতেছে। কত২ রাজবংশ লোপ হইল, কত শত রাজপুত্রেরা সিংহাসনারোহণ করিলেন, কিন্তু কখন কোন বিদেশীয় ভূপতি এই রাজ্যে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলেন না।

"চীনদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা দেওয়া উচিত। যদ্যপি আমরা প্রাচীনকালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখনও তাহাদিগকে সুস্বভাবসম্পন্ন, পরিশ্রমী ও অসংখ্য লোকযুক্ত জাতি বোধ হয়। শিল্পবিদ্যা ও ব্যবস্থা কখন তাহাদের মধ্যে অপ্রচলিত ছিল না। বিবিধ ঋষি ও প্রবলপ্রতাপ রাজপুত্রেরা জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রজাবর্গের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

"কিন্তু হে সরলহৃদয় ইংলণ্ডাধিপতে, আমি সর্ব্বদা অপরিমিত ক্ষমতাপ্রিয় নহি। আমি জন্মাবধি এক জন অনধীন গথ্। আমি আপনাকে শাসনক্ষম বিবেচনা করিয়া, সম্মানহেতু আপনার বশীভূত হইয়া আছি; নতুবা কখন এক জন রাজপুত্রের অধীন হইতাম না। আমি অপরিমিত ক্ষমতার যে সকল দোষ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি, তাহা আপনার নিকট বিদিত করিব।"

কিয়ৎকাল পরে থিওফেন্, আমন্দের সহিত রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এক খানা মনোহর উজ্জ্বল বুটা কর্ম্মের পুষ্প ও বিবিধ জন্তুর প্রতিমূর্ত্তিযুক্ত রেশমের অবগুণ্ঠিকা সুন্দরী এলস্‌উইদাকে অর্পণ করিলেন। ঐ অবগুণ্ঠিকার বর্ণ এরূপ পরিপাটী হইয়াছিল, যে প্রকৃত ভিন্ন সে রূপ নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। রাণী ঐ

সুন্দর বস্ত্রের ও শিল্পবিদ্যার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তিনিও মনোহারিণী গ্রীক্‌ রমণীকে পারিতোষিক দিবার জন্য ফ্লাণ্ডার্স হইতে এক খানা উৎকৃষ্ট মসিনার সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র আনয়ন করিলেন। উহার তন্তু সকল এরূপ সূক্ষ্ম কাটা হইয়াছিল যে, মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত বলিয়া নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। আল্‌ফ্রেড্‌ বলিলেন, "আমাদের নিহারী দেশে উৎকৃষ্ট প্রস্তুত বস্ত্র পাওয়া অতি দুর্লভ; মনুষ্যের বুদ্ধির উপর সকল বিষয় নির্ভর করে। কিন্তু পরিশ্রম এখানে সকলের সুখবৃদ্ধি ও পৃথিবীর উর্ব্বরতা উৎপাদন করিয়া, যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিতে পারে।" থিওফেন্‌ রাণীদত্ত বস্ত্রের বিস্তর গুণ বর্ণনা করিয়া, কহিলেন, "আমি শিল্পবিদ্যার আদি স্থান বাইজেন্সিয়মেও এরূপ উৎকৃষ্ট পদার্থ অবলোকন করি নাই।"

আল্‌ফ্রেড্‌ আমন্দের সহিত পুনর্ব্বার কথোপকথন করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। আমন্দ বলিলেন, "হে প্রজাবৎসল ইংলণ্ডেশ্বর, স্বেচ্ছাচারী নরপতিদিগের কোন প্রজাই সুখী নহে। আমাদের রাজসভানুগৃহীত হওয়াই বৃথা। যে স্থলে অপরাধ ব্যতীত নরপতির ঈষৎ ভ্রূভঙ্গীদ্বারাই যথেষ্ট অপমান সম্ভাবনা, সেখানে কে স্বচ্ছন্দতাপূর্ব্বক ঐ অনিশ্চিত সুখ সম্ভোগ করিতে পারে?

"এক জন উত্তম রাজা অবশ্যই তাঁহার প্রজাদিগের মঙ্গল জন্য সকল ক্ষমতা নিয়োজিত করেন। তিনি সকল দাসদিগের প্রতি মনোযোগ দেন, এবং কখন অতি সামান্য প্রজার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেন না। স্যাক্‌সন্‌ বংশের প্রথমাবস্থায় এই রূপ নরপতিরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিরা সিংহাসনারোহণোপযুক্ত কোন সৎকার্য্য সম্পাদন করা নিতান্ত অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, ক্ষমতাকে আপনাদিগের

মনোভিলাষ সিদ্ধের উপায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনোহারিণী যুবতী রমণীগণদ্বারা প্রাসাদ সকল পরিপূর্ণ করিলেন। প্রজাবর্গের কল্যাণানুসন্ধান জন্য যে সময় নিয়োজিত করা উচিত, তাহা কৌতুকাদি দর্শনে অনর্থক যাপিত হইতে লাগিল। লীলা পরিহাসই তাঁহাদিগের এক মাত্র কর্ম্ম ছিল। তাঁহারা দুর্ভাগ্য ছিন্নমুষ্কদিগের বা উপপত্নীদিগের পরামর্শানুসারে কার্য্যকারকগণকে মনোনীত করিতেন। ঐ সকল কার্য্যকারকেরাও কেবল আপনাদের সুখসমৃদ্ধি ও মহিমা বর্দ্ধনার্থ বিশেষ যত্ন পাইত, এবং অধীনস্থ লোকদিগকে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধির প্রয়োজক বোধ করিত। অতি সামান্য অথচ অত্যন্ত কর্ম্মণ্য নগরবাসীরা যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়াও, অনাহারে দিনপাত করিত। এমতে রাজসভাসদেরা, বিচারপতিরা ও রাজকার্য্যকারকেরা অত্যন্ত দর্প ও জাঁক জমকের সহিত কালহরণ করিতে পারিতেন। প্রজারা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, পরমেশ্বরের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিতে লাগিল; এবং অবশেষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। বর্দ্ধনেচ্ছুক মনুষ্যেরা ক্রমে ২ তাহাদের অধ্যক্ষ হইলেন, এবং অসীম সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সুখে রত জঘন্য কাপুরুষদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, প্রজাদিগকে অসহ্য ভারহইতে মুক্ত করিলেন।

“অপরিমিত ক্ষমতাপেক্ষা কিছুই বিপদজনক নহে। যিনি এক বার বক্রমুখ প্রদর্শনদ্বারা দাসের প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, তিনিই স্বয়ং সর্ব্ববিনাশক খড়্গকে জাগ্রৎ করিয়া দেন। যিনি ব্যবস্থার সাহায্য না লইয়া দণ্ডবিধান ও ইচ্ছানুসারে নির্বাসন করেন, এবং সম্ভ্রান্ত কার্য্যকারকদিগের কর্ম্ম সকল স্থগিত রাখেন, তিনি কেবল আপনার

অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সমুদায় ক্ষমতা নিয়োজিত করেন। যখন তাঁহার রিপুগণ প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত তিনি সম্ভ্রান্তা রমণীদিগের পাতিব্রত্য, দরিদ্রদিগের ধন, দেবালয়ের সঞ্চিত অর্থ, বিচারপতিদিগের সম্মান, ও প্রজাবর্গের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে যত্ন পান। তিনি অনাবশ্যক যুদ্ধদ্বারা প্রজাদিগের রুধির পাতন করেন; বিবিধ ঐশ্বর্য্যশালী অট্টালিকায় নগরবাসীদিগের সংস্থান হ্রাস করেন, এবং সকল লোকের অন্নের প্রতিহন্তা হইয়া সামান্য উৎসব, আমোদ প্রমোদ, ও ভোজাদি উপলক্ষে বিস্তর ধন অপব্যয় করেন। আল্‌ফ্রেড্ তো অবগত আছেন, যাহারা বাল্যকালে উত্তম হইবার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহারাও অপরিমিত ক্ষমতাশালী হইয়া, রোমরাজ্যের অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছে। পরমেশ্বরই কেবল সর্ব্বজ্ঞ, অপরিমিত ক্ষমতা তাঁহাতেই সম্ভবে; কিন্তু দোষী মনুষ্যেরা কখন তাহাদের অভিলাষমতে কার্য্য করিবেক না।

"যেমন কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী নরপতিদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ করণে প্রতিবন্ধকতা প্রদর্শন করিতে সাহস করে না, তেমনি তাঁহাদের প্রধান মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ, বিচারপতি ও কর্ম্মসম্পাদকেরাও স্বেচ্ছামতে রাজকার্য্য নিষ্পন্ন করে। ক্রমে২ সমুদায় জাতি ক্ষমতাপন্ন মনুষ্যদিগের অসহ্য গুরুতর ভারের অধীন হয়, এবং অতি সামান্য ব্যক্তিই প্রায় ঐ ভারকর্ত্তৃক মর্দ্দিত হয়, কারণ সে কাহাকেও পীড়ন করিতে পারে না।

"এমত নরপতিকে কেহই ভাল বাসে না। তিনি বিবেচনা করেন, পরমেশ্বর, তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদনার্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৃজন করিয়াছেন। প্রজারা ভয় ও অশ্রদ্ধার সহিত প্রাসাদ প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এবং কখন তাঁহাদের

ভূপতির রক্ষার্থ যত্নবান হয় না। অবশেষে এক জন সাহসিক রাজদ্রোহী জন কএক ডাকাইত সৈন্য লইয়া, পরিত্যক্ত রাজবাটী আক্রমণ করে। তখন কোন প্রজারা, তাহাদের দুঃখের মূলীভূত নরপতির সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় না। আমি স্বয়ং দুর্ভাগ্য মাইকেল্‌কে সিংহাসনচ্যুত হইতে দেখিয়াছি। তিনি রাজ্যের মঙ্গল সাধনে দৃষ্টি রাখিতেন না; সর্ব্বদা ধন অপব্যয় করিতেন; এবং সুরাপানে মত্ত হইয়া, প্রজাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। অবশেষে এক জন অতি সামান্য প্রজা, তদীয় উৎকৃষ্ট গুণদ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইল। এক দল হন্নুসৈন্য তাঁহার পক্ষ হইল। তাহারা ওয়্যার্ণজার্ণদিগের অস্ত্র ধরিবার অগ্রেই মাইকেল্‌কে বিনষ্ট করিল। আমরা মৎপরোনাস্তি যত্ন পাইয়াও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। এই রূপ প্রকারে কন্‌ষ্টাণ্টাইন্‌ও সিজারদিগের উত্তরাধিকারী জন কএক দস্যুর হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। প্রজারা তাঁহার মরণে এত অল্প শোকান্বিত হইল যে, কেহই অশ্রুপাত বা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল না। কোন বিপণি রুদ্ধ বা কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইল না। ঘণ্টা কএক পরেই সকল বাইজেন্সিয়ম বাসীরা সম্রাট বেজিলিয়সের দীর্ঘায়ুর নিমিত্ত জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। যদ্যপি মাইকেল্ স্বীয় প্রজাবর্গের কল্যাণ সাধনে যত্নবান হইয়া ব্যবস্থাপীন হইতেন, তাহা হইলে বেজিলিয়স কখনই তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিত না। কিন্তু এক জন স্বেচ্ছাচারী নরপতি একটা উল্টাভাবে স্থিত শুণ্ডাকৃতি স্তম্ভের ন্যায়, তাহার সমুদায় গুরুতর ভার অধঃস্থ হুল্লের উপর পতিত হয়, একটা সামান্য বাতাস ঐ অনর্থক ইমারাতকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেক তাহার আশ্চর্য্য কি?

"প্রপীড়িত প্রজা প্রায় কখন খড়্গ ধারণ করে না। সে মনের দুঃখ মনেই প্রকাশ করিয়া, দাসত্বাধীন হইয়া থাকে। হয় তো ধর্ম্ম চিন্তাদ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ কষ্টোপশম বোধ হয়, কিম্বা এক দল বেতনভোগী সৈন্য তাহাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বাধিত করে।" ব্যবস্থাধীন নরপতি, স্বেচ্ছাচারী ভূপতি অপেক্ষা শতগুণ সুখী। তাঁহার কর্ম্ম-কারকেরা, তাঁহার নিকট রাজ্যের সত্য সম্বাদ বর্ণনা করে। তাঁহার ভদ্র প্রজারা কখন অন্যায় অনুজ্ঞা মান্য করে না। তিনি স্বয়ং ব্যবস্থার অন্যথা করিয়া, বিপদ ও প্রতিবন্ধকতা আশঙ্কা করেন। এই সকল ক্ষমতা তাঁহাকে শাসিত করে বটে, কিন্তু তাঁহার রক্ষারও মূলীভূত হয়। তিনি অবিচার, প্রজাবর্গের যথাসর্ব্বস্ব হরণ, বা দাসগণের প্রাণদণ্ড বিধান করেন না; কারণ মনেং জানেন, এরূপ করিতে গেলে, আপনার সম্ভ্রম নষ্ট ও অনিবার্য্য প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইবেক। তিনি দূরদর্শিতাদ্বারা বিলক্ষণ অবগত হন যে, যে সকল প্রজার তাহাদের প্রভুর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে, তাহারাই কেবল আজ্ঞার অধীন হয; এবং ঐ স্নেহ উপার্জ্জনার্থ তাহাদিগকে সুখী করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আপনি কৃপালু, ন্যায়পরতন্ত্র ও পরিশ্রমী না হইলে, কখনই সেরূপ সম্ভবে না।"

আল্‌ফ্রেড্ উত্তর করিলেন; "আমি দেখিতেছি আমন্দ কুলীনদিগের ক্ষমতার পক্ষ নহেন, এবং স্বেচ্ছাচারী নরপতিদিগকেও ভাল বাসেন না; কিন্তু তিনি কি এমন কোন শাসনপ্রণালী অবগত আছেন, যাহাদ্বারা সকলেই সমান মর্য্যাদা সম্ভোগ করিতে পারে, কেহ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন প্রভৃতি কর্ত্তৃত্বাতিক্রম করিতে পারে না, ও প্রজারা প্রপীড়নহইতে রক্ষা পায়? আমি ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছি, যে দেশে এক জন ধার্ম্মিক মনুষ্য শাসন করেন, সেই রাজ্যই

সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কিন্তু যথায় অন্যায়ী ও অপহারক, দণ্ডধর আধিপত্য করেন, তথাকার প্রজারা নিতান্ত অসুখী রাজকীয় ব্যাপারের প্রধান কর্ত্তারা কুপথগামী হইলে, শাসনপ্রণালীদ্বারা কোন ফল দর্শে না।"

আমন্দ নতশির হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "আল্‌ফ্রেড সত্য ভাল বাসেন, এবং উহা তাঁহার মতের বিপরীত হইলেও শ্রবণ করিতে যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যিনি প্রকৃততা অন্বেষণ করেন, তাঁহার যত্ন কখনই বিফল হয় না। মনুষ্য কর্ত্তৃক যে সকল ব্যাপার সম্পন্ন হয়, তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ; তথাচ প্রজাদিগের চরিত্র ও নরপতিদিগের প্রভুত্বের উপর শাসনপ্রণালীর বিলক্ষণ কর্ত্তৃত্ব আছে।

"আমি অপরিমিত ক্ষমতার দোষ পরীক্ষা ও দর্শন করিয়াছি। আল্‌ফ্রেডের হস্তে উহা পরমেশ্বরদত্ত গুণস্বরূপ বোধ হইতেছে; কিন্তু সংসারে আল্‌ফ্রেডের তুল্য ব্যক্তি পাওয়া সর্ব্বদা দুর্লভ। এক জন ব্যবস্থাপকের পরিণামদর্শিতাদ্বারা, পিতার চতুরতা ও পরিশ্রমোপার্জ্জিত বিষয় সকল উচ্ছেদক সন্তানহইতে রক্ষা পায়। ইহাতে রাজ্যের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাজপুত্রের ইচ্ছার উপর প্রজাদিগের ভাগ্য নির্ভর করে না। অনেক পরম জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক নরপতিরা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া, নাবালক সন্তান রাখিয়া যান; সেই সকল সন্তানেরা এমত স্ত্রীলোক বা সভাসদগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হয়, যে তাহারা কেবল সর্ব্বদা কুপথ অন্বেষণ করে। অযোগ্য ব্যক্তিরা স্বাধীন হইলে, কখনই মঙ্গল হয় না। আমি দেখিয়াছি, কোন জাতি অত্যন্ত সৎ ও ভদ্র ছিল; তাহাদের মধ্যে প্রধান ২ ব্যক্তিরা তাবৎ প্রভুত্ব হস্তগত করিয়া, রাজ্যকে এমত গোলমালে ফেলিয়াছিল যে, এক দল বেতনভোগী সৈন্য

অনায়াসে রাজকার্য্য অবরোধ করিল; এক লক্ষ কুলীনেরা অনর্থক বসিয়া রহিলেন, কিছুই করিতে পারিলেন না। অন্তে যে ব্যবস্থা সকল দোষাপেক্ষা দ্বিগুণতর নিকৃষ্ট হইল, এবং রাজবিদ্রোহই ঐ সকল নিয়মের বিপরীত ফল দর্শিতে লাগিল।

"ক্রমে২ প্রতিবাসী নরপতিরা ঐ রাজ্যের অশোধনীয় দুর্বলতা অবগত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা যেমন পিতার বিষয় সন্তানেরা বণ্টন করিয়া লয়, সেই রূপ সেই রাজ্য আপনাদিগের মধ্যে নির্বিবাদে অংশ করিয়া লইলেন। কুলীনদিগের পক্ষে প্রথমে ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করা অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে বিদেশীয় ক্ষমতার অধীন হইয়া থাকিতে হইল। নষ্ট চরিত্র বা নির্দয় নরপতিরা এই পরাক্রান্ত জাতির দুর্ভাগ্যের কারণ নহে, উহা কেবল নিকৃষ্ট শাসনপ্রণালী হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই।

"এক জন জ্ঞানী ব্যবস্থাপকের উচিত কর্ম্ম এই যে, তিনি লোকের যাবদীয় অংশ সকল তুল্য রূপে বিবেচনা করিয়া, কোন পক্ষে লঘু বা কোন পক্ষে গুরুতর ভারার্পণ না করেন। সাধারণের সুখ এক মূল হইতে উৎপন্ন হয়। যে দেশে এই রূপ শাসনরীতি প্রচলিত আছে, তথায় রাজার পরমতান্ত্রিকের রাজশাসনের পরিবর্ত্তনদ্বারা প্রজারা বিনষ্ট হয় না, এবং নগরবাসীদিগের ধন সম্পত্তিও অধিকতর ক্ষমতাপন্ন জাতিদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়।"

আলফ্রেড বলিলেন, "আমার এক জন চিকিৎসকের ন্যায় অতিরিক্ত উষ্ণকে শীতল, ও শীতলকে উত্তপ্ত, শিথিলকে দৃঢ়, ও দৃঢ়কে কোমল করিবার উপযুক্ত ঔষধ অন্বেষণার্থ সপ্রমাণ করিতেছেন। তিনি অনায়াসে আ-

মাঁকে এই ঔষধের পরম উপকারিতা অবগত করাইতে পারিবেন, কিন্তু ঐ ঔষধ প্রকাশ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।”

আমন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “প্রকৃতি আমাদিগের যাবদীয় রোগের উপযুক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সন্নিকটে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন; মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ঐ সকল ঔষধ অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হইয়া ব্যবহার করে। যে শাসনপ্রণালীদ্বারা সাধারণ দুঃখহইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা প্রথমে জার্মান ও অন্যান্য উত্তরবাসী জাতিহইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে রোমানদিগের পূর্ব্বে ‘চরস্কিয়ার্ণরাও ইহা অবগত ছিলেন, এবং অদ্যাপি স্কাণ্ডিনেভিয়া রাজ্যে প্রচলিত আছে। স্যাক্‌সনেরা ঐ শাসনপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আল্‌ফ্রেডের উচিত উহা পুনরায় স্থাপিত করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় স্বাধীন, যুদ্ধক্ষম, ও শত্রু দমন হউন।

“এক সামান্য রাজ্যে রাজার আবশ্যকতা নাই, প্রজারাই সমুদায় শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে; কিন্তু প্রকাণ্ড রাজ্যের বিস্তর কার্য্য থাকায়, বহুবিধ শাসনকর্ত্তা ভিন্ন কখনই সেই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। ঐ রাজ্যে আরও নানাবিধ পদ থাকে, তদ্দ্বারা নগরবাসিরা বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিয়া, ব্যবস্থার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব প্রদর্শন করান। বহুসংখ্যক সৈন্য রক্ষা করাও ক্রমে আবশ্যক হয়, এবং ইহারাই অতি শীঘ্র নগরবাসীদিগের উপর সাধারণ ভারাধিক্য বৃদ্ধি করে।

“একটা মহৎ জাতি তজ্জন্য এক জন নরপতি কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। তিনি স্বয়ং সৈন্যগণ প্রতি অনুজ্ঞা, অন্যান্য জাতির সহিত কার্য্য নিষ্পন্ন, এবং যুদ্ধ ও সন্ধি স্থাপন প্রভৃতি কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিবেন। তাঁহারই কেবল

বিচারপতিদিগকে নিযুক্ত করিবার ও সকল প্রকার মর্য্যাদা প্রদানের ভার থাকিবেক। তাঁহার সম্মতি ভিন্ন কখনই কোন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইবেক না। তাঁহাকে প্রজারা রাজসভার শ্রী রক্ষার্থ ও গুণযুক্ত ব্যক্তির উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদানার্থ ধন যোগাইবেক। তিনি যেন নির্বিবাদে স্বীয় রাজ্য উত্তরাধিকারীকে অর্পণ করিয়া যাইতে পারেন, কারণ যে দেশে ইচ্ছাদ্বারা নরপতি মনোনীত হয়, তথাকার রাজপুত্রদিগের শাসন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়, এবং সিংহাসনের বাহ্য উজ্জ্বলতা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না।

"নরপতির কলেবর অবশ্য পবিত্র হইবেক। কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারিবেক না, কারণ তদীয় মঙ্গলেই রাজ্যের কুশল। যে ব্যক্তি রাজাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, সে সমুদায় জাতির গৌরব বিনষ্ট করে; যেহেতু রাজাই সকল সামাজিক সম্ভ্রমের প্রতিনিধি।

"কিন্তু কেবল ব্যবস্থাই অবশ্য রাজাকে রক্ষা করিবেক। তিনি আপনার বিচার আপনি করিতে পারেন না, তাঁহার ক্ষমতা প্রত্যেক নগরবাসীর অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, যদ্যপি তিনি কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিরক্ত হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া, তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ বা তাহার প্রাণ বধ করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি অতি শীঘ্র এক জন দৌরাত্ম্যকারী ও স্বেচ্ছাচারী নরপতি হইয়া উঠিবেন। ব্যবস্থাদ্বারা কুৎসাকারীদিগের আক্রমণহইতে নরপতিকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ উহারা প্রজাদিগের মনে নরপতির প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া রাজ্যকে বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলে। নিন্দকেরা প্রথমে অল্পে২ অগ্নি উস্কাইয়া দেয়, এবং যখন অনেকের মনঃ কুসংস্কারাবৃত হয়, তখন ঐ অগ্নি একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া

উঠে। রাজ্য দুর্বল ও সহস্র২ ব্যক্তিরা দুর্দশাগ্রস্ত না হইলে কখনই এক জন ভূপতি সিংহাসনচ্যুত হন না।

"ইতিবৃত্তে বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায় বটে যে, মন্দ ভূপতিরা উত্তম নরপতিদিগের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা লাভ করেন, এবং ততোধিক পরিমাণে সাহায্যও পাইয়া থাকেন। ধার্ম্মিক রাজাকে অনায়াসে অকারণ কলঙ্কিত ও প্রজাদিগের নিকট সংশয়ী করা যায়। তিনি প্রথমতঃ যৎপরোনাস্তি সহ্য করেন, পরে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া, অতি বিলম্বে ব্যবস্থার সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না। যখন অধিকাংশ নগরবাসীদিগের মনঃ কুসংস্কারাবৃত হয়, তখন তাহারা তদীয় প্রাদুর্ভাব লাঘব করিতে বিশেষ যত্ন পায়। মন্দ নরপতি, বিচারপতিগণদ্বারা ব্যবস্থাকে জয় করিবার বিবিধ উপায় প্রাপ্ত হন। তিনি ভীরুদিগকে প্রতিহিংসার দৃষ্টান্ত দর্শন করাইয়া, ক্রয় করিয়া রাখেন, এবং লোভীদিগকে ধনদান ও বর্দ্ধনেচ্ছুকদিগকে সম্মানদ্বারা বশীভূত করেন। ধার্ম্মিকেরা যে সকল উপায় অবজ্ঞা করেন, তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে কেবল মনুষ্যগণের চরিত্র একেবারে ভ্রষ্ট হইয়া যায়। ইহা তন্নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক যে, উত্তম নরপতি ব্যবস্থাকর্তৃক রক্ষিত ও প্রজাদিগের চক্ষে সম্মানিত হইবেন, এবং দণ্ডভয়ে কখনই কুৎসা অগ্রসর হইতে পারিবেক না। প্রজারা যত স্বাধীন হইবে ততোধিক পরিমাণে ঐ রক্ষা আবশ্যক, কারণ উহা ভিন্ন রাজার সুশৃঙ্খল রূপে রাজ্যশাসন করা নিতান্ত অসম্ভব।"

আল্‌ফ্রেড্ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বোধ হয় আমন্দ আমার মৃত্যুর পর যশের নিমিত্ত অগ্রে সাবধান করিয়া দিতেছেন; কিন্তু তিনি কি তখন সত্যের দণ্ডদায়ক

সিংহাসনাধিকার বিষয়ে চ্যুত হন? এবং সেই সীমাই বা কোথায়, যাহা অতিক্রম করিতে গেলে, প্রজারা তাঁহাকে সিংহাসনহইতে নিপতিত করে? এক জন ভূপতির দোষ সকল, বৃহত্ত্ব বিষয়ে বিলক্ষণ বিভিন্ন, তাহা আমন্দ বিস্মরণ হইয়া গিয়াছেন, এবং প্রজারাও এমন ক্ষমতাবান্ বিচারপতি নহে যে, তাহারা ঐ সকল দোষ সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিতে পারে। যদ্যপি প্রজারা নরপতির সামান্য দোষে ক্রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে কোন রাজ্যই সুদৃঢ় হইবেক না, কারণ প্রত্যেক ভূপতিই দোষ করিয়া থাকেন। অনেকেই স্বীয় অভিলাষ পূরণার্থ, বা কুসংস্কার বশতঃ রাজার বাস্তবিক গুণ সকলকে দোষ বলিয়া জ্ঞান করে। যদ্যপি আমরা রাজা ও প্রজার মধ্যে এরূপ বন্দোবস্ত নিরূপিত করি যে, রাজারা নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে ইচ্ছাধীন কালাবধি রাজত্ব করিতে পারিবেন, ও উহার বিপরীত কার্য্য করিলেই, প্রজারা তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিবেক, এবং ঐ রূপ বন্দোবস্তই যদি সকল রাজ্যের মূলীয় ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে এমন ভূপতিদিগের ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কেহই নাই। যে সকল প্রজারা নিয়তই অত্যাচার ও রুধিরপাতনদ্বারা এক জন নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অন্য আর এক জন ভূপতিকে মনোনীত করে, তাহারাও পরম অসুখী তাহার সন্দেহ নাই।

"কিন্তু যদ্যপি কোন দণ্ড আশঙ্কা না করিয়া, নরপতিরা তাঁহাদের প্রজাদিগকে অনায়াসে প্রপীড়ন করিতে পারেন; যদ্যপি কোন ব্যক্তি সাধারণের শান্তিভঞ্জন ভয়ে, তাঁহাদের অত্যাচার অবরোধ করিতে চেষ্টা না পায়; যদ্যপি তাঁহারা দারুণ কর নিরূপিত করিয়া, নিঃস্বদিগের অত্যন্ত আবশ্যকীয় জীবনোপায় সকল গ্রহণ করেন; যদ্যপি তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে প্রজাদিগের জীবন নাশ, বা নিরপ-

রাধীদিগের দণ্ডবিধান করেন; যদ্যপি তাঁহারা, মানী নগররবাসীদিগের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা নষ্ট করিতে উদ্যত হন; যদ্যপি তাঁহারা সত্যপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে তপ্তলৌহদ্বারা দগ্ধ করিয়া, অপমানিত করেন; তাহা হইলে কি এক জন অন্যায়ী মনুষ্যের জন্য লক্ষ২ মনুষ্যেরা কষ্ট ভোগ করিবেক? পরমেশ্বর কি এক জনের নিমিত্ত ঐ অসঙ্খ্য মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন? স্বাধীন নগরবাসীরা কি মেষের ন্যায় তাহাদের হত্যাকারীর পদানত হইবেক? এমত স্থলে একটা মধ্যমাবস্থা তন্নিমিত্ত অন্বেষণ করা নিতান্ত আবশ্যক, যাহাদ্বারা প্রজারা রাজার প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিতে না পারে, ও নরপতিরাও প্রজাদিগকে পীড়ন করিতে সক্ষম না হন; কিন্তু এমন মধ্যমাবস্থা কি আমন্দ অবগত আছেন?”

আমন্দ উত্তর করিলেন, “হে বিজ্ঞবর আল্‌ফ্রেড্, যদ্যপিও ঐ সীমা সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দিষ্ট করা অত্যন্ত সুকঠিন, তথাচ এক প্রকার করা যাইতে পারে। চীন প্রভৃতি অন্যান্য শান্ত জাতিদিগের মধ্যেও এরূপ সীমা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজক্ষমতা ও মূলীয় ব্যবস্থা সকল সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত ভিন্ন ঐ সীমা অবগত হইবার আর উপায় নাই। যদ্যপি নরপতির কর সংগ্রহের ক্ষমতা না থাকে, অথচ তিনি কর ধার্য্য করেন; যদ্যপি তাঁহার স্বীয় অধিকার নাই অথচ ইচ্ছানুক্রমে প্রজাদিগকে কারাবদ্ধ বা তাহাদের প্রাণদণ্ড করেন; যদ্যপি তিনি এমন সকল ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে সচেষ্টিত হন, যাহা ভদ্র ব্যক্তিরা বা প্রজাদিগের প্রতিনিধিরা কখনই গ্রাহ্য করেন না; যদ্যপি তিনি কোন দণ্ড রহিত করিবার জন্য ইচ্ছামতে ব্যবস্থাপক সমাজ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ক্ষমতা লাঘব করেন; যদ্যপি তিনি রাজ্যস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদিগের দৃঢ়তা ও স্পষ্ট মত প্রকাশের

প্রতিরোধ করেন; যদ্যপি তিনি দেশের মূলীয় ব্যবস্থার অন্যথা করিতে প্রবৃত্ত হন; তাহা হইলে তিনি সমুদায় প্রজার শত্রু হইয়া উঠেন। তাহাদের প্রতিনিধিরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার ব্যবস্থাধীন করিতে অবশ্যই সচেষ্টিত হয়।

"যত দিন তিনি মূলীয় ব্যবস্থাক্রমণ না করিয়া কেবল মাত্র দোষী হন; যত দিন তিনি কুমন্ত্রীদিগের পরামর্শানুসারে শুদ্ধ রাজ্যের অপকার করেন; যত দিন তাঁহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহের উৎকৃষ্ট উপায় সকল বুঝিতে ভ্রম হয়; যত দিন তিনি নিষ্ঠুর না হইয়া কেবল দুর্ব্বলতা প্রকাশ করেন, তত দিন তিনি ভদ্রব্যক্তি ও প্রজাদিগের নিকট হইতে আপত্তি প্রাপ্ত হন, এবং রাজ্যের অন্যান্য ক্ষমতাশীল মনুষ্যেরাও তাহার অবিবেকী নিষ্পত্তি সমাধা করিতে দেয় না। কিন্তু এক জন রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা মহৎ-দোষ। যখন দেশপরিত্রাণার্থ আর কোন উপায় দৃষ্ট না হয়, তখনই কেবল ঐ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

"ইহা মনুষ্যের পক্ষে কৃতকৃত্য বোধ করিতে হইবেক যে, কেহ একেবারে অসূয়ার শেষ সীমা প্রাপ্ত হয় না। নীতি শাস্ত্রের অনুরোধে ও কুকর্ম্মের ফলভোগ ভয়ে, সহসা ধর্ম্ম হইতে পাপের অগাধখাতে পতিত হইতে সাহস হয় না, এবং মহৎ অপকার সকল ক্রমশঃ চেষ্টিত হয়। এজন্য মধ্যবিৎশাসনপ্রণালীতে, এক জন নরপতির কুক্রিয়া সকল, বিশেষঃ আপত্তি, ক্ষমতা প্রকাশের বিধিবৎ ব্যাঘাত, সাধারণের অবজ্ঞাচিহ্ন ও কুমন্ত্রীদিগের প্রতি রোষ প্রদর্শন প্রভৃতিদ্বারা সর্ব্বদা প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হইতে পারে। সুশাসনপ্রণালীযুক্ত রাজ্যের প্রজাদের কদাচ রাজার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবার আবশ্যক হয় না; তাঁহার জন্য তাহারা সময়বিশেষে প্রাণ দিতেও কর্ত্তব্য জ্ঞান করে। কিন্তু যে দেশে মূলীয় ব্যবস্থা নাই, সকলের সমান ভার

নাই, ও সমুদায় জাতিই পতনোন্মুখ, তথাকার প্রজারাই কেবল ঐ নিষ্ঠুর নরপতির রুধির পাতনদ্বারা আপনাদিগের নির্ব্বিঘ্নতা অন্বেষণ করিতে বাধিত হয়।

"বাইজ্যানসিয়ম রাজ্যে এই রূপ ঘটিয়াছিল। তথায় রাজার ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করিবার কোন সীমা ছিল না। ব্যবস্থার সাহায্য ব্যতীত তাঁহার অভিলাষ সকল সম্পাদন হইত। তাঁহার দৌরাত্ম্যকে কিছুতেই বাধা দিতে পারিত না। কিন্তু তদনুরূপ প্রপীড়িতের মনোবেদনা হইতেও তিনি কখন রক্ষা পাইতেন না। তাঁহার সভাসদগণেরা, অপমানের সহিত তাড়িত, ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা, সকল মর্য্যাদাচ্যুত হইয়া জানিতে পারিল যে, রাজবিদ্রোহ ও বশীভূততা উভয়েই সমান বিপদ সম্ভাবনা; ব্যবস্থা বা প্রজাদিগকে ভয় করিবার কোন আবশ্যক নাই; রাজাই কেবল তাহাদের একমাত্র শত্রু। তাহারা তজ্জন্য আপনাদিগের মস্তকে কুঠার পড়িবার অগ্রে দৌরাত্ম্যকারী ভূপতির হৃদয়ে শূল বিদ্ধ করিতে সাহস করিল।

"এক মধ্যবিৎ শাসনপ্রণালীতে কুলীনত্বই দ্বিতীয় কর্ত্তৃত্ব। বোধ হয় আল্‌ফ্রেড্ আমার প্রতি সন্দেহ করিতে পারেন যে, আমি কুলীনদিগের পক্ষ নহি, কিন্তু তাহা হইলে আমি আপনার বিপক্ষতাচরণ আপনিই করিতেছি; কারণ আমি স্বয়ং ঐ কুলীন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কুলীন প্রথা গ্রীক্‌দিগের বা সভ্য মিসরবাসীদিগের বা জ্ঞানী চীনদিগের সৃষ্ট নহে; উহা অতি অল্প পরিমাণে রোমরাজ্যে প্রচলিত ছিল। কুলীনের পরাক্রম কেবল উত্তর প্রদেশেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় এক জন বিক্রান্ত বীর প্রথমে কুলীন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিরা তদীয় পথানুবর্ত্তী হইয়া, পরে পুরুষানুক্রমে সংগ্রামই কেবল তাহাদের একমাত্র ব্যবসায় করিয়াছিল। যখন রণসংক্রান্ত সাহসের

আবশ্যকতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন সাধারণ ব্যক্তিরা, ঐ সকল বীরপুরুষদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতে আরম্ভ করিল। সামান্য প্রজারা পশুপালন বা ক্ষেত্রখনন-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, অস্ত্র শস্ত্রাদির ব্যবহার জানিত না, সুতরাং বৈরীগণ অতি অল্পই শঙ্কা করিত, এজন্য যাহারা দেশরক্ষার নিমিত্ত সাতিশয় সাহস প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইল।

"কুলীনদিগের ক্ষমতা ক্রমশঃ অধিকতর দৃঢ় ও সীমাবদ্ধ হইয়া উঠিল, যখন প্রথমে শেষ রোমান ও বাইজ্যানসিয়ম সম্রাটেরা, তাঁহাদের যোদ্ধাদিগকে খণ্ড ২ ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে দিলেন। তখন তাহারা সর্ব্বদা সংগ্রামদ্বারা দেশ রক্ষা করিবেক, এই প্রতিজ্ঞায় অসভ্য জাতিদিগের সীমানার নিকট অবস্থান করিতে লাগিল। তাহাদের সন্তানসন্ততিরা অন্যান্য নগরবাসীদিগের উপর বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিবার জন্য এক২ অনুল্লঙ্ঘনীয় সম্পত্তিও প্রাপ্ত হইল।

"কুলীন ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের মর্য্যাদা আরও ক্রমশঃ বিভিন্ন হইয়া উঠিল, যখন যুদ্ধসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা অন্যান্য রণবিমূঢ় জাতিদিগকে জয় করিয়া, তাহাদের ভূমি সকল আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইল। তাহারা কেবল এমত সকল পরাজিত ব্যক্তিদিগের প্রাণদানে সম্মত হইল, যাহারা যাবজ্জীবন তাহাদের নিমিত্ত কৃষিকর্ম্ম করিবেক বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। সুতরাং জয়ীরা অনায়াসে মৃগয়া ও সুখসম্ভোগ করিতে বিলক্ষণ সমর্থ হইল। এই রূপে সারমেসিয়ানরা কুলীন হইয়াছিল। তাহাদের দাসেরা ইউরোপ ও আসিয়ার উত্তর সীমায় বাস করে। ঐ সকল দেশে আমি বহুকাল ভ্রমণ করিয়াছি।

"সকল প্রকার নীচ বৃত্তি অবলম্বনে অনিচ্ছা, সূক্ষ্ম সম্মান

বোধ, শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্তির উৎসাহ, ও পূর্ব্বপুরুষদিগের বিবিধ গুণ থাকায় মনোমধ্যে গৌরব জন্মান প্রভৃতি কএক বিষয়ে কুলীনত্ব রাজ্যমধ্যে অবশ্য ব্যবহার্য্যনীয় হইতে পারে। কুলীনেরা ধনহইতে যেরূপ স্বাধীনতা ও আবশ্যকতা সম্ভোগ করে, তাহা এক জন শিল্পী বা ব্যবসায়ী কখনই করিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের এই সকল ক্ষমতা এক জন বিজ্ঞ ব্যবস্থাকর্ত্তা কর্তৃক এমত রূপে নিয়োজিত হওয়া উচিত যে, তাহারা সর্ব্ব প্রকারে রাজ্যরক্ষা ও রাজার সহায়তা করিতে পারে, অথচ সামান্য ব্যক্তিরা কোন মতেই প্রপীড়িত না হয়।

"আল্‌ফ্রেড্ তাঁহার দাসকে সত্য কথনে অবশ্যই স্বাধীনতা প্রদান করিবেন। তাঁহার স্যাকসন্ কুলীনদিগের বিস্তর ক্ষমতা আছে। তাহারা ক্রমে২ রাজ্যের মহাবিপদজনক হইয়া উঠিয়াছে। শাসনপ্রণালীহইতে সম্ভবনীয় যে সুখোৎপন্ন হইতে পারে, তাহা কেবল উহারাই সম্ভোগ করে; সামান্য প্রজারা তাহার কিছুই জানে না। তাহারা সম্মানিযুক্ত পদ প্রাপ্ত হয় না, ও ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন বিষয়দ্বারা রাজ্যের মঙ্গল সাধনেও নিতান্ত অক্ষম, কারণ কুলীনদিগের উপর সকল করধার্য্যের ভার আছে: তাহারা আপনাপন ইচ্ছামতে সামান্য প্রজাদিগের নিকটহইতে অধিকতর রাজস্ব আদায় করিতে যত্ন পায়। সমুদায় ভূমি কুলীনদিগের বিষয়, ও সকল গ্রাম্যপ্রজা তাহাদের কৃষক। অধিক কি, সামান্য ব্যক্তিদিগের জীবন ও তাহাদের বিবাহাদি ঐ সকল কুলীনদিগের অনর্থক অভিলাষের উপর নির্ভর করে।

"কুলীনেরা রাজার পক্ষেও তুল্যরূপ বিপদজনক। সকল অস্ত্র শস্ত্র কেবল তাহাদেরই হস্তে থাকে। তাহারা প্রথমে সৈন্যগণকে আদেশ দিয়া, তদনন্তর রাজাকে অবগত

করায়। তাহারা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, সকল সৈন্য আহার বিহীন হইয়া পড়ে; রাজা তাহার কোন উপায় স্থির করিতে পারেন না। যদ্যপি নরপতি কোন সন্দিগ্ধ কার্য্য করেন অমনি সমুদায় কুলীনেরা অপমান বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে। সামান্য প্রজারা কুলীনদিগের নিকট হইতে ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহারা উহাদের সহায়তা করিয়া, রাজার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে অবশ্যই যত্নবান হয়।

"কুলীনদিগের বিচার করিবারও ভার আছে। তাহারা যুদ্ধ ও মৃগয়া ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য অবগত নহে, সুতরাং ব্যবস্থার অধীন না হইয়া, আপনাপন ইচ্ছামতে কর্ম্ম সমাপ্ত করে। এই বিশেষ প্রভাব জন্য সামান্য প্রজারা আরও কুলীনদিগের বশীভূত হয়। তাহারা কুলীনদিগকে অসন্তুষ্ট করিলে যথোচিত দণ্ড, ও পরিতুষ্ট করিলে ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা বিবেচনা করে।

"এক জন উদ্যোগী ব্যবস্থাপক কর্তৃক কুলীনদিগকে এমন পদে স্থাপিত করা আবশ্যক যে, তথায় থাকিয়া তাঁহারা রাজ্যের, রাজার, ও প্রজাগণের ব্যবস্থাব্যনীয় হইতে পারে। তাহাদিগের উপর প্রভুতার ভারাপণ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। তাহারা জমীদার, কৃষক, ও রাজার সহিত বিবিধ বিষয় চুক্তি করে, তদ্দ্বারা তাহাদের বিচারের প্রতিপত্তিও আরো বৃদ্ধি পায়। যাহারা লেখা পড়া জানে, ব্যবস্থা বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ, ও প্রত্যেক মোকদ্দমার সূক্ষ্মানুসন্ধানে বিশেষ তৎপর, তাঁহাদিগকেই বিচারপতি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে জিলায় বিচারপতির কোন সম্পত্তি বা উপস্বত্ব থাকে, তথায় তাহাকে নিযুক্ত করা কোন মতেই উচিত নহে, কারণ তদ্দ্বারা তাহার সুবিচারের অনেক শিথিলতা জন্মিতে পারে।

"আর্ল্‌দিগের প্রতি যে রূপ যুদ্ধ বিষয়ক ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও বিশেষ পরিমাণে লাঘব করা নিতান্ত আবশ্যক। যোদ্ধারা রাজার ও দেশের উপকারার্থ, কিন্তু কখনই আর্ল্‌দিগের জন্য নহে। সহসা২ সৈন্যশাসনের ক্ষমতা কুলীনদিগের উপর অর্পিত হইলে, বিশেষ ফল দর্শে বটে, কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ ও সেনাপতিরা অবশ্য নরপতি কর্তৃক মনোনীত হওয়া উচিত, এবং পিতার সংগ্রাম মর্য্যাদা কখনই পুত্র প্রাপ্ত হইবেক না, কারণ কেহ২ জন্মাবধি ভীত ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে, ও কেহ২ অস্থিরতা প্রযুক্ত অন্যায়ী ও দুর্ম্মতি হইয়া যায়।

"সামান্য সৈন্য ও সেনাপতিরা অবশ্য রাজা ভিন্ন আর কাহারও অধীন হইবেক না। রাজাই কেবল যুদ্ধের অনুশীলনে আজ্ঞা ও সৈন্যদলের স্থানান্তর গমনে অনুমতি প্রদান করিবেন, এবং ঐ সকল সৈন্যদিগকে ভক্ষ্য দ্রব্যদ্বারা প্রতিপালন করিয়া, অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত রাখিবেন। যাহাতে ঐক প্রবৃত্তিদ্বারা দেশীয় সমুচ্চয় সৈন্যের মানসিক তেজ বৃদ্ধি হয়, ও তাহারা এক অভিপ্রায়ে আবদ্ধ থাকে, তাহাই করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

আল্‌ফ্রেড্ মনোযোগপূর্ব্বক আমন্দের মন্তব্য কথা শ্রবণ করিয়া, তাহার প্রকৃতত্ত্বা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি পরে এই উক্তি করিলেন যে, ক্ষমতার এরূপ পরিবর্ত্তনে কুলীনেরা রাজবিদ্রোহী হইলে, তাহাদিগকে দমন করা বড় সহজ ব্যাপার হইবেক না। তিনি তাহাদের এতাদৃশ বর্দ্ধিষ্ণু ক্ষমতা লাঘব করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু মনে২ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, সহসা এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া হইবেক না; ক্রমশঃ চেষ্টা করিলে বিশেষ ফল দর্শিতে পারিবেক। তিনি বাস্তবিক কুলীনদিগের ব্যবস্থা বিষয়ক প্রভুত্ব একেবারে অপহরণ করিয়া-

ছিলেন; কিন্তু অকালে কালের করাল কবলে পতিত হওয়ায়, তাহাদের সাংগ্রামিক ক্ষমতা লাঘব করিতে পারেন নাই।

আল্‌ফ্রেড্ তথাচ তাঁহার বন্ধুর বাক্যে একটী আপত্তি উত্থাপন করিয়া কহিলেন, "আমন্দ কুলীনদিগের সাংগ্রামিক ও বিচারাসনে উপবেশনের ক্ষমতা হরণ করিতে সচেষ্টিত আছেন, কিন্তু তিনি তাহাদের নিমিত্ত এমন কি সুবিচার অবস্থাপন করেন, যদ্দ্বারা তাহারা দেশের বিশেষ ব্যবহার্য্যনীয় হইতে পারে?"

আমন্দ বলিলেন, "আল্‌ফ্রেড্ বৎসর ২ সমুদায় রাজ্যের কুলীনদিগকে একত্র করিয়া, তাঁহাদের সহিত দেশের মঙ্গল বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন। ঐ সভা তাঁহার ইচ্ছামতে স্থাপিত হয়, কিন্তু উহা চিরস্থায়ী ও রাজ্যের শাসনপ্রণালী ভুক্ত হওয়া, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজাই কেবল এই মহাসভা আরম্ভের দিন স্থির ও ভঙ্গ হইবার আদেশ করিবেন।

"সভা আরম্ভ হইলে, কুলীনদিগের বসিবার স্থানে, রাজ্যের কর ও ব্যবস্থাবিষয়ের প্রসঙ্গ হইবেক, এবং তাহাদের সম্মতি ভিন্ন কোন নিষ্পত্তিই বিধিমতে সুদৃঢ় হইবেক না। এই সভায় শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মাধ্যক্ষেরাও যোগ দিবেন, তাহা হইলে কুলীনেরা জিগীষার পরবশ হইয়া, প্রতিষ্ঠাভিলাষী হইবেক, এবং প্রতিযোগীদিগের অগ্রে গাম্ভীর্য্য ও অতি নৈপুণ্যের সহিত সকল বিষয়ের তর্ক করিতে বিশেষ সচেষ্টিত হইয়া, মনের সংস্কার সকলকেও উত্তেজন করিতে পারিবেক। কুলীনদিগকে মৃগয়া ও সংগ্রাম বিষয়ে বিরত করিবার, এবং বিদ্যা শিক্ষাপ্রদানের এই একমাত্র উপায়। বিজ্ঞ ও পরিণামদর্শী ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা উপস্থিত থাকিলে, তাহারা ব্যগ্রাতিশয় ব্যক্ত করিয়া, নীচ ব্যক্তিদিগের নিকটহইতে উপদেশ গ্রহণেও লজ্জা বোধ করিবেক। যে সভায় দোষ সাব্যস্তদ্বারা মনের সংস্কার

জন্মে, তথায় পৈতৃক সম্ভ্রম জন্য সমমহিমাযুক্ত মনের প্রাধান্য দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। যিনি অন্যের মতাধীন নহেন, তিনি অবশ্য শ্রেষ্ঠজ্ঞান ও বাক্‌পটুতাদ্বারা স্বীয় কল্প রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন। এই রূপ প্রতিযোগিতাই কেবল রোম রাজ্যের বিবিধ সদ্বক্তা ও রাজনীতিজ্ঞদিগকে জাগ্রৎ করিয়াছিল। ইহাতেই সিজারের সূক্ষ্ম বিচার, টলিয়সের সুশ্রাব্য বাক্‌পটুতা, ও কেটোর সাহসিক গাম্ভীর্য্য উৎপন্ন হয়।"

আমন্দ বলিলেন, "আমি আরও বলিতেছি, আমি ধর্ম্মাধ্যক্ষ বা বিচারপতিদিগের উপর, শেষ বিচারের ভারার্পণ করিব না, কুলীনদিগের সভাই প্রধান বিচারালয় হইয়া, সকল বিবাদের চূড়ান্ত করিবেক। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তাহারা যেরূপ সম্মানাকাঙ্ক্ষী ও আন্তরিক ক্ষমতা বিশিষ্ট, তাহাতে অবশ্যই ব্যবস্থাজ্ঞান, স্বাভাবিক পরিমিতাচার, ও সদ্বক্তৃতাদ্বারা ঐ কর্ম্মের উপযুক্ত হইতে যথেষ্ট যত্ন পাইবেক। এমতে যে সকল মূর্খ কুলীনেরা, এক্ষণে বিচার কার্য্যের অণুমাত্রও অবগত নহে, তাহারাও কিয়ৎকাল পরে রাজ্যের সমুদায় প্রধান২ কর্ম্ম সমাধা করিতে সক্ষম হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

"তখন রাজা, পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনুসন্ধান না করিয়া, কুলীনদিগকেই প্রধান আদালতের বিচারকর্ত্তা, রাজউকীল, রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মকারক করিতে পারিবেন। যে সকল কুলীনেরা এক্ষণে নির্জন প্রাসাদ মধ্যে অবস্থান করিতেছে, তাহারা আদালতে উপস্থিত হইয়া, রাজার সহিত আরও অধিকতররূপে সংশ্লিষ্ট হইতে পারিবেক। প্রজারা তাহাদের শ্রেষ্ঠপদস্থ ব্যক্তিদিগের উপর ক্ষমতার্পণ হইয়াছে দেখিয়া, যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করিবেক, এবং সামান্য ব্যক্তিকে উচ্চপ-

দাভিষিক্ত করিলে, যে রূপ হিংসা করিত, আর সেরূপ করিবেক না।

"রাজ্যমধ্যে এমত পরিবর্ত্তন অনায়াসেই সম্পন্ন করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রধান নগরাধ্যক্ষের কার্য্যবিষয়ে কোন ব্যাঘাত জন্মে না। কিন্তু আমি এক্ষণে যে বিষয়ের উত্থাপন করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া, মহারাজ অবশ্যই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন। উহা অতীব পুরাতন স্কাণ্ডিনেভিয়ান্ প্রভৃতি উত্তরবাসীদিগের শাসনপ্রণালীহইতে কিছুই ভিন্ন নহে।

"আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই সমান ছিলেন। যাহারা অস্ত্রশস্ত্রাদি বহন করিত, তাহাদেরও প্রজাশাসনে তুল্য ক্ষমতা ছিল। কোন প্রধান নিষ্পত্তি, সংগ্রাম বা সন্ধি স্থাপন করিবার আবশ্যক হইলে, সমুদয় জাতি একত্রিত হইত। স্বাধীন সেল্‌ট সৈন্যেরা ঢাল ঘর্ষণশব্দদ্বারা প্রজাদিগের যে অভিলাষ ব্যক্ত করিত, তাহাই ব্যবস্থা হইত। তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষ ও রাজাকেও মনোনীত করিত। রাজা প্রথমে এক জন যোদ্ধা থাকিয়া, ক্রমে ২ সাহসদ্বারা সকল লোকের বিশ্বাসপাত্র হইতেন। তিনি যাবদীয় লোকের অধ্যক্ষ হইতেন বটে, কিন্তু কখন কাহারও উপর বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। যুদ্ধ জয়ের পর, তিনিও এক জন সামান্য প্রজার ন্যায় লুটের সমান অংশ গ্রহণ করিতেন।

"সকল লোকেরই সুখসম্ভোগে সমান অধিকার আছে। এজন্য যাহাতে অধিকাংশই প্রজা সুখী হয়, রাজ্যমধ্যে এমত চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। স্বেচ্ছাচারী ভূপতির রাজত্ব কখনই এরূপ নহে। তিনি সকল লোকের সন্তোষ হ্রাস করিয়া, একাকী সমুদায় ক্ষমতা ও সুখ সম্ভোগ করেন, এবং বিবেচনা করেন, যাবদীয় প্রজা কেবল তাঁ-

হারই অভিলাষ সম্পাদনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা কখনই লক্ষ২ মনুষ্যের মধ্যে কেবল এক জনকেই, সম্পূর্ণ সুখসম্ভোগ করিতে দেন না। ইহা অবশ্যই অবজ্ঞেয় বোধ হয় যে, এক জন বীরত্ববিহীন কুলীন, শুদ্ধ পৈতৃকপ্রভাবদ্বারা এমন সকল লোকদিগের উপর প্রভুত্ব প্রকাশ করেন, যাহাদের উপদেশ ভিন্ন তিনি কখনই আপনার কর্ত্তৃত্ব আপনি করিতে পারেন না।"

আল্‌ফ্রেড্ বলিলেন, "আমার পূর্ব্বপুরুষেরা, শাসনপ্রণালীর ঐ অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া, উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন। মনুষ্যেরা সকলেই সমান নহে। উহা কেবল ভণ্ড তার্কিকদিগের কল্পিত রচনামাত্র। বল বিক্রমদ্বারা এক জন নগরবাসী অন্যের অপেক্ষা উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা তিনি সকলেরই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। সহস্র২ ব্যক্তির মধ্যে, যাঁহার সুপরামর্শদ্বারা সমুদায় জাতির সুখসমৃদ্ধির উন্নতি হয়, তিনিই সকলের অপেক্ষা প্রজাগণের মহা উপকারী। যিনি যে পরিমাণে সাধারণের মঙ্গলার্থে যত্নবান হন, তাঁহাকেই তত আদর করা উচিত।

"যদ্যপি মনুষ্যেরা সকলেই সমান নহে, তাহাদের বচনও কখন তুল্য মান্যজনক হইতে পারে না। সহস্র২ নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগের শিক্ষিত মত কি তাহাদের চালনকর্ত্তার বুদ্ধির সদৃশ হইতে পারে? সামান্য ব্যক্তিরা সচরাচর মনোরঞ্জন বাক্‌পটুতাবিভূষিত ও সাধারণের পূর্ব্বপ্রবৃত্তি অনুযায়িক দুরাকাঙ্খার কথা শ্রবণ করিয়া, কুপথে পদার্পণ করিয়া থাকে। দেখুন, এক জন রুস্ট রোমীয় বিচারকর্ত্তার, দুরাশয় ক্লিয়নের, ও মুগ্ধকারী ডিমস্থিনিজের বক্তৃতা কর্ত্তৃক কি অনর্থক ঘটনা উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহা ফোসিয়নের প্রগাঢ় ধীশক্তি ও কনিষ্ঠ

কেটোর অকপটশীলতাদ্বারা কোন প্রকারেই নিবারণ হয় নাই।

"যেমন সমুদ্রের ঢেউ সকল প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক উত্থিত হয়, নির্ব্বোধ মনুষ্যদিগের মনও তদনুরূপ এক জন চিত্তহারী সদ্বক্তার বাক্যদ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে। সকল প্রকার রাজত্বের মধ্যে প্রজাপ্রভুত্বাধীন রাজত্ব আমার নিকট অতি জঘন্য বোধ হয়। প্রজারা বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা রাজনীতি বিষয়ের অণুমাত্রও অবগত নহে, এবং কার্য্যদ্বারা কখন বহুদর্শিতাজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, তবে কেমন করিয়া মূঢ় ব্যক্তিরা অতিসামান্য ব্যবসায়হইতে উত্থিত হইয়া, রাজ্যের গুরুতর ব্যাপার সকল নিষ্পাদন করিবেক। হে প্রিয় সুহৃদবর আমন্দ! তুমি বিবিধ জাতিদিগকে অবলোকন করিয়াছ, এবং ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়া, বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত পরামর্শ প্রদানেও বিলক্ষণ সক্ষম আছ, তোমার এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ বাক্য বলা কখনই সম্ভবে না।"

আমন্দ বলিলেন, "প্রজাদিগের উপর সকল বিষয়ের বিচার ও প্রধান ক্ষমতা অর্পণ করা, আমার অভিলষিত নহে। তাহারা যেরূপ বিচারক্ষম, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। আমি বাইজ্যান্‌সিয়ম সভাইহতে, রাজউকীল পদে নিযুক্ত হইয়া, পাজিনেকদিগের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তাহারা বরিস্থিনিজের নির্ঝরতীরে অবস্থান করে। তাহাদের রাজধানীর নাম সেট্‌স্যা। এই জাতীয় সকল যোদ্ধারা, তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না, এবং সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী সারমেসিয়ায়, ফলবতী ডেসিয়ায়, ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন বল্‌গেরিয়ায় গমন করত, বিবিধ অত্যাচার করে। তাহারা সকলে বৎসরান্তে এক বার একত্রিত হইয়া, তাহাদের অধ্যক্ষ ও বিচারপতি-

দিগকে মনোনীত করিয়া লয়। তথাকার প্রত্যেক নগর-বাসী, অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। যে ব্যক্তি সমুদায় জাতির মঙ্গল জন্য, নিয়ত পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত অস্ত্র বহন করিয়াছে, এবং সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া বহুতর যুদ্ধ ও জয় করিয়াছে, তাহার ও একটী সামান্য বালকের বাক্য, উভয়ই তুল্য জ্ঞান হইয়া থাকে। তাহারা আরও গতবৎসরীয় অধ্যক্ষের চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইলে, সকলে একত্র হইয়া, তাহার একটা সিদ্ধান্ত স্থির করে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহারা এক জন সৈন্যাধ্যক্ষকে বাইজ্যান্‌সিয়নদিগের পক্ষ সন্দেহ করিয়া, বিনাদোষ সাব্যস্তে তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ ও দেশাধিকারহইতে চ্যুত করিয়া, তাহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছিল। যে শাসনপ্রণালীতে, সাধারণের মত প্রচলিত ব্যবস্থারূপে নির্ণীত হয়, তথাকার কোন প্রজারই মান, সম্পত্তি ও জীবন কিঞ্চিৎমাত্র নিরাপদ নহে। কিয়ৎকাল পরে, অন্যান্য সদ্বক্তারা গাত্রোত্থান করিলেন, এবং যিনি রাজদ্রোহক বিবেচনায় অতীব কঠিন দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পুনর্ব্বার তদীয় সম্মানিত স্থানে আরূঢ় হইলেন। পাজি-নেকরা অতিশয় মূর্খ ছিল, কিন্তু রোমবাসীরা কি জয়ী করিওলেনস্‌ ও তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা কেমিলস্‌, এবং টলিয়স সিসিরোর প্রতি সুবিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন? এথিনি-য়ানরা কি আরিষ্টিডিস্‌কে দেশান্তর, ফোসিয়নের প্রাণদণ্ড, ও ধার্ম্মিকবর সক্রেটিস্‌কে বিষ প্রদান করেন নাই? যদ্যপি মূর্খদিগের হস্তে ক্ষমতা থাকে, ও শাসনপ্রণালীদ্বারা কুসংস্কার স্রোতের প্রতিরোধ না হয়, তাহা হইলে অধি-কাংশই প্রজা অত্যাচারী হইয়া উঠে, কারণ যাহারা আপনাদের মতই প্রচলিত ব্যবস্থা জ্ঞান করে, তাহারাই যথার্থ লোকের অনিষ্টকারী।

"কিন্তু প্রজাদিগকে কোন অন্যায় কার্য্য করিতে না দিয়াও, রাজকীয় ব্যাপারের কিয়ৎ অংশের ভার, তাহাদের উপর অনায়াসেই অর্পণ করা যাইতে পারে। তাহাদের রাজ্যশাসনে অবশ্যই কিঞ্চিৎ অধিকার আছে। তাহারাই সমুদায় জাতির প্রধানাংশ। কেবল তাহাদেরই পরিশ্রমদ্বারা, রাজা ও কুলীনেরা প্রতিপালিত হন, এবং তাহাদেরই রুধিরদ্বারা দেশের রক্ষা ও কুশল স্থাপন হইয়া থাকে। যদিদীয় রাজ্যের উন্নতির নিমিত্ত, তাহাদেরই সুখ সমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এবং তাহারা যেমন ঐ সুখানুসন্ধানের নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র, বোধ হয়, এমন আর কেহই নহে। কুলীনেরা অনায়াসেই প্রজাদিগের প্রতি অবজ্ঞার সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অভ্যাস করিয়া, রাজ্যের সকল কার্য্য হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত সমুদায় ভার, কেবল উহাদেরই উপর স্থাপন করিতে যথেষ্ট যত্ন পায়। এক জন ভূপতি তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া, অধিকতর সুখী হইতে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকেন, এবং প্রজাদিগকে দৈন্যাবস্থায় আনয়ন করিয়া, ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক নিপতিত অগাধ খাত হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পান।

"কিন্তু প্রজাদিগের রাজকীয় ব্যাপারের অংশ লইবার অগ্রে, অবশ্য স্বাধীন হওয়া উচিত। আপনার স্যাক্‌সন্ প্রজারা অদ্যাপি সেরূপ হইতে পারে নাই। তাহারা কেবল কুলীনদিগের নিমিত্তই চাষবাস করিয়া থাকে। কুলীনেরা মনে করিলে, তাহাদিগকে তাহাদের ভূমিহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারে, এবং তাহাদের পরিশ্রমেরও ফলভোগ করিতে দেয় না। প্রজাগণের অবশ্য কিঞ্চিৎ সম্পত্তি রাখা উচিত, এবং যে ভূমি তাহারা চাষ করিবেক, তাহাতে তাহাদের অবশ্য সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবেক।

"প্রজাদিগের হস্তে ভূম্যধিকার অর্পণের জন্য, রাজা অবশ্য তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পাট্টা করিয়া দিবেন, এবং কুলীনদিগের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সকল বিষয়াধিকার বিধি একেবারে রহিত করিবেন। যদ্যপি কুলীনেরা তাহাদের বিষয় বিক্রয়, বা সন্তানদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আর্লদের অসীম ভূমি অতি শীঘ্র বিভক্ত হইয়া, অসংখ্য প্রণালীদ্বারা, কৃষকদিগের হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইবেক। কৃষকেরা তখন অধিক মূল্যে ঐ ভূমি ক্রয়, এবং অল্প ব্যয়ে কুলীনদিগের অপেক্ষা বিস্তর আয় বৃদ্ধি করিতে পারিবেক। সুশাসনপ্রণালীযুক্ত রাজ্যেও এরূপ বিধি নাই যে, এক জন প্রজা অন্য প্রজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাজা এবং দেশীয় ব্যবস্থাই কেবল তাহার ধন, মান, ও জীবন রক্ষা করিবেক। স্যাক্‌সন্‌দিগের মধ্যে সহস্র২ ব্যক্তিরা, কুলীনদিগের অত্যাচারহইতে রক্ষা পাইবার জন্য, তাহাদের শরণাগত হইয়া আছে। রাজ্যমধ্যে এরূপ অন্যায় বিধি প্রচলিত থাকিলে, আর কোন প্রজাই রাজার অনুগত না হইয়া, কেবল তাঁহার প্রতিনিধিরই বশীভূত হইবেক, এবং তাহার রক্ষাতেই আপনার রক্ষা বিবেচনা করিয়া, তাহার সহিত রাজবিরুদ্ধাচরণেও প্রবৃত্ত হইতে পারিবেক।"

কিয়ৎকাল পরে আমন্দ পুনর্ব্বার আল্‌ফ্রেড্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ইংলণ্ডাধীশ্বর! এক্ষণে আপনার প্রজারা দাসত্ব শৃঙ্খলহইতে মুক্ত হইয়া, স্বাধীনত্ব লাভ করিয়াছে, আর তাহাদিগকে স্বাভাবিক ক্ষমতার অংশ প্রদানে বিলম্ব করা নিতান্ত অনাবশ্যক। কিন্তু বহুল কামাসক্ত ব্যক্তিরা কখনই ঐ ক্ষমতার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক না। প্রজারা অবশ্য তাহাদিগের মধ্যহইতে একটা মহৎসভা মনোনীত করিয়া লইবেক, যাহা রাজা

ও কুলীনদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যের তৃতীয় কর্তৃত্ব হইবেক। এই সভার প্রতিনিধিদিগের সংখ্যা এত অধিক হইবেক যে, কেহ অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা সম্ভোগ করিতে পারিবেক না, এবং কোন মন্দ নরপতিও, দান ও লাভজনক পদের লোভ প্রদর্শন করাইয়া, অধিকাংশের মন লওয়াইতে না পারেন।

"যাহাদিগকে প্রজাদিগের প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করা যাইবেক, তাহারা অবশ্য বিষয়ী মনুষ্য হইবেক, নচেৎ অনায়াসে উপঢৌকন গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইতে পারিবেক না। তাহারা এমত উত্তম লেখা পড়াও জানিবেক যে, প্রজাদিগের স্বত্ব বিষয়ে বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া, যাহাতে রাজ্যের মঙ্গল সাধন, ও সম্যক্ সঙ্কটের অন্যথা হয়, এমত চেষ্টা করিতে পারিবেক। তাহাদিগের ভূমি পরিমাণ করিলে, কাহার কত বিষয় অনায়াসেই নিরূপিত হইবেক, কারণ ভূমিই যথার্থ সম্পত্তি। আমার মতে স্বদেশের মধ্যে এমত নিশ্চিত ধন আর কিছুই নাই। ধাতু ও অস্থাবর বিষয় সকল, এক দেশের প্রজা অন্য দেশে ক্রয় করিয়া, লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভূমি কেহ কখন স্থানান্তর করিতে পারে না। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইলে, ঐ ভূমিহইতে প্রজারা বহুল ধনোপার্জ্জন করিতে পারে, এবং কেবল কলহের সময় ও বাণিজ্যের হ্রাস, এবং রাজ্যের দুর্দ্দশা না হইলে, কখন তাহাদের ঐ উর্ব্বরা ক্ষেত্র সকল জঙ্গল হইয়া যায় না।"

আল্‌ফ্রেড্ মনোযোগ পূর্ব্বক আমন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের শাসন-প্রণালী সকলের পক্ষে তুল্য হয় নাই, কুলীনেরা সম্পূর্ণ ক্ষমতা সম্ভোগ করিতেছে, আপনার যথেষ্ট ক্ষমতা নাই, এবং প্রজারা নিতান্ত শক্তিরহিত। কিন্তু তিনি বহুদর্শিতা জ্ঞান

ও প্রগাঢ় চিন্তাদ্বারা অনুভব করিতে পারিলেন যে, এসকল কুনীতি, একটা সবল উপায়দ্বারা সহসা নিরাকরণ করা হইবেক না, কেবল ক্রমশঃ কতকগুলি কোমল প্রতিকার-দ্বারা রহিত করিতে চেষ্টা করিলে, রাজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি সাধন হইতে পারিবেক। তৎকালীন অবস্থানুসারে, তিনি যাহা পারিলেন, তাহা নিষ্পাদন করিলেন, এবং কেবল বহু শত বৎসর পরে আমাদের যাবদীয় অভিলাষ সকল সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

আল্‌ফ্রেড্ ও তাঁহার নাবিক।

হেলিগোলণ্ড দ্বীপের শেষ সীমায়, ওথার নামা এক জন ভদ্র লোক অবস্থান করিতেন। তাঁহার ছয় শত বল্‌গা হরিণ ছিল, এবং সেই দেশে গো মেষ প্রভৃতি অন্যান্য পশুর দুষ্প্রাপ্যতা প্রযুক্ত, তিনি অশ্ব ও বলীবর্দ্দদ্বারা চাষ কার্য্যাদি নিষ্পন্ন করিতেন। তিনি বিস্তর পড়া শুনা করিয়াছিলেন, এবং পর্য্যটকদিগের নিকট বিবিধ দেশীয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রচুর জ্ঞান জন্মিয়াছিল, এতদ্ভিন্ন তিনি সাধারণের উপকারার্থে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন।

ওথার সর্ব্বদা দূরদেশ সকল আবিষ্কার ও পর্য্যটন করিতে অভিলাষ করিতেন। কিয়দ্দিবস জাহাজারোহণ করত জলপথে ভ্রমণ করিয়া, আল্‌ফ্রেডের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আল্‌ফ্রেড্ তৎকালীন রণতরীসমূহ

প্রস্তুত করিতেছিলেন, নাবিকবিদ্যায় পারদর্শী ওথারকে প্রাপ্ত হইয়া, মহাসমাদর করিলেন।

ওথার রাজার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “হে পরমধার্ম্মিকবর আল্‌ফ্রেড্! আপনি সমুদায় ভূমণ্ডল রাজ্যের অধিপতি হউন, আমার ইচ্ছা নূতন২ দেশ আবিষ্কার করিয়া, ইংলণ্ডের ধন বৃদ্ধি করি। এখানে বহু-সংখ্যক নাবিকেরা অনায়াসে জাহাজ বোঝাই করিবার জন্য, বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইবেন। আমার দেশে গ্রীষ্ম-কালে, সূর্য্যদেব কখনই অস্তে যান না। পার্শ্বস্থ সমুদ্রস-মূহে প্রকাণ্ড২ মৎস্য অবস্থান করে, তাহাদিগের সহিত তুলনা করিলে, হস্তী একটা সামান্য জন্তু বোধ হয়; তথা-পি মনুষ্যেরা তাহাদিগকে হনন করে, এবং ঐ একটা মৎস্যের মূল্য সচরাচর এক সহস্র রৌপ্যমুদ্রা হইয়া থাকে। আমার দেশীয় লোকেরা ঐ সকল বিকটাকার জন্তুকে জয় করিতে বিলক্ষণ পারদর্শী। তাঁহারা অবলীলাক্রমে উহা-দের উপর বর্শা নিক্ষেপ করে। সাগর আবৃত্তির মধ্যে২ আরও এক প্রকার জন্তু পাওয়া যায়, তাহাদিগকে সামু-দ্রিক ঘোটক কহে। তাহাদের দন্ত হস্তীদন্তাপেক্ষা বহু-মূল্য।

“কিন্তু আমার অভিপ্রায় এসকলহইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমার দেশের পূর্ব্বে একটা অলঙ্ঘনীয় সমুদ্র আছে। তাহার সীমা অদ্যাপি কোন ব্যক্তি অবগত হইতে পারে নাই। সেই সাগরদিয়া গমন করিলে ফলবান্ নিপন্, ও কর্ম্মঠ কাথে রাজ্যে যাওয়া যায়। যদ্যপি আমি এই সকল ধনবন্ত দেশ গমনের নূতন পথ আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলে ইংরাজদিগের ধনের, ও আল্‌ফ্রেডের যশের অবধি থাকিবেক না। রাণীদিগের রেশমী পরিচ্ছদ, উৎকৃষ্ট ইস্পাত, তাম, ও বহুমূল্য ধাতু, এই সকল দূরদেশে প্রাপ্ত

হওয়া যায়। যাহারা প্রথমে ঐ সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিতে পারিবেক, তাহারাই প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিবেক, ও জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।

"আমি উত্তম পারদর্শী মাল্লাবিশিষ্ট দুইখানি তরী, ও এক বৎসরের আহারীয় দ্রব্যাদি প্রার্থনা করি। হয় সমুদ্রমধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, না হয় আল্‌ফ্রেডের নিমিত্ত নূতন রাজ্য আবিষ্কৃত হইবেক।"

আল্‌ফ্রেড্ মহাসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক ওথারের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎক্ষণাৎ দুইখানি তরী সজ্জিত হইল। ওথার বিদায় হইয়া, হেলিগোলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎ দিবস গমনানন্তর তৎকাল পরিচিত পৃথিবীর শেষ সীমায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পূর্ব্বদিকে অপরিসীম সমুদ্র কেবল পরিদৃশ্যমান হইতেছে, এবং দক্ষিণে আর ভূমির কোন চিহ্ন নয়ন গোচর হয় না। তাঁহার অসীম সাহস প্রযুক্ত, বিপদকে বিপদ বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল না। তিনি বিবিধ সামুদ্রিক জন্তু ধারণ করিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ একটা প্রবল ঝড় উত্থিত হইয়া, তাঁহাকে জাহাজ সুদ্ধ তীরে আনিয়া উপস্থিত করিল। তিনি সেই স্থানে একটা উত্তম বন্দর প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, তত্রস্থ চতুর্দ্দিক্ কিঞ্চিৎ উষ্ণ ও সবুজ ময়দানাবৃত।

ওথার জাহাজহইতে অবরোহণ করিয়া দেখিলেন, তথাকার লোকেরা অতিখর্ব্বকায় ও কদাকার; কিন্তু জীবনের যাবদীয় কষ্ট অনায়াসে সহ্য করিতে সক্ষম, ও অতীব প্রয়াসসাধ্য কর্ম্মে পরমোদ্যোগী। তাহাদের অস্ত্র শস্ত্রে লোহার সম্পর্ক নাই, তথাচ তাহারা মহাভয়ানক তিমি মৎস্য আক্রমণ করত, উহার মাংস আহার করিয়া, কঙ্কালদ্বারা গৃহের সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করে। তাহারা

বরফের নিম্নে ভীরু সিল্‌ পশু অন্বেষণ করে, দেখিতে পাইলেই, অস্থিনির্ম্মিত বর্শাদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলে। মৎস্যই তাহাদের শস্য ও সমুদায় ভক্ষ্যদ্রব্য, কারণ তথায় আর এমন কোন সামগ্রী উৎপন্ন হয় না যে, তদ্দ্বারা মনুষ্যেরা জীবন ধারণ করে। দেশের সর্ব্বত্র পাহাড়, মধ্যে ২ চিরনীহারাবৃত পর্ব্বত আছে। তথায় কখন একটী বৃক্ষ অঙ্কুরিত, বা প্রস্তরময় ভূমিখণ্ডে একটী ফল উৎপন্ন হয় নাই।

ওথারের জাহাজে প্রবল ঝড় কর্ত্তৃক অত্যন্ত ক্ষতি হওয়ায়, সারাণ জন্য অনেক সপ্তাহ আবশ্যক হইল। তিনি ইতিমধ্যে, ঐ নূতন আবিষ্কৃত দেশবাসীদিগের চরিত্র ও ব্যবহারাদি অবগত হইতে লাগিলেন। তিনি অসভ্যদিগকে লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র সকল প্রদান করিয়া, মৎস্য ধারণ বিষয়ে সাহায্য করিলেন। তাহারা টেঁটার পশ্চাতে রজ্জু বন্ধন করিয়া, তিমি আক্রমণ করিতে জানিত না; তিনি তাহাদিগকে শিখাইয়া দিলেন যে, ঐ রজ্জুদ্বারা তিমি, অনুধাবকদিগকে প্রবল বায়ু বেগে টানিয়া লইয়া যায়, পরে বিস্তর শোণিত নির্গত হইলে, আপনিই ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

ওথার তাহাদিগকে সামুদ্রিক ঘোটকদন্তের উৎকর্ষ, ও উহাদিগকে পরাভূত করিবার বিবিধ উপায় শিক্ষা করাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে রুটী আস্বাদন করিতে দিয়া কহিলেন, আমি পরবৎসর সভ্যজাতিদিগের বিবিধ আশ্চর্য্য ২ দ্রব্য আনয়ন করিয়া, বিনিময়ে তিমি ও সিল পশু লইয়া যাইব।

ওথার পূর্ব্বে কখন শাসনকর্ত্তাবিহীন দেশ অবলোকন করেন নাই। তিনি দেখিলেন, এখানে কোন অধীনতার চিহ্ন নাই; সকলেই সমান, কেহ কাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। কোন ব্যবস্থা, বা দণ্ড, বা পুরস্কার কিছুই দৃষ্ট

হয় না। পিতাই পুত্রদিগের হর্ত্তাকর্ত্তা। যাহারা এক কুঁড্যার মধ্যে বাস করে, তাহারা পরস্পরের বাধ্যতা রাখে না, ভ্রাতাদিগের ন্যায় এক সাধারণ প্রদীপের চতুর্দিকে অবস্থান করে। তিনি দেখিলেন, এক স্থানে, পৃথিবী খনন করিয়া, বিংশতিখান কুঁড়িয়া ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন লোক আছে, কিন্তু কেহ কাহার আজ্ঞাধীন নহে। ঐ সকল অসভ্যেরা একত্র হইয়া, বড় ২ নৌকা প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা একখালহইতে অন্য খালে যায়, এবং তিমি মৎস্য ধরিতে পারিলে, সকলে সমান বিভাগ করিয়া লয়। যদিও তাহাদের ঐক্য ভিন্ন কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, তথাচ তাহারা কেহ কাহার অধীন নহে।

ওথার এই অব্যবস্থা কর্ত্তৃক কি অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন: কিন্তু দেখিলেন, ঐ অসভ্য জাতি ও সভ্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই, ভাল মন্দের সহিত মিশ্রিত আছে, এবং উহারা ব্যবস্থাধীনদিগের ন্যায় তুল্য রূপ কুশলে অবস্থান করিতেছে।

এই অসভ্যদিগের মধ্যে কেহ কাহার ক্ষতি করে না, অধিক কি, পরস্পরের বিবাদ হইবারও সম্ভাবনা নাই। অনেকে অপক্ষপাত রূপে অথচ মৈত্রভাবে একত্রিত হইয়া, এক কুঁড়িয়া ঘরের মধ্যে অবস্থান করে। সাধারণ লুট বণ্টন বিষয়ে কেহ কখন কলহ উপস্থিত করে না। ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগে পশুবর্গ রক্তাক্ত সংগ্রাম উপস্থিত করে, কিন্তু ইহাদের চিত্ত কদাচ ঐ রিপুকর্ত্তৃক ব্যাকুলিত হয়।

তাহারা বাস্তবিক পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনাসক্ত, অর্থাৎ কেহ কাহার প্রতি করুণানুরাগ প্রদর্শন করে না। একটী মাতৃহীন সন্তান যত্নাভাবে অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ

করে; অন্য কোন স্ত্রীলোক তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, হত্যাই নিশ্চয়, কারণ কেহ ব্যবস্থাভঞ্জন দণ্ড আশঙ্কা করে না। ক্রোধপরতন্ত্রী অসভ্য, শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একাকী নির্জন সাগরতীরে গমন করিয়া তথায় হয় তাহাকে নৌকাসুদ্ধ উল্টাইয়া ফেলে, অথবা পর্ব্বতশিখরহইতে অতলস্পর্শ বারিধি মধ্যে নিক্ষেপ করে; কিন্তু এই দুষ্কর্ম্ম সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না। সভ্যজাতিরা রাজদণ্ড ও বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও, এই কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

তাহাদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে; অর্থাৎ এক জন পুরুষ কোন স্ত্রীকে গ্রহণ করিলে আর অন্য কেহ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা কেবল বন্ধ্যাকে ঘৃণা করে, কারণ সে দেশে বৃদ্ধ পিতা মাতার শেষাবস্থায় সন্তান ভিন্ন আর গতি নাই।

তাহাদিগের মধ্যে সম্মানবোধ বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহারা অত্যন্ত লালসার পরতন্ত্র। প্রাচুর্য্যই কেবল তাহাদের পরস্পরের বিভিন্নতার মূল; কারণ তাহারা সহস্র২ বিপদে পতিত হইয়া, জীবন নির্ব্বাহের আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে, এবং ঐ ভক্ষ্য দ্রব্যাদি কখন ২ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্যও হইয়া উঠে। তাহারা সামাজিক রূপে বাস করে না বলিয়া পশুপালনে অক্ষম। তাহাদের দেশে বিস্তর বল্‌গা হরিণ আছে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে বশীভূত করিতে অবগত নহে; এজন্য অধিকতর নিশ্চিত আহারীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া, মহাবিপদ জনক সাগর-মধ্যে জীবনোপায় অন্বেষণ করে।

ওয়ার্ড অবশেষে বিলক্ষণ জানিতে পারিলেন যে, যেখানে অল্প লোকের যথেষ্ট স্থান আছে; যেখানে সকলেই

—৭

সমুদ্রহইতে আহারীয় সামগ্রী প্রাপ্ত হয়; যেখানে শস্য ময়দানিমাত্রেই নাই; যেখানে অত্যন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত সকল রিপু, বিশেষতঃ কামের তাদৃশ প্রবলতা নাই; তথায় প্রভুতার আবশ্যক অকিঞ্চিৎকর। ইহাদের যেরূপ অভাব ও উপকার প্রত্যাশা, তাঁহাতে অনায়াসে এক সমাজে অবস্থান করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে দুষ্কর্ম্ম অতি অল্প পরিমাণে প্রকাশ পায়, কারণ সভ্যজাতিদিগের ন্যায় ইহাদের আকাঙ্ক্ষা তাদৃশ প্রবল নহে, এবং নিরূপিত দণ্ড স্থাপিত করাও বড় একটা আবশ্যক হয় না।

ওথারের জাহাজ সকল পুনর্ব্বার সজ্জিত হইয়া, সমুদ্রপথে গমন জন্য প্রস্তুত হইল। একটা অনুকূল উত্তরপূর্ব্ব বায়ু, তাঁহাদিগকে উত্তর কেন্দ্রের দক্ষিণাংশে আনিয়া ফেলিল। পৃথিবী এক্ষণে দক্ষিণে কাইত্ত বোধ হইতে লাগিল। সম্মুখে একটা প্রশস্ত মোহনা রহিয়াছে; একটা প্রকাণ্ড শতমুখী নদী সমুদ্রে আসিয়া পতিত হওয়ায়, বিলক্ষণ বন্দর হইয়াছে। ওথার দেখিলেন, যদিও এদেশ, অসভ্যদিগের নিকটহইতে অনেক উত্তর, তথাচ এখানে সভ্যলোকের বাস আছে। এই বাইয়ারমিয়ান্‌দিগের মধ্যে, এক জন রাজা ও পবিত্র ধর্ম্মবিধি প্রচলিত আছে। ইহারা উষ্ণ ও স্বচ্ছন্দজনক গৃহে অবস্থান করে, এবং মৎস্য ধারণ বা মৃগয়াদ্বারা যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হয়। উত্তরপশ্চিমবাসী অসভ্যদিগের ন্যায় ইহারাও সর্ব্বদা প্রখর শীত ও পূর্ব্ব বায়ু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু সকলে ঐক্য থাকায় ঐ কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে। তাহারা কৃষিকর্ম্ম ও অস্ত্র শস্ত্রাদির ব্যবহার জানে, এবং পরস্পরের সাহায্যদ্বারা প্রকাণ্ড২ গৃহাদিও নির্ম্মাণ করিয়াছে। অভাব প্রযুক্ত তাহারা পরিত্যক্ত দেশে পরিভ্রমণ করিতে বাধিত হয় না। তাহাদের শস্যময়দান ও উদ্যান আছে;

এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিনিময়ে, সভ্য দক্ষিণবাসী-দিগের নিকটহইতে, অধিকতর আবশ্যকীয় সামগ্রী আনয়ন করে। ইহারা অসভ্যদিগের ন্যায় কখন প্রবল ঝড় জন্য অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করে না। যাহা এক জন কর্তৃক নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব, তাহা সকলে একত্রিত হইয়া সমাধা করে। এই দূরদেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাও কিয়ৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয়, এবং সকলে এক জন পরমপিতা পরমেশ্বরকে স্বীকার করিয়া অর্চ্চনা করে।

ওথার দেখিলেন, ধর্ম্মই কেবল মনুষ্যত্বাদির বন্ধনী সকল উত্তেজনা করিয়া দিয়া, আমাদিগের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রবৃত্তি জন্মায়, ইহা অসভ্যেরা কিছুই জানে না। ধার্ম্মিক মনুষ্যদিগের মনেই করুণানুরাগ অঙ্কুরিত হয়, এবং তাঁহারাই দরিদ্রদিগের কষ্ট ও অভাব বিমোচনার্থ যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পান। অসামাজিক মনুষ্যেরা কখন শিল্প বা বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না; তাহারা কোন বিষয়ের উন্নতি বা সম্পূর্ণতা লাভেও নিতান্ত অক্ষম। সভ্য মনুষ্যেরা প্রতিদিন নূতন২ উপায় সৃজন করিয়া, জীবনের ভার লাঘব, ও মনের উৎকৃষ্ট সংস্কার সকলকে বৃদ্ধি করেন। ইহাঁরা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও উত্তম হন, কিন্তু অসভ্যেরা নিয়তই শৈশবাবস্থায় অবস্থান করে।

ওথার পুনর্ব্বার তাঁহার জাহাজের পালি সকল বিস্তার করিলেন। একটা অনুকূল বায়ু তাঁহাকে পৃথিবীর উত্তর কোণে লইয়া চলিল। তিনি ক্রমে২ মনুষ্যের বসতিস্থান-হইতে বিস্তর অন্তর, ও একটা চিরনীহারাবৃত পুলিনের সমীপস্থ কোন দ্বীপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় যৎকিঞ্চিৎ যাহা উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা জন্তুরাই কেবল জীবন ধারণ করিতে পারে। ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপের চতুর্দিকে অসংখ্য তিমি মৎস্যের বসতিস্থান। ওথার ঐ স্থানহইতে

অশেষ ধন সংগ্রহ করিয়া, ইংরাজদিগের বদান্যতার পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবেন বিবেচনা করিয়া, আনন্দ করিতে লাগিলেন।

আল্ফ্রেডের অভিলাষ পরিপূর্ণার্থ ওথারের প্রতিজ্ঞা একেবারে সুদৃঢ় হইয়াছিল; অর্থাৎ কাথে ও নিপন রাজ্যের পন্থা আবিষ্কার করিয়া, ইংলণ্ডের ধন বৃদ্ধি করিবেন, ইহাই তাঁহার চিত্তে নিয়ত জাগরিত ছিল। এক দিন তিনি একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের সন্নিকটদিয়া গমন করিতেছেন, এমত সময়ে কিঞ্চিৎ ধূম উত্থিত হইতেছে দেখিতে পাইলেন। মনে২ বিবেচনা করিলেন, পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই পৃথিবীর শেষ সীমায়ও মনুষ্যেরা অবস্থান করিতেছে! অবিলম্বে নয়নগোচর হইল, জন কএক পশমী পরিচ্ছদাবৃত লোক চড়ায় দণ্ডায়মান হইয়া, সঙ্কেত ও মিনতিজনক অঙ্গভঙ্গিমাদ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে।

পরমদয়ালু ওথার, তাহাদের দুঃখ প্রদর্শন করিয়া, অত্যন্ত কাতর হইলেন। তৎক্ষণাৎ একখান ডিঙ্গীর উপর আরোহণ করিয়া, তাহাদের নিকট গমন করিলেন, এবং সুহৃদের ন্যায় আহ্বান জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, ইহারা বাইয়ারমিয়ন, ঐ নির্জ্জন স্থানহইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত, কাতরাতিশয় ব্যক্ত করিতেছে। ওথার তাহাদের ভাষা অবগত ছিলেন, একেবারে তাহাদিগকে জাহাজে লইয়া যাইবেন অভিলাষ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহারা সম্মত হইল না। তাহারা তাঁহাকে একখানি কুঁড়িয়া ঘরে লইয়া গেল; ঐ ঘরের মধ্যে তাহারা প্রায় ছয় বৎসর কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছে।

ঘরখানি একটা গহ্বরাভ্যন্তরে স্থিত, এবং তরঙ্গকর্তৃক আনীত দূর জঙ্গলস্থ কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার

ছিদ্রগুলি শৈবালদ্বারা রুদ্ধ; মধ্যে নিয়তই অগ্নি প্রজ্বলিত আছে। বাইয়ারমিয়নরা তথায়, অতি যত্নে ভল্লুকচর্ম্ম, ও তাহার শিরা, বহুমূল্য উল্কামুখী, বল্গা হরিণ, বিবিধ জন্তুর বসা, তন্তু, দড়ী, এবং কএকখানি মৃণ্ময় পাত্র রাখিয়াছে। তাহারা মাংসদ্বারা অতিথিসৎকার করিল; এবং ওথার বহুকালের পর প্রায় বিস্মৃত যবরস আস্বাদন করিলেন।

ভোজনানন্তর বাইয়ারমিয়ানরা তাহাদের দ্রব্যসামগ্রী ও অস্ত্র সকল জাহাজোপরি উত্তোলন করিল। একটা অনুকূল বায়ু তাহাদিগকে পূর্ব্বদিকের শেষ সীমায় লইয়া চলিল। ওথার সমুদ্রপথকষ্ট লাঘব জন্য বিদেশীদিগের নিকট, তাহাদের ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন।

বাইয়ারমিয়নদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি উত্তর করিল, "হে মহাশয়! আমরা ধীবর জাতি, মৎস্যধারণ জন্য নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রপথে গমন করিতেছিলাম, এমত সময়ে ঐ দ্বীপের সন্নিকটে আসিয়া, নীহারবেষ্টিত হইলাম; নৌকা আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না; তখন শীতের যে কি পর্য্যন্ত প্রাদুর্ভাব, তাহা বলা যায় না; তৎক্ষণাৎ তীরে গমন করিয়া, খাদ্যের অন্বেষণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু কেবল বৃক্ষ তৃণাদিশূন্য ময়দান, নীহারাবৃত খুদ্২ পর্ব্বত, সর্ব্ব প্রকার জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত মরুভূমি ও তুষারদ্বারা বিদীর্ণীকৃত ভূধরশিখর ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। আমরা নৌকাহইতে কিঞ্চিৎ লোহা ও কএকখান অস্ত্র আনয়ন করিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা অনায়াসে একটা বল্গা হরিণ বধ করিতে পারিলাম; কারণ উহারা কখন মনুষ্য দেখে নাই, সুতরাং আমাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল না। ক্রমশঃ রজনী

আগন্তুক হইল, কিন্তু অধিক ক্ষণ থাকিল না, কারণ তথায় সূর্য্যদেব প্রায় মাসাবধি উদিত হইয়া থাকেন। ঐ রাত্রিতে সমুদ্রে একটা ভয়ানক ঝড় উত্থিত হইল, তদ্দ্বারা প্রাতঃকালে সমুদায় বরফ, দ্রব হইয়া গেল, কিন্তু আমাদের রক্ষার একমাত্র উপায় নৌকাখানি কোথায় গিয়াছে, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

"আমরা দেখিলাম অপার সমুদ্র পরিবেষ্টিত কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছি, উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই; ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ তুষার ও প্রবল বায়ু জন্য সম্পূর্ণ অস্থির হইয়াছি; তথাচ অভাব কর্তৃক আমাদের যথেষ্ট সাহস বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে বল্‌গা হরিণটা আমরা বধ করিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা কএক দিবসের আহার বিলক্ষণ চলিল। বরফ গলিলে পান করিতে লাগিলাম। সমুদ্রতীরে ভগ্নাবশিষ্ট তরীর কাষ্ঠও বিস্তর প্রাপ্ত হইলাম। একখানি সামান্য ছুরিকা ও কুঠার ভিন্ন আমাদের আর কোন অস্ত্র ছিল না, তদ্দ্বারা অবিরত পরিশ্রম করিয়া একটা কুঁড়িয়া ঘর নির্ম্মাণ করিলাম। কাষ্ঠে২ ঘর্ষণ করিয়া যে অগ্নি উৎপাদন হইল, তাহা আর নির্ব্বাণ করিলাম না। ভগ্ন তরীর কাষ্ঠে যে সকল প্রেক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা উপলখণ্ডের উপর পিটাইয়া একটা হাতুড়ি ও দুইটা বল্লাম নির্ম্মাণ করিলাম। সমুদ্রে আরও একটা দীর্ঘমূল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তদ্দ্বারা একটা ধনুক ও ঐ প্রেকদ্বারা শরের ফলা নির্ম্মিত হইল।

"ঐ দ্বীপে একটা শ্বেত ভল্লুক ছিল, সে বল্‌গা হরিণ মারিয়া আহার করিত। এক দিবস আমাদিগকে আসিয়া আক্রমণ করিল। আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, অনায়াসে তাহাকে বল্লামদ্বারা বধ করিতে পারিলাম। তাহার শিরাদ্বারা ধনুকের জ্যা ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য সূত্র প্রস্তুত

হইল। ঐ সূত্রের সহিত বিবিধ জন্তুর লোম মিশ্রিত করিয়া পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিলাম।

"ক্রমে২ আমরা ধনুকদ্বারা অস্ত্রহইতে বিস্তর ভল্লূক, অসংখ্য উল্কামুখী, ও আহারাবশ্যকীয় বল্গা হরিণ বধ করিতে লাগিলাম। বড়শীর অগ্রে মাংস খণ্ড সংলগ্ন করিয়া, প্রচুর মৎস্যও ধারণ করিতে পারিলাম। এক স্থানে কিঞ্চিৎ কর্দ্দম প্রাপ্ত হইলাম, তদ্দ্বারা রন্ধনীয় পাত্র ও একটা প্রদীপ নির্ম্মাণ করিলাম। তৈল বিনা ভল্লূকের বসা জ্বালাইতাম। মধ্যে২ ভগ্নাবশিষ্ট তরীর অভ্যন্তরে যে রজ্জু প্রাপ্ত হইতাম, তাহাই পলিত্যা হইত। ঐ প্রদীপ আমাদিগকে শীতকালের দীর্ঘ রজনীতে বিলক্ষণ আলো প্রদান করিত। আহার পরিবর্ত্তন জন্য কখন২ এক প্রকার ক্ষুদ্২ শাক ভক্ষণ করিতাম।

"আমরা ক্রমশঃ ছয় বার গ্রীষ্ম কালের নিয়ত দিবস অবলোকন করিলাম, ও সেই রূপ বহুমাসস্থায়ী ভয়ানক রাত্রিও সহ্য করিতে হইল। আমরা নিয়ত অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিতাম, এজন্য অসহ্য শীতের কষ্ট অনেক লাঘব হইয়াছিল। আমরা অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম করিতাম, এমন কি প্রেক পিটিয়া সূচী নির্ম্মাণও করিতাম, তাহাতে দীর্ঘকাল হ্রস্ব বোধ হইত।

"এই সকল কর্ম্মদ্বারা আমরা আলস্যের কাল অতিবাহিত করিতাম, কারণ ঐ সকল সময় পরিত্যাগ করিবার আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। আমি সর্ব্বদা চিন্তা করিতাম, আমরা অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিব; কিন্তু যাঁহারা প্রথমে মরিবেন, তাঁহারাই সুখী হইবেন। তাঁহারা বন্ধুদিগের সান্ত্বনাকারক বচন শ্রবণ করিতে পাইবেন, এবং মরণ কালে সুহৃদদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, নয়ন মুদিত করিবেন। কিন্তু হায়! শেষ ব্যক্তির ভাগ্যে কি

হইবেক! তিনি একাকী বান্ধবহীন হইয়া, অবস্থান করিবেন। স্বচ্ছন্দ আহারান্বেষণ করিতে পারিবেন না, এবং অধিক কি, মনুষ্যের প্রবল অভাব তৃষ্ণাকেও সান্ত্বনা করিতে পারিবেন না। তিনি একাকী তেজোহীন হইয়া ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবেন।

"ক্রমে২ আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্রগুলি নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। যে কুড়ালিখানদ্বারা আমরা কাষ্ঠ কাটিয়া, অতীব শীতের প্রাদুর্ভাবহইতে রক্ষা পাইতেছিলাম, তাহা দিন২ ক্ষয় হইয়া কেবল বাঁটমাত্র অবশিষ্ট রহিল। ছুরিকাখানির কিছুই রহিল না; এবং এই সকল ক্ষতি একেবারে অশোধনীয় হইল। কিন্তু যিনি মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি কখনই তাহাকে রক্ষা করিতে বিস্মৃত হন না। তিনিই আমাদের পরিত্রাণ হেতু দয়ার্দ্র-চিত্ত হইয়া, তোমাদিগকে দূর পশ্চিম দেশহইতে আনয়ন পূর্ব্বক, সেই তটে উপস্থিত করিলেন।"

ওথার এই বাইয়ারমিয়নদিগকে মৃত্যুর করালগ্রাস-হইতে রক্ষা করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। মনে২ চিন্তা করিলেন, হায়! শিল্পবিনা অসামাজিক মনুষ্যদিগের জীবন ধারণ করাই নিতান্ত অসম্ভব। এক জন খনক, কুম্ভকার, গৃহনির্ম্মাতা, সূত্রধর এবং অন্যান্য অসংখ্য শিল্পীদিগের সংযুক্ত পরিশ্রমদ্বারা উৎপন্ন কৃত লোহাখণ্ড, এই দুর্ভাগ্য মনুষ্যদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। সংসর্গে থাকিয়া, ইহারা লোহাদ্বারা অস্ত্র, কর্দ্দমদ্বারা পাত্র, সূত্রদ্বারা রজ্জু ও চর্ম্মদ্বারা পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিল।

সংসর্গ না থাকিলে মনুষ্যেরা কখনই সুখী হইতে পারিত না, এমন কি, অতি অল্পকালমধ্যে সমুদায় মানবজাতি একেবারে লোপ পাইত। সন্তানেরা অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা

দীর্ঘকাল শক্তিহীন থাকে, এবং লোকযাত্রা নির্ব্বাহের আবশ্যকীয় সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিতে পারে না; যদ্যপি সংসর্গের প্রতি অনিবার্য্য স্পৃহা জন্য পিতা, মাতা ঐ সন্তানদিগকে প্রতিপালন না করিতেন, তাহা হইলে তাহারা কখনই পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিত না, বরঞ্চ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত। সংসর্গে অবস্থান করিয়া, সন্তান প্রতিপালনার্থ পিতা মাতার এরূপ সাতিশয় স্নেহ জন্মে যে, তাঁহারা ঐ সন্তান জন্য নিয়ত যন্ত্রণা ভোগ করেন, এবং তাহার মঙ্গলাভিলাষী হইয়া, সম্ভ্রমাকাঙ্ক্ষা, বিশ্রাম, সকল প্রকার কামনা ও অবকাশকে একেবারে জলাঞ্জলি দেন।

ওথার কিয়ৎকাল অনুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন সূর্য্যদেব কন্যা রাশির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন দীর্ঘদিবা ক্রমশঃ হ্রাস হওত, বায়ুর প্রবলতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। একটা ভয়ানক কুজ্ঝটিকা সমুদায় সমুদ্র ঢাকিয়া ফেলিল, এবং মধ্যে ২ ভাসমান প্রকাণ্ড ২ নীহারদ্বীপ সকল জাহাজের চতুর্দ্দিকে পরিধাবিত হইতে লাগিল। মাল্লারা দেখিল, আর অগ্রসর হইলে প্রাণ রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইবেক, এত অন্তরে আহারীয় দ্রব্যাদিও পাওয়া যাইবেক না; কোন বসতিস্থান সন্নিকটে আছে কি না তাহার সন্দেহ; জাহাজের যে রূপ গঠন তা একটা হিমশিলার আঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইবে, এবং পরিশেষে যার পর নাই কষ্ট পাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবেক।

ওথার দেখিলেন, গগণ যে রূপ কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর কিয়ৎ দূর গমন করিলে, কোন না কোন অদৃশ্য সাগরগর্ভস্থ পর্ব্বতশিখরে লাগিয়া, জাহাজ চূর্ণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে; খাদ্য সামগ্রী প্রায় হ্রাস

হইয়াছে; সন্নিকটে আহারীয় দ্রব্যাদি পাইবারও কোন উপায় নাই; সুতরাং কি করেন, অগত্যা অনিবার্য্যতার বশীভূত হইয়া, অনিচ্ছা পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখ গমনে নিবৃত্ত হইলেন। তিনি উপকারজ্ঞ বাইয়ারমিয়ন্‌দিগকে তাহাদের দেশে নামাইয়া দিয়া, দুষ্প্রাপ্য পশম ও বিবিধ সামুদ্রিক জন্তুদ্বারা স্বীয় জাহাজ পরিপূর্ণ করিলেন, এবং শীতকালের প্রারম্ভে বিষম২ বিপদহইতে উদ্ধার হইয়া, হেলিগোলণ্ড দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্বজাতীয় লোকেরা, তাঁহার নিকট এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, পরমাদ্ভুত জ্ঞান করিতে লাগিল।

যেমন বসন্ত কালের আরম্ভ হইল, অমনি ওথার ইংলণ্ড দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি বাইয়ারমিয়ন্‌দিগের নিকট যে সকল সামুদ্রিক ঘোটকদন্ত, বহুমূল্য পশম, দুষ্প্রাপ্য সাগরগণ্ডারের খড়্গ, ও তিমি মৎস্যের অস্থি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আল্‌ফ্রেড্‌কে প্রদান করিলেন।

আল্‌ফ্রেড্ তাঁহার নাবিকের দ্বৈধ কর্ম্ম সকল, ও দূর উত্তরবাসী অসভ্যদিগের অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, পরমপুলকিত হইলেন। তিনি আর ওথারকে মহাবিপদজনক উত্তর সাগরে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা না করিয়া, কোন সহজতর কার্য্য সম্বন্ধে নিযুক্ত করিলেন।

ওথার পুনর্ব্বার জাহাজ সুসজ্জিত করিয়া, পূর্ব্বসাগরসমূহে যাত্রা করিলেন। তিনি কিয়ৎদিবস জলপথে ভ্রমণ করিয়া, স্যাক্‌সন্‌দিগের পুরাতন জন্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্যাক্সনেরা ইংলণ্ডে উঠিয়া যাওয়াবধি দিনমারেরা সেই স্থানে আসিয়া অবস্থান করিতেছে। ওথার ভিসচুলা নদীর মুখে উত্তীর্ণ হইয়া, যেস্থানহইতে অন্যান্য দেশে আম্বর নীত হয়, তথায় গমন করিলেন, এবং কিয়ৎ পরিমাণে ঐ সুগন্ধি ধনাও জাহাজে বোঝাই করিয়া

লইলেন। পরে কুলীন ও দাসদিগের বসতিস্থান এঙ্গ্‌লাণ্ড দেশে গমন করিয়া, দেখিলেন, তথায় অধিকাংশই জঙ্গল, অতি অল্পস্থানমাত্র কেবল পরিষ্কার আছে। ঐ স্থানে প্রত্যেক সারমেসিয়ান্ কুলীনেরা রাজত্ব করেন; তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বে দুর্ভাগ্য দাসেরা, অতিকষ্টে অবস্থান করিয়া, তাঁহাদের নিমিত্তই কেবল চাষ বাষ করে। তাঁহারা মনে করিলেই ঐ সকল দাসদিগের জীবনসংহার, ও তাহাদের স্ত্রীদিগের ধর্ম্মনষ্ট করিতে পারেন।

ঐ কুলীনেরা সংগ্রাম বা মৃগয়া ভিন্ন আর কিছুতেই সুখানুভব করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বন বৃষ ও ভয়ানক ভল্লূক শিকার করেন। ঐ দেশে শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও বাণিজ্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ কখনই প্রবেশ করে নাই। প্রভুরা আলস্যরূপে কালক্ষেপণ করেন; তাঁহাদের কার্য্যনির্ব্বাহিকেরা, হস্তে কশা ধারণ করত অতিশয় নির্দয়তা পূর্ব্বক, কৃষাণগণ দ্বারা শস্যোৎপাদন করিয়া লয়; কিন্তু তাহাদের যৎপরোনাস্তি পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে উদর পূরিয়াও আহার প্রদান করে না।

কৃষাণেরা এই রূপ নিয়ত পীড়ন প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদের প্রভুদিগের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে ত্রুটি করে না। তাহারা আপনাদের নিমিত্ত পরিশ্রম করে না, এজন্য আলস্যরূপে কাল হরণ করিতে যত্ন পায়। তাহারা ক্রমে২ দ্বেষী হইয়া উঠে, কারণ তাহারা স্বীয়২ মন্দাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা কখন২ চুরি বৃত্তিও অবলম্বন করে, যেহেতু তাহারা জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য্য দ্রব্যেও বর্জ্জিত। তাহাদের রমণীরা কখন নিষ্কলঙ্কিনী হইতে পারে না, কারণ দুরাচার কুলীনেরা, অনূঢ়াবস্থাতেই তাহাদের সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করে। এই সকল

দুর্দ্দশাগ্রস্ত, মনুষ্যেরা সর্ব্বদা দৌরাত্ম্যদ্বারা এরূপ অধম হইয়া যায় যে, তাহারা কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যত্ন পায় না। তাহাদের ও পশুদের মধ্যে কদাচ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মনুষ্যেরা যেমন সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য গোমেষাদি প্রতিপালন করে, কুলীনেরাও সেই রূপ তাহাদিগকে যৎসামান্য আহার প্রদান করিয়া, আপনাদের অভিলাষ সিদ্ধ করিয়া লয়। তাহারা জীবনকে ভার ও মৃত্যুকেই মুক্তি জ্ঞান করে। সমুদায় প্রকাণ্ড রাজ্য এই রূপ জন কএক কুলীনদ্বারা প্রপীড়িত হয়।

কুলীনেরা সাধারণের উপকারার্থ কখন মিলিত হয় না। তাহারা কেহ কাহার অধীন নহে, এবং পরোপকার হেতু যৎকিঞ্চিৎ ধন ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত। তাহাদের মঙ্গলে প্রজাদের কোন মঙ্গল, বা, তাহাদের সর্ব্বনাশে প্রজাদের কোন হানি হয় না।

ওথর পূর্ব্বসাগর সমূহের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়া, একটা নদীর মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কতকগুলি ভিন্নীকৃত দ্বীপ ছিল; তাহাতে বিবিধ শিকারোপযুক্ত পশু চরিতেছে অবলোকন করিয়া, অনেক বধ করিলেন। পরে ঐ সকল পশুর চর্ম্ম, আরবা ও বনমধু সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আল্‌ফ্রেড্ ওথারের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে যথোচিত পারিতোষিক প্রদান করিলেন, এবং দশখান সুসজ্জিত রণতরীর ম্যালিম করিয়া দিলেন।

কিয়ৎদিবস পরে আল্‌ফ্রেডের প্রার্থিত রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে ৯০১ খৃষ্টাব্দে দ্বাপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে সংসারলীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি মরণকালে কোন যন্ত্রণা প্রাপ্ত হন নাই, অম্লান বদনে নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

আল্‌ফ্রেডের তুল্য নরপতি ইংলণ্ড দেশের সিংহাসনে কখন আরূঢ় হন নাই। তাঁহার গুণ সকল এক মুখে বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। তিনিই প্রথমে ইংরাজদিগকে সভ্যতার পথ প্রদর্শন করান। তিনিই ইংলণ্ড দেশে প্রথমতঃ বাণিজ্যের সৃষ্টি করিয়া, ধনোপার্জ্জনের উপায় দেখাইয়া দেন; বর্ত্তমান ইংরাজদিগের এতাদৃশ সুখসমৃদ্ধির মূলই তিনি। তাঁহার যে রূপ বিদ্যা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ ছিল, তৎকালীন অন্য কোন রাজার সে রূপ ছিল না। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশালী ব্যক্তি পাওয়া অতি সুকঠিন। তিনি যে রূপ প্রবল প্রতাপ ছিলেন, তদনুরূপ দয়ালুও ছিলেন। সে যাহা হুউক তিনি যে এক জন অলৌকিক মনুষ্য ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

সমাপ্ত।